ঋষির মেয়ে

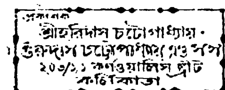
আর্ট থিয়েটার লিমিটেড
প্রথম অভিনয়—১০ই পৌষ, ১৩৩২

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল,

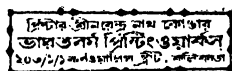
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রাবণ ১৩৩৭

এক টাকা


প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ


প্রিণ্টার শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারী, সাহিত্যসারথী

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে—

আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিচয়টা প্রকাশ করা আবশ্যক।

সাহিত্যের ক্ষেত্রটীকে অনেক কবি বাণীর কমল-বন ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রকে কিন্তু আমি জেনেছি—বিশেষরূপে রণক্ষেত্র বলেই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে আমি যখন কম্পিতপদে উপস্থিত হ'য়েছিলাম, তখন আপনি আমার সারথ্য গ্রহণ ক'রেছিলেন। রণভীরু উত্তরকে যেমন গাণ্ডীবী উৎসাহ দিয়েছিলেন, তেমনি উৎসাহ দিয়েছিলেন আপনি আমাকে। সেদিন যে রথের বল্গা আপনি আনন্দের সহিত ধারণ ক'রেছিলেন, একদিনের তরেও তা' পরিত্যাগ করেন নি। সাহিত্য-সেবায় যদি কোনও কৃতিত্ব লাভ ক'রে থাকি, বাগ্দেবীর পূজায় যদি কোনও পুণ্য অর্জ্জন ক'রে থাকি, সে কৃতিত্ব, সে পুণ্য আমার একার নয়, তাতে আপনারও ভাগ আছে।

"ঋষির মেয়ে" আপনার উত্তেজনায় লেখা। আপনি আমাকে নাটক লিখতে ব'লেছিলেন। আমার এই মানস-কন্যা যখন মূর্ত্তিমতী হ'য়ে দেখা দিল, তখন আপনি একে আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেডের কাছে পরিচিত ক'রে দিয়েছিলেন। তাই আজ "ঋষির মেয়ে" আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেডের অপূর্ব্ব কলাসৌষ্ঠবে বিভূষিত হ'য়ে বাঙ্গালী পাঠক ও নাট্যামোদীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রতে অগ্রসর হ'চ্ছে।

সেই জন্য "ঋষির মেয়ে" আপনার হাতে সমর্পণ ক'রলাম। ইতি

স্নেহানুগত

শ্রীনরেশ—

কুশীলবগণ

পুরুষ

আপস্তম্ব	...	...	ঋষি
উগ্রশ্রবা	...	...	ঋষি
চারুদত্ত	...	...	আপস্তম্বের শিষ্য
ইন্দ্রায়ুধ	...	...	ঐ
রাজা	...	...	
অগ্নিবর্ণ	...	...	রাজশ্যালক
ঋতুপর্ণ } সত্যসেন }	...	...	অগ্নিবর্ণের শ্যালক

মন্ত্রী, সেনাপতি, প্রাড়বিবাক, সভাসদ্‌গণ, পুরোহিত,
প্রহরী, কায়স্থ, সংবাহক ইত্যাদি।

স্ত্রী

শাশ্বতী	...	...	আপস্তম্বের স্ত্রী
সুদত্তা	...	...	ঐ কন্যা
রাণী			
চিত্রলেখা	...	...	অগ্নিবর্ণের স্ত্রী
বাসন্তিকা	...	...	ঐ গণিকা

চারণী, দাসী, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

উপোদ্ঘাত

বহুদিন যাবৎ প্রাচীন ভারতে ব্যবহার-শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনায় ব্যাপৃত আছি। ইহা অতি আয়াসসাধ্য ব্যাপার। যে দীর্ঘ সাধনায় এ ক্ষেত্রে সিদ্ধি অর্জ্জন করা সম্ভব, তাহা আমার ক্ষুদ্র জীবন ও শক্তিতে সম্ভব হইবে কি না জানিনা। এ পর্য্যন্ত সে ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন খণ্ড-সমষ্টি ব্যতীত কোনও ধারাবাহিক কাহিনীর উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তার সামান্য অংশ আমার "Sources of Law and Society in Ancient India এবং Evolution of Law" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি। অবশিষ্ট, কোনও দিন প্রকাশ করা সম্ভব হইবে কি না জানিনা।

কিন্তু এই আলোচনা পথে বেদ, ইতিহাস, গৃহ্য ও ধর্ম্ম-সূত্র প্রভৃতি হইতে সুদূর অতীত যুগের এক সমাজ-চিত্র আমার কল্পনার সম্মুখে আকারিত হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, সে চিত্রকে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলিয়া দাবী করিবার মত প্রমাণ এখনও পাই নাই। কিন্তু যাহা কিছু প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা কল্পনার তুলিকায় পূর্ণাঙ্গ হইয়া যে আকারে আমার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই "ঋষির মেয়ের" প্রাণ।

"ঋষির মেয়ে" ইতিহাস নয়, নাটক। নাটক হিসাবে যদি ইহা সার্থক হয়, তবেই ইহা পাঠকের উপর কোনও দাবী করিতে পারে। সে হিসাবে হীনাঙ্গ হইলে ইহার ঐতিহাসিক সত্যাসত্য একেবারে বিচারের বহির্ভূত হইবে।

ইহাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলেও, চলেও না। মুখ্যতঃ যাহাকে

ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়, তার প্রধান বিষয়—তার ঘটনা ও পাত্র-পাত্রী—ঐতিহাসিক। নাটকে কেবল ঐতিহাসিক উপাদানকে কল্পনার সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ ও সজীব করিয়া একটা রসচিত্র গড়িয়া তোলা হয়। ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনার স্বরূপ-বোধের সহায়তা হয়। এ অর্থে "ঋষির মেয়ে" ঐতিহাসিক নাটক নয়। ইহার প্লটের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

আপস্তম্ব ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কিন্তু তাঁর জীবন বা ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নাই। তিনি কোন্ দেশে বাস করিতেন তাহাও কেহ বলিতে পারে না। আপস্তম্বীয় চরণের ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণাপথে বাস করেন, এবং আপস্তম্ব-স্মৃতি সেই দেশেই প্রচলিত, ইহা হইতে কোনও কোনও মনীষি (যথা Buhler) বিবেচনা করেন, যে, আপস্তম্ব দক্ষিণ-দেশীয় ছিলেন। কিন্তু এ কথা একেবারেই অসম্ভব নয় যে, তিনি উত্তর-দেশ হইতে দক্ষিণে গিয়া নূতন বিদ্যাকেন্দ্র ও বিদ্যাবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন; অথবা তিনি উত্তরেই ছিলেন—তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেরা দক্ষিণে আশ্রয় লইয়াছিল।

আপস্তম্ব গোত্রপ্রবর্ত্তক ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া পরবর্ত্তী কালে বিবেচিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার ধর্ম্মসূত্রে যাহা বলিয়াছেন,তাহাতে মনে হয় আপস্তম্বের ঋষিত্ব, পাশ্চাত্য Saintদিগের মত, তাঁহার মৃত্যুর বহুপরে তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ইদানীং (অর্থাৎ তাঁহার সময়ে) মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আর কেহ হয় না, কিন্তু শ্বেতকেতুর মত কেহ কেহ শ্রুতর্ষি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সুতরাং তিনি নিজে মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন না ইহা নিশ্চয়। কিন্তু তাঁহার বেদ-বিদ্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য বশতঃ লোকে তাঁহাকে শ্রুতর্ষি বলিয়া সম্মান করা বিচিত্র নহে। এই ভাবেই আপস্তম্বের চরিত্র এ নাটকে কল্পিত হইয়াছে। আপস্তম্ব

ব্যতীত অন্য কোনও ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনা এ নাটকে নাই আপস্তম্বের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার গৃহ্য ও ধর্ম্ম-সূত্র লিখিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমার একটা ধারণা হইয়াছে,—সেই ধারণা ইহাতে প্রকাশ করিয়াছি।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটক হইতে পারে। তাহার চরিত্র ও ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কিন্তু সেই কাল্পনিক কাহিনীর দ্বারা অতীত কোনও যুগের সমাজের চিত্র উপস্থিত করা হয়। সেকালের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার সরস ভাবে চিত্রিত করা এই প্রকার নাটকের উদ্দেশ্য। "ঋষির মেয়ে"কে এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটক বলা যাইতে পারে।

সুতরাং ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইতে পারে।

সেকালের সমাজের যে চিত্র আমরা পাই তাহা পূর্ণাঙ্গ নহে। তাহার উপাদান নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, কল্পসূত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি এবং পুরাণাদি প্রাচীন, সাহিত্য হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। সে সব উপাদানের কালগত পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা অসম্ভব। আমি এ নাটকে প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়াছি আপস্তম্বের গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র। কিন্তু স্থল-বিশেষে আমি এক দিকে বেদ ও ব্রাহ্মণ ও অপর দিকে যাজ্ঞবল্ক্য, ও নারদ প্রভৃতি পরবর্ত্তী স্মৃতি হইতে উপাদানসংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। ঋগ্বেদে যে অনুষ্ঠানের কথা আছে, তাহা আপস্তম্বের কালে ছিল না, এবং যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদে যে ব্যবস্থা আছে তাহা আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রে নাই বলিয়াই যে আপস্তম্বের যুগে ছিল না, একথা জোর করিয়া বলা যায় না।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার বক্তব্যের প্রমাণ দিব।

সুদত্তার সহিত চারুদত্তের প্রণয় সম্ভাবনার ভিত্তি কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান। অতি প্রাচীনকালে ভারতে এরূপ প্রণয় সম্ভব না হইলে এরূপ

উপাখ্যান রচিত বা প্রচলিত হইতে পারিত না তাহা ছাড়া আর যাহা প্রমাণ আছে তাহা ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব বেদের নানা মন্ত্র বিক্ষিপ্ত। তাহা হইতে তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়া Zimmer তাঁহার Altindischen Leben গ্রন্থে (৩০৭-৩০৮ পৃ) সেকালের প্রেমের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা এ প্রেম কাহিনীর সম্ভাবনা সূচিত করে। তবে সেই অবস্থা যে আপস্তম্বের যুগে ছিল কি না, এ কথা বলা অসম্ভব।

চারণী এ নাটকে আসিয়া গান গায়। এ চারণী রাজস্থানের চারণী নয়। বৈদিক যুগে কোনও চারণীর পরিচয় আমি পাই নাই। কিন্তু, একটা কথা নানাস্থানে দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন যুগে আর্য্যাবর্ত্তে এবং ইরাণে "গাথা" গীত হইত। Jolly তাঁর Recht und Sitte গ্রন্থে এই সমাচীন অনুমান করিয়াছেন যে, এই গাথারই কতকগুলি মুখে মুখে প্রচলিত ও কালক্রমে সঙ্কলিত হইয়া মহাভারত ও রামায়ণে পরিণত হইয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ এ সব গাথা ছিল Ballad শ্রেণীর—দেব-দেবী ও মহাপুরুষের কীর্ত্তিকথা সম্বলিত।

এ গান গাহিত কে? সে কথা আমরা জানি না। মনুর স্মৃতিতে (৮ম অ ৩৬২ শ্লো) চারণদারদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা হইতে অনুমান হয় চারণীগণ হীনচরিত্রা আত্মোপজীবিনী নারী-বিশেষ ছিল। আমি কল্পনা করিয়াছি এই নারীগণ সুদূর অতীত যুগ হইতে গৃহে গৃহে গাথা গাহিয়া বেড়াইত ও নায়ক নায়িকার মিলন ঘটাইত। এ কল্পনার পক্ষে প্রমাণ কিছু নাই। কিন্তু ইহা মোটেই অসম্ভব নয়।

ধর্ম্মসভা ও অধিকরণের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা খুব সম্ভব আপস্তম্বের যুগে ঠিক এ আকারে ছিল না। গৌতম আপস্তম্ব বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্রে এ কথা পাই যে, ব্যবহার দর্শন রাজা বা তদভাবে মন্ত্রী বা অন্য

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ছিল। সভায় বসিয়া বিচার করিতে হইত। প্রাড়্বিবাকের উল্লেখ পাই। কিন্তু বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাই পরবর্ত্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে। তন্মধ্যে নারদ ও কাত্যায়ন প্রধান। এই সকল গ্রন্থে যে সব সত্যোত্তর, মিথ্যোত্তর, প্রত্যবস্কন্দন ও প্রমাণের ভাব ঘটিত তর্ক আছে, তাহা হয় তো আপস্তম্বের সময়ে সম্ভব ছিল না; কিন্তু তাহা আপস্তম্ব লিখিয়া যান নাই বলিয়াই যে তাহা নিশ্চয় তাঁর সময়ে ছিল না, এ কথা বলা যায় না।

ব্যবহার-নির্ণয়ের বিবরণ লিখিতে আমি প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছি স্মৃতি-গ্রন্থের উপর। কিন্তু দুই এক স্থলে মৃচ্ছকটিকের সুপরিচিত বিচার দৃশ্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। মৃচ্ছকটিকের বিবরণ অনেক বিষয়ে স্মৃতির বিধান হইতে ভিন্ন। তাহা আমি গ্রহণ করি নাই। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রে "প্রাচীন ভারতে ব্যবহারে"র পরিচয় দিয়াছি। তাহার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্র হইতে অমাত্যের পরীক্ষা-বিধি গ্রহণ করিয়াছি। কৌটিল্যে রাষ্ট্রনীতির বিস্তারিত বিবরণ আছে। আপস্তম্ব বা অন্য কোনও স্মৃতিগ্রন্থে তত বিস্তৃত বিবরণ নাই। কিন্তু কৌটিল্যে যে নীতি অনুসৃত দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে অর্থ শাস্ত্রের মূল সূত্রের মোটের উপর সামঞ্জস্য হয়।

নাটকের একাধিক স্থানে পাষণ্ডীর উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী স্মৃতিশাস্ত্রে 'পাষণ্ডী" শব্দ বৌদ্ধের সঙ্গে একার্থক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। আপস্তম্বের সময় গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন নাই; ইহাতে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু পাষণ্ডী শব্দ মূলতঃ বেদবিরোধী সম্প্রদায় মাত্রের নাম স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু উপনিষদের যুগ হইতে যে বেদের

কর্ম্মকাণ্ড-বিরোধী এবং যজ্ঞে পশুহত্যা-বিরোধী মতবাদ প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মূল সাংখ্য এইরূপ বেদবিরোধী মত রূপে প্রথম আবির্ভূত হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই প্রকারে নানা স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমি প্রাচীন কালের একটা ঐতিহাসিক চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার কল্পনা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আমি যথাসম্ভব সত্যানুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

রসের দিক হইতে নাটকের মূল্য বিচার সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এ বিষয়ের বিচারক পাঠক ও দ্রষ্টা। কেবল আমার এই নিবেদন যে, এ বিচার করিতে সমালোচকগণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের বাঁধা মাপ-কাটিকেই শেষ বা একমাত্র প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইবেন না। রসের প্রধান পরীক্ষাস্বাদে। অলঙ্কার শাস্ত্র—তা' সে প্রাচ্য হউক বা প্রতীচ্য হউক—কেবলমাত্র কয়েকটি বাহ্য পরীক্ষার সূত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এ গুলি যাঁরা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁরা অসামান্য রসজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁদের মতামত অন্ধের পক্ষে যষ্টির ন্যায় উপকারী। কিন্তু সে যষ্টি—চক্ষু নয়। অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অবহেলা করিয়া রসিক কবি চিরদিনই নূতন রসসৃষ্টি করিয়াছে, চিরদিন করিবে। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক আবার সেই রসের বিশ্লেষণ দ্বারা অলঙ্কারে নূতন সূত্র গড়িবে। এরূপ না হইলে বাল্মীকি ও হোমার হইতে বার্ণার্ড শ ও রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কেহই নূতন রস সৃষ্টি করিতে পারিতেন না।

আমি অলঙ্কার শাস্ত্রে পারদর্শী নই, সুতরাং আমার নাটকে যে আমি আলঙ্কারিকের সকল নীতি অনুসরণ করিয়াছি এরূপ বলিতে পারি না। কিন্তু আমার ভিতর যে টুকু রসানুভূতি আছে তাহার সাহায্যে রস রচনা

করিয়াছি - রসিক পাঠক আপনার অন্তরের রসের নিকষে তাহা যাচাই করিলে কৃতার্থ হইব।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের অভিনেতা ও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমি এ নাটকের সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব সাধনের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহারা যে অশ্রুতপূর্ব্ব চেষ্টা ও আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে এ নাটকের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। ইহা অভিনয়ের চেষ্টা করিতে গিয়া ইহার সংশোধন ও উন্নতি সাধন কল্পে তাঁহারা বহু সহায়তা করিয়াছেন। তাহার ফলে আমাকে প্রথম রচিত বইখানি আদ্যোপান্ত বহু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে কেবল যে ইহার অভিনয়ে সৌকর্য্য সাধিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহার রস সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বিশেষভাবে এ বিষয়ে আমি শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহের কাছে ঋণী।

আমি সঙ্গীতে অধিকারী নই। তাই এই নাটকের জন্য কয়েকটিগান সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব রচনা করিয়া দিয়াছিলেন এবং অভিনয় কালে সেই গানই গীত হইয়াছিল। তার মধ্যে কয়েকটি আমি অবিকল গ্রহণ করিয়াছি। দুই এক স্থলে আমার কল্পিত চারণী-চরিত্রের সঙ্গে কথঞ্চিৎ সামাঞ্জস্য রক্ষার জন্য তাঁহার রচিত গান সামান্য পরিবর্ত্তন বা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাঁর যে গান নাটকের ভিতর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি তাহা গ্রন্থ-শেষে মুদ্রিত হইল। নরেন্দ্র বাবুর কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী।

আমার ভাগিনেয় চিত্র-কুশলী শ্রীমান চারুচন্দ্র রায় এই নাটকের অভিনয়কালে যে চিত্র ও আহার্য্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে অভিনয়কালে ইহার শোভা অশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রতি

আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অনাবশ্যক। আর্ট থিয়েটারের শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় এই নাটক সমৃদ্ধ বেশে দর্শক-সমাজে উপস্থিত করিবার জন্য যে অসামান্য প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং অসাধারণ চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

আর একটা কথা বলিবার আছে। নাটকের সম্বন্ধে আমার যে পূর্ণাদর্শ, তাহা আমি এ নাটকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি নাই। সে আদর্শের সম্পূর্ণ অনুশীলন করিলে আমার নাটক বাঙ্গলার নাট্যামোদীর কাছে গ্রহণীয় হইত কি না সন্দেহ। নাটক ও উপন্যাস লেখার ভিতর একটা গুরুতর পার্থক্য এই যে, নাটকে পরিপূর্ণ রূপে অভিনেতা ও শ্রোতার মনের দিকে চাহিয়া লিখিতে হয়; উপন্যাসে তার কোনও প্রয়োজন থাকে না; তাহাতে লেখক নিরঙ্কুশভাবে আপনার আদর্শ অনুশীলন করিতে পারেন। আমি এ নাটকে যে আদর্শ ও পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছি তাহা চিরপ্রচলিত, তাহা সেক্সপীয়ারের পদ্ধতি এবং বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের সাধারণ পদ্ধতি। ইহা আমার নিজের কল্পনানুযায়ী নাটকের আদর্শ-পদ্ধতি নয়। আমার আদর্শ কোনও দিন আমি আকারিত করিয়া তুলিতে পারিব কি না জানি না।

পরিশেষে, যে বিশ্বদেবতা রসমূর্ত্তিতে আমার ভিতর অধিষ্ঠিত হইয়া আমার চেষ্টা উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন এবং আমার সকল আয়োজন তাঁর ইচ্ছামত সাফল্য বা নিষ্ফলতায় মণ্ডিত করিতেছেন, প্রণত হইয়া তাঁহারই চরণে ইহার কর্ম্মফল সমর্পণ করিতেছি। ইতি—

শ্রীনরেশ।

অভিনয়কালে প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যে নিম্নলিখিত গান দুইটী পুস্তকে মুদ্রিত গান দুইটীর পরিবর্ত্তে গীত হয়।

যে অমরার রূপের ফাঁদে আপন হারা আলোক কাঁদে, ত্রিলোক জুড়ে করুণ সুরে
বাজে ব্যথার বাঁশী—
কোন্ স্বপনে আন্‌মনে সে নাম্‌ল ধরায় আসি।
আজ কি তারই চরণপাতে, অরূপরূপের দীপ শোভাতে,
উঠ্‌ল ভুবন হাসি'—
চাইল সে যেই আঁখির পানে আশার ভাষা জাগল প্রাণে
মিলন অভিলাষী ;
হৃদয় কমল উঠ্‌ল ফুটে, চরণে তার পড়্‌ল লুটে,
নিবীড় ভালবাসি ॥

তোমারই বিরহ বহ্নি হৃদয় যেতেছে দহি
জীবন হ'তেছে প্রিয়ে ক্ষীণ,
তুমি সেথা ফুল্লমনে অনিন্দ্য নন্দন বনে
আনন্দে যাপিছ নিশিদিন,
হিয়ার বেদনা ভরে হেথা মোর আঁখি ঝরে
ব্যথিত এ অন্তরে, জাগে শুধু নিরাশা মলিন ;
বারেক এ ভাঙা বুকে ধরা দাও হাসি মুখে,
মরিব পরশি সুখে, তোমারই ও চরণ রঙিন।
করুণায় বিগলিয়া তাও কি দিবে না প্রিয়া
তুমি কিগো ব্যথালেশহীন ?

দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, দ্বিতীয় ভাগে সখীদের গীত।

নয়নে নয়নে দু'টী নয়নে।

সে কবে দেখা হবে মিলন অনুভবে কামনা জেগে রবে নয়নে।
ভুলিয়া সব ভুল পরাণ পাবে কূল আঁখির ঝরা ফুল চয়নে।
জীবনে ক্ষণকাল বাজিবে নব তাল স্বপন সুরজাল বয়নে।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড
(ষ্টার রঙ্গমঞ্চ)

প্রথম অভিনয় ইং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৫, বাং ১০ই পৌষ ১৩৩২।

নাট্যাচার্য্য	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শিক্ষক ও অধ্যক্ষ	...	„ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত শিক্ষক	...	„ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জানকীনাথ বসু।
নৃত্য-শিক্ষক	...	„ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
হারমোনিয়াম-বাদক	...	„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বংশী-বাদক	...	„ ক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গতি	...	„ সতীশচন্দ্র বসাক
স্মারক	...	„ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রথম রাত্রির অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

আপস্তম্ব	শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
উগ্রশ্রবা	„ দুর্গাপ্রসন্ন বসু
চারুদত্ত	„ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ইন্দ্রায়ুধ	„ ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
অগ্নিবেশ	„ সন্তোষকুমার সিংহ
সৌধিরক	„ বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সুবাহু	„ মনীন্দ্রনাথ ঘোষ
অগ্নিবর্ণ	„ অহীন্দ্র চৌধুরী
ঋতুপর্ণ	„ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সত্যসেন	„ তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
সংবাহক	„ নলিনীমোহন দাস
সৌধনক	„ রমেশচন্দ্র দত্ত
সেনাপতি	„ ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার
মন্ত্রী	„ শরৎচন্দ্র শূর ও আশুতোষ চক্রবর্ত্তী
প্রাড্‌বিবাক্	„ ভুজেন্দ্রনাথ দে
পুরোহিত	„ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
কায়স্থ ...	„ তারকনাথ ঘোষ

প্রতিহারী—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি

শাশ্বতী	...	শ্রীযুক্তা সুশীলাসুন্দরী	সাগরিকা	...	শ্রীযুক্তা আশালতা
সুদত্তা	...	„ নীহারবালা	মাধবিকা	...	„ সরস্বতী
রাণী	...	„ নন্দরাণী	চারণী	...	„ রাজলক্ষ্মী
চিত্রলেখা	...	„ রাণীসুন্দরী	দাসী	...	„ মতিবালা
বাসন্তিকা	...	„ ননীবালা			

নর্ত্তকীগণ—শ্রীযুক্তা ফিরোজবালা, দুর্গারাণী, মতিবালা, সরস্বতী, আশালতা, তারকবালা, [illegible] কনকলতা, [illegible], সুবাসিনী, সরোজিনী প্রভৃতি।

ঋষির মেয়ে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আপস্তম্বের আশ্রম

(প্রথম দিবস)

(একটি আঙ্গিনা, পশ্চাতে পার্শে অগ্ন্যাগার, ও বাম-পার্শে রন্ধনাগার। উভয়ের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে প্রাচীর ও তার মধ্যে একটি দ্বার। শাশ্বতী রন্ধনাগারের অভ্যন্তরে গৃহকর্ম্মে রত, সুদত্তা অগ্ন্যাগারের সামনে বসিয়া আলপনা দিতেছে। প্রাচীর গাত্রে দ্বার পথে ইন্দ্রায়ুধ ও অগ্নিবেশ ইন্ধন করিয়া প্রবেশ করিল।]

ইন্দ্রায়ুধ। ভগবতি! ইন্ধন গ্রহণ করুন।

[শাশ্বতী দেবী ও সুদত্তা বাহিরে আসিলেন]

সুদত্তা। মা, এতে হবে সব রান্না? আজ যে কত রান্না ক'রতে হবে।

অগ্নিবেশ। আরও কাঠ লাগবে মা? বলুন, আমরা আবার নিয়ে আসি।

শাশ্বতী। না, না, বাবা, এতেই হবে। আমার মেয়ের আজ আদেশ হ'য়েছে দশরকম তরকারী; কেন না,—চারুদত্ত সেই গুলো খেতে বড় ভালবাসে। তা এতেই হবে রে পাগলী; আর কাঠ লাগবে না।

ইন্দ্রা। (স্বগতঃ) ভাগ্যবান চারুদত্ত! আমাদের সমাবর্ত্তনের সময় কে মনে করে আমাদের মনের মতন রান্না ক'রবে?

অগ্নি। তবে যাই মা, আমরা এই কাছেই থাক্‌বো; আবশ্যক হ'লে আদেশ দেবেন, আরও ইন্ধন সংগ্রহ ক'রে এনে দেবো।

শাশ্বতী। হাঁ, এসো বাবা!

[শাশ্বতী ও সুদত্তা ভাণ্ডারে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রায়ুধ ও অগ্নিবেশ বামপার্শে অগ্ন্যাগারের সম্মুখ দিয়া প্রস্থান করিল। প্রাচীর দ্বার পথে অপর দুইজন ব্রহ্মচারী প্রবেশ করিয়া ভাণ্ডারের সম্মুখস্থ অঙ্গনে দাঁড়াইল]

১ম ব্রহ্মচারী। ভবতি ভিক্ষাং দেহি!

২য় ব্র। ভবতি ভিক্ষাং দেহি!

[শাশ্বতী বাহির হইয়া উভয়কে ভিক্ষা দান করিলেন।]

শাশ্বতী। কে তোমরা বাছা? তোমাদের নূতন দেখছি।

১ম। যথার্থ আজ্ঞা করেছেন দেবি, আমরা ভগবান উগ্রস্রবা আরুণেয়ের অন্তেবাসী শিষ্য। দেবি, প্রণাম হই।

[প্রণামান্তর ব্রহ্মচারীদ্বয়ের প্রাচীর দ্বার দিয়া প্রস্থান।

শাশ্বতী। কি অশুভক্ষণে এই উগ্রস্রবা এদেশে এসে জুটেছিল।

যেদিন থেকে এসেছে, সেই থেকে স্বামীর আমার শান্তি নেই। কি কুক্ষণে উগ্রশ্রবা এসেছিল !

[শাশ্বতী গৃহে প্রবেশ করিলেন। অপর দুইটী ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।]

১ম ব্র। দেবী, ভিক্ষা এনেছি, গ্রহণ করুন।

শাশ্বতী। [বাহির হইয়া) সুদত্তা, পাত্র নিয়ে আয়।

[সুদত্তা চুপড়ী লইয়া আসিল ব্রহ্মচারীদ্বয় তাদের ঝুলি ঝাড়িয়া তাহাতে ঢালিল। সুদত্তা তাহার ভিতর হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে শাশ্বতীর সহিত ঘরে গেল]

১ম। উগ্রশ্রবার শিষ্যগুলি কি মূর্খ! অম্লানবদনে ব'ললে কি না, বেদ চারটে! শাস্ত্রে পাঁচশো জায়গায় আছে, বেদ হ'ল ত্রয়ী, আর বলে কি না চার বেদ !

২য়। ওরা বলে, যে অথর্ব্ববেদ ব'লে না কি একটা বেদ আছে।

১ম। অথর্ব্ববেদ ? সে, আবার কি ?

২য়। আরে ঐ যে অথর্ব্বাঙ্গিরস! চক্রদত্ত যে এতদিন ধ'রে ঐ অথর্ব্বাঙ্গিরসের মন্ত্র আর তুক্ তাক্ দিয়ে সংসার চালিয়ে আসছে। উগ্রশ্রবা বলেন যে, ওটাও নাকি একটা বেদ।

১ম। হাঃ হাঃ হাঃ! আচার্য্যদেব তো অথর্ব্বাঙ্গিরসের নাম পর্য্যন্ত শুনতে পারেন না।

[উভয়ের দক্ষিণ দিক দিয়া প্রস্থান।

[দক্ষিণ দিক দিয়া আপস্তম্ব ও চারুদত্তের প্রবেশ]

আপ। বৎস চারুদত্ত! আমি তোমাকে সকল বিদ্যা দান করেছি। তোমার মত কৃতী শিষ্য আমি কখনও পাই নি। এমন মেধা, এমন তিতিক্ষা, এমন জ্ঞানপিপাসার সঙ্গে সঙ্গে এত বিনীত নম্রস্বভাব! আশীর্ব্বাদ করি এবং দেবতার চরণে নিয়ত প্রার্থনা করি যে, তুমি চিরকাল জয়যুক্ত হও। জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও চরিত্রে মহীয়ান হয়ে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ কর।

চারু। [প্রণত হইয়া] ভগবানের আশীর্ব্বাদ অমোঘ হবে সন্দেহ নাই।

[এই সময় সুদত্তা ঘরের ভিতর হইতে বার বার দ্বারের কাছে
আসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে চারুদত্তের দিকে চাহিতে লাগিল]

আপ। যাও বৎস! অগ্নি প্রদক্ষিণ ক'রে এসো। তুমি স্নাতক, এখন আর তোমার অগ্নিকে হব্য দেবার অধিকার নেই, স্মরণ রেখো।

চারু। যথা আজ্ঞা।

(অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিল)

আপ। সুদত্তা!

[সুদত্তা অগ্রসর হইয়া পিতার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল]

সুদত্তা। কেন বাবা?

আপ। চারুদত্তের জন্য কি রান্না ক'রলি?

সুদত্তা। আমি কি রান্না ক'রবো? মা ক'রছে। কিচ্ছুই রান্না হয় নি।

[শাশ্বতী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন]

শাশ্বতী। না কিছুই হয়নি। উনি বল্লেন, হরিণের মাংস চাই। তা সংগ্রহ ক'রে উঠ্‌তে পারি নি।

আপ। [হাসিয়া] আহা! আমাকে ব'ললে না কেন? এই আজ প্রত্যূষেই তো ব্যাধ এসেছিল আরণ্য মাংস নিয়ে।

সুদত্তা। শুন্‌লে মা! আমি ব'ল্‌লাম বাবাকে বল, তা তুমি শুনলে না।

শাশ্বতী। ঘাট হ'য়েছে বাছা! মেয়ে চিনেছেন বাপকে, আর বাপ চিনেছেন মেয়েকে। মা বেটী দাসী, কেবল আছেন দোষের বোঝা বইতে। [হাস্য]

আপ। তা তো অন্যায় বলনি দেবি! একজন তো চাই সংসারের মধ্যে যে দোষের বোঝা বইবে।

শাশ্বতী। কেন? আমি কি তোমার ভার বইবার গরু? যাই হোক, তাই ব'লে মেয়েটার মাথা এমন ক'রে চিবিয়ে খাবার দরকার নেই।

আপ। হাঁ সুদত্তা!—তোর মা, এ কি অন্যায় কথা বলে? আমি কি অনার্য্য রাক্ষস, যে এমন শাস্ত্র বিগর্হিত বস্তু খাব?

সুদত্তা। না বাবা, আমার মাথা ঠিক আছে; তুমি মার কথা কাণে তুলো না।

[চারুদত্ত অগ্ন্যাগার হইতে নিস্ক্রান্ত হইল; সুদত্তা সরিয়া গেল এবং ক্রমে গিয়া অগ্ন্যাগারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চারুদত্তের দিকে চাহিয়া রহিল]

আপ। চারুদত্ত! তুমি আহারান্তে দেবীকে প্রণাম ক'রে এসো; আমি পাঠাগারে তোমার প্রতীক্ষা ক'রবো।

[প্রস্থান।

চারু। ভগবতী! প্রণত হই।

শাশ্বতী। চিরজীবী হও বৎস!

চারু। দেবি! বারো বৎসর পূর্ব্বে আমি আপনার কোলে এসেছিলাম। আপনার স্নেহেই আমার বৃদ্ধি; আপনার দয়ায় আমি গুরুদেবের নিকট বিদ্যা গ্রহণ ক'রতে পেরেছি। আজ সমাবর্ত্তনের দিন, আপনি আমার কাছে কিছু বর গ্রহণ করুন!—আদেশ করুন!

শাশ্বতী। বর! হাঁ বৎস, চাইবো। কিন্তু দিতে পারবে কি তা?

চারু। আদেশ ক'রুন অপনি, যত কঠিন্ হোক্ তা, আমি প্রাণপণ ক'রে তা সংগ্রহ ক'রবো।

শাশ্বতী। বৎস! দেবগণ আমাকে পুত্রধনে বঞ্চিত ক'রেছেন; কিন্তু তুমি আমার পুত্রের অধিক, তোমার কাছে আমি সেই বর চাই, যাতে আমি আপনাকে ভাগ্যবতী ব'লে মনে ক'রতে পারি। আমি তোমার কাছে এই বর চাই, যে তুমি মানুষ হও। দেবগণের প্রিয়, সর্ব্বলোকের বরণীয় নরশ্রেষ্ঠ হ'য়ে, তুমি আমার মাতৃস্নেহের ঋণ পরিশোধ কর, এই আমার ভিক্ষা।

চারু। মায়ের যোগ্য ভিক্ষা! আপনার আশীর্ব্বাদ মাথায় ক'রে জীবনে অগ্রসর হ'চ্ছি মা। জানি না, আপনার আশা সফল ক'রতে পারবো কি না। কিন্তু আপনার চরণ-স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রছি, যে সত্য কখনও পরিত্যাগ ক'রবো না, ধর্ম্ম কখনও ছাড়বো না। সত্য ও ধর্ম্মকে মাথায় ক'রে পুরুষকারের দ্বারা যা কিছু সম্ভব, অর্জ্জন ক'রবো। তার পর আমার অদৃষ্ট, আর আপনার আশীর্ব্বাদ!

[সুদত্তার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, সে তন্ময় হইয়া
চারুদত্তকে দেখিতে লাগিল]

শাশ্বতী। তোমারই যোগ্য কথা ব'লেছ বাবা! তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি গোশালা থেকে একটু দুধ দুইয়ে নিয়ে আসি। আমার কপিলার দুধ না খাইয়ে তোমাকে বিদায় দিতে পারবো না।

[বাম দিক দিয়া প্রস্থান।

সুদত্তা। বলি ওগো ব্রহ্মচারী ঠাকুর!

চারু। ভুল হ'ল সুদত্তা! এখন আর ব্রহ্মচারী নই, এখন এক ডুব মেরে স্নাতক হ'য়ে পড়েছি। এখন জান, ইচ্ছে ক'রলে এক্ষুনি বিয়ে ক'রে ফেল্‌তে পারি?

সুদত্তা। কাকে?

চারু। যার সে সৌভাগ্য হবে। তোমার যদি সে বিষয়ে কোনও আবেদন থাকে, চট্‌পট্‌ ব'লে ফেল। কেন না—

সুদত্তা। বোঝা বইবার এতবড় গর্দ্দভ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

চারু। চপলে, তোমার কথাটা বড় অসম্মানসূচক! জান ত, গর্দ্দভ জন্তুটা সুবুদ্ধির জন্য বিখ্যাত নয়?

সুদত্তা। তুমিও নও।

চারু। সে কি কথা? এই মাত্র শুন্‌লে, আচার্য্যদেব আমার মহা সুখ্যাতি ক'রে গেলেন, আর তোমার মা—

সুদত্তা। তাঁদের কাছে খ্যাতি পাওয়া কিছু শক্ত কথা নয়! কিন্তু

তোমার সুবুদ্ধির খ্যাতি আছে তা সেই দিনই বুঝবো, যে দিন তোমার স্ত্রী তোমাকে বুদ্ধিমান ব'লে স্বীকার ক'রবেন।

চারু। এ যে তোমার বেজায় আবদার, সুদত্তা! স্ত্রীর কাছে বুদ্ধির জন্য খ্যাতি এ পর্য্যন্ত জগতে কোনও পুরুষ কখন পায় নি। কোনও দিন পাবেও না। আর তা ছাড়া যত দূর দেখা যাচ্চে, এই—ওর নাম কি—আমার স্ত্রী—অর্থাৎ—ওর নাম কি—সেটা বোধ হয় তোমাকেই হ'তে হবে।

সুদত্তা। শোন বাচাল ব্রাহ্মণের কথা! কি ধৃষ্টতা তোমার! আমাকে এমনি কথা অনায়াসে মুখের উপর ব'লে ব'স্‌লে? আমার এক্ষুনি এ স্থান ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

চারু। না না, অত তাড়াতাড়ি নয়, একটু র'য়ে স'য়ে; আমি একটা বাড়ী-ঘরের যোগাড় করি, নইলে গিয়ে উঠ্‌বে কোথায়?

সুদত্তা। উঃ! তুমি অতি দুঃশীল, দুশ্চরিত্র, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্ম্মদ, দুরাচার। আমার সম্বন্ধে এমন কথা ব'ল্‌তে তোমার দ্বিধা বোধ হচ্ছে না?

চারু। না—দ্বিধা হবার উপায় যে নেই সুদত্তা! দুই বৎসর হ'ল একদিন হঠাৎ তোমাকে যে কি চক্ষে দেখে ফেলেছি! হাঁ, তা স্বীকার কর যে, তুমিও তারই কাছাকাছি সময়েই আমাকেও একটা কি চক্ষে দেখে ফেলেছ। তার পর—তার পর থেকে আমরা কথাটা পরস্পরের কাছে ভাল ক'রে গোপন ক'রতে পারিনি। এখন আর দ্বিধা ক'রবো কার ভয়ে সুদত্তা?

সুদত্তা। স্পর্দ্ধা বটে! যাক্‌, কি আর ক'রবো? জগতে স্পর্দ্ধারই চিরকাল জয় হ'য়েছে, কাজেই প্রতিবাদ ক'রে কি হবে? এখন একটা

কথা বলি, তুমিতো শূন্য হাতে বড় দাতা হ'য়ে বস্‌লে বর দিয়ে। আমাকে একবার বর দিতে চাইলে না ?

চারু। সাহস হয় না সুদত্তা! লোক বুঝে বর দিতে হয়। তোমাকে যদি বলি, তুমি হয়তো ভয়ানক একটা কিছু চেয়ে ব'সবে। এই, হিসাব না ক'রে বর দিতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্র বেচারা কি নাকাল হ'য়েছিলেন, জান তো ?

সুদত্তা। না গো ঠাকুর, তেমন কিছু ভয়ানক আমি তোমার কাছে চাইব না।

চারু। না, যৎসামান্য ;—যথা—মুক্তার একাবলী !

সুদত্তা। ওরে বাপরে! তুমি যে ভয় খেয়ে গেলে, তবে দেখ্‌ছি আর কিছু চাওয়া হ'ল না।

চারু। আচ্ছা! সেই ভাল। আমি বরং নিজের পছন্দ মত তোমাকে একটা উপহার দিচ্ছি।—খুব দামী জিনিস—একদম নগদ—এই আমার প্রাণ!

সুদত্তা। (হাত বাড়াইল) দাও।

চারু। আর দেব কি ? কথা বলবার আগেই সে তোমার অন্তরের ভাঁড়ারে পৌঁছে গেছে।

সুদত্তা। তবে আর নূতন দিলে কি ? সে তো অনেক দিন হ'ল, আমার ভাঁড়ারে জমা র'য়েছে।

চারু। তবে তো আর উপায় দেখছি না। আর তো আমার কিছু নেই, এক আছি আমি। হুকুম কর তো আমিই বর হ'য়ে বসি।

সুদত্তা। ইস্, বড় স্পর্দ্ধা দেখছি—তোমার থাকবার মধ্যে আছে

কেবল মুখখানা, সেই সম্পদ নিয়ে আমার মত পদ্মিনীর বর হ'তে ভরসা কর ?

চারু। এ রকম স্পর্দ্ধার কাজ করাটাই আমার স্বভাব। আচ্ছা, এ বর যদি না রোচে তোমার, তবে কি চাও তুমি ?

সুদত্তা। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া চুপ করিল, পরে) মনে আছে চারুদত্ত ?—একদিন তুমি একটা স্বর্ণলতার কঙ্কণ রচনা করে আমাকে দিয়েছিলে ? আজ তুমি আমাকে তেমনি দু'টী কঙ্কণ দিয়ে যাও।

চারু। এত আস্ফালনের পর এই চাইলে সুদত্তা!—এত দামী জিনিস ?

সুদত্তা। আমার কাছে এর দাম যে কত, তা তুমি কি বুঝ্‌বে ?

চারু। ও কি! চোখে জল! চপলার অঙ্গে মেঘ! সুদত্তা, কেঁদ না, লক্ষ্মী! আমার বিদায়-ব্যথাকে আরও কঠিন ক'রো না। এই নাও তোমার কঙ্কণ, আমি যাবার আগে তোমাকে দিয়ে যাব ব'লে গোপনে গেঁথেছিলাম। তুমি যখন চেয়ে আমার দানের মর্য্যাদা হরণ ক'রলে সুদত্তা—তখন আমাকে তোমার হাতে এটা পরিয়ে দিতে দাও!

[সুদত্তা নত নেত্রে হাত বাড়াইয়া দিল, চারুদত্ত চারিদিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি কঙ্কণ পরাইয়া দিল]

সুদত্তা। (চক্ষু মুছিয়া) এ কঙ্কণ তোমার রইলো প্রিয়তম! এ হাত বাঁধা রইলো তোমারই কাছে।

চারু। ওই যে দেবী আস্‌ছেন।

[দুগ্ধভাণ্ড হস্তে শাশ্বতীর প্রবেশ]

শাশ্বতী। এসো বৎস, ঘরের ভিতর এসো ; তোমার আহার্য্য প্রস্তুত।

[সকলের রন্ধন গৃহের অভ্যন্তরে প্রস্থান, চারুদত্ত আহারের জন্য আসনে বসিল। হঠাৎ দক্ষিণ দিক হইতে আপস্তম্বের প্রবেশ]

আপ। চারুদত্ত !

[চারুদত্ত ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল]

আপ। চারুদত্ত ! শুনলাম, তুমি চক্রদত্তের কাছে গিয়েছিলে। কি জন্য গিয়েছিলে ? বল ?—চুপ ক'রে রইলে কেন ?

চারু। অথর্ব্বাঙ্গিরসের গূঢ় মর্ম্ম জানতে বড় কৌতূহল হ'য়েছিল দেব, তাই গিয়েছিলাম।

আপ। তুমি জান, আমি তোমাকে বার বার উপদেশ দিয়েছি, যে আথর্ব্বণিকগণ পাপিষ্ঠ ! তাদের সঙ্গে সাহচর্য্যমাত্রই পাপ !

চারু। এ উপদেশ আর্য্য দিয়েছিলেন।

আপ। তারপর তুমি জান যে, উগ্রশ্রবা সে দিন সভায় এই তর্ক উপস্থিত ক'রেছিল যে, অথর্ব্বাঙ্গিরস শ্রুতি। আমি তা অস্বীকার ক'রেছিলাম। সে দিন তর্কের সময় তুমি উপস্থিত ছিলে। জান তুমি যে সমস্ত তর্ক যুক্তি উপেক্ষা ক'রে—রাজা জয়মাল্য দিয়েছিলেন উগ্রশ্রবাকে ? সেই দিন থেকে রাজ্যে আথর্ব্বণিকদের উপদ্রব বেড়ে গেছে। লোকে বৈশ্যদেব পূজা পরিত্যাগ ক'রে, চক্রদত্তের দৈত্যপূজার আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়েছে।

চারু। আজ্ঞে, জানি।

আপ। তা জেনেও তুমি সেই আথর্ব্বণিকের কাছে উপদেশ গ্রহণ ক'রতে গিয়েছিলে ?

চারু। দেব, অপরাধ ক'রেছি, ক্ষমা ভিক্ষা করি !

আপ। কেন গিয়েছিলে শুনি ?

চারু। সেদিন রাজসভায় আর্য্য উগ্রশ্রবার তর্ক শুনে আমার মনে এই অথর্ব্ব-বেদের মর্ম্ম জানবার জন্য ভয়ানক কৌতূহল—

আপ। অথর্ব্ব—বেদ !—

চারু। অথর্ব্বাঙ্গিরস—কেবল মাত্র কৌতূহল তৃপ্তির জন্য চক্রদত্তের কাছে গিয়েছিলাম।

আপ। গুরুদ্রোহী পাপিষ্ঠ ! আমার শিষ্য হ'য়ে, আমার গৃহে তুমি অনায়াসে অথর্ব্বাঙ্গিরসকে বেদ ব'লে প্রকাশ করলে ? তোমার জিহ্বা তপ্তশলাকার দ্বারা বিদ্ধ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

চারু। দেব, অধীনের স্পর্দ্ধা ক্ষমা ক'রবেন। অথর্ব্ববেদ—অথর্ব্বাঙ্গি-রসকে বিপর্য্যস্ত করতে হ'লে, তার সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক বিবেচনা করেন না কি ?

আপ। কোনও আবশ্যক নেই। বেদ বেদাঙ্গের অতীত জ্ঞান নাই, তাই তোমার আমার পক্ষে যথেষ্ট। আজ যদি তুমি অথর্ব্বাঙ্গিরস জানতে চাও, তবে কাল চাণ্ডাল শাস্ত্র জানতে চাইবে। এত যদি তোমার জ্ঞান পিপাসা হয়, তবে তুমি আমার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে থেকে আমার গৃহ কলঙ্কিত কোরো না।

চারু। কিন্তু দেব অথর্ব্বাঙ্গিরসের অনেক সূক্ত বেদ থেকে অভিন্ন।

আপ। স্তব্ধ হও! গুরুকে শিক্ষা দেবার স্পর্দ্ধা কোরো না।

আমার মুখের ওপর কথা কবে এত বড় পণ্ডিত তুমি? যাও, দূর হও আমার গৃহ থেকে।

চারু। দেব!—

আপ। যাও, বেরোও; নিষ্ক্রান্ত হও!

[চারুদত্ত উঠিয়া একবার আপস্তম্বের দিকে গম্ভীরভাবে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিল; তারপর মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। শাশ্বতী অন্নপাত্র আসনের সম্মুখে রাখিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; সুদত্তাও বাহির হইল]

শাশ্বতী। চারুদত্ত, কোথা যাও? তোমার অন্ন দিয়েছি।

চারু। (নেপথ্যে) দেবি! মার্জ্জনা করুন।

শাশ্বতী। এ কি ক'রলে তুমি? কি ব'লে তুমি আজ বিদায়ের দিনে এমন কথা ওকে ব'ললে? যাও প্রভু, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো!

আপ। না। ও আমার কেউ নয়।

[সুদত্তা নতনয়নে ভাণ্ডার-দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল]

শাশ্বতী। কেউ নয়? প্রভু, চারুদত্ত যে তোমার প্রিয়তম শিষ্য, তোমার পুত্রের অধিক। ভুলে যাচ্ছ কি প্রভু, সুদত্তাকে যে তুমি ওর হাতে সমর্পণ করবার জন্য আমার কাছে প্রতিশ্রুত হ'য়েছ?

[সুদত্তা চমকিত হইয়া চাহিল]

আপ। ভুলিনি শাশ্বতী, ভুলতে পারিনি, কি স্নেহ দিয়ে আমি ওকে বর্দ্ধিত ক'রেছি! সুদত্তাকে ওর হাতে সমর্পণ ক'রবো—এর চেয়েও বড় আশা আমি ওর কাছে ক'রেছিলাম; মনে ক'রেছিলাম, আমি ম'রে যাব, কিন্তু আমার বিদ্যা, আমার যশ, চারুদত্তের হাতে সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হ'য়ে

লোকে জয়যুক্ত হবে। চারুদত্তের জ্ঞান, যুগযুগান্ত ধ'রে ভারত আন্দোলিত ক'রবে, আর তার জ্যোতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে তার গুরুর খ্যাতি প্রতিপত্তি। এত বড় আশা ক'রেছিলাম শাশ্বতী, তাই এত বড় দাগা পেয়েছি। সেই চারুদত্ত সমাবর্ত্তনের অবসর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না ক'রে আমার পরম শত্রুর কাছে আমার মাথা হেঁট ক'রেছে। ওঃ কি দারুণ দুর্দ্দৈব!

[আপস্তম্ব গম্ভীরভাবে বামদিক দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, শাশ্বতী নতমস্তকে বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুদত্তা উদাসভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া ভাণ্ডারদ্বারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

আপস্তম্বের আশ্রম

(তিন দিন পরে)

[শাশ্বতী ও আপস্তম্ব দক্ষিণ দিক হইতে প্রবেশ করিলেন]

আপ। কি দারুণ অধর্ম্ম! কি অবিচার! কি ঘোর অপমান! আজ ত্রিশ বৎসর আমি এ রাজ্যে অক্ষুণ্ণ-প্রতাপে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ক'রে এসেছি, ধর্ম্ম ব্যবস্থা দিয়েছি। ঋষিকল্প ব'লে লোকে আমায় শ্রদ্ধা ক'রে এসেছে ; কোনও দিন রাজা বা কোনও সভাসদ আমার কথার উপর কথা কইতে সাহস করে নি। আর আজ কি না কোথাকার অপোগণ্ড অর্ব্বাচীন উগ্রশ্রবা—সে রাজার কাছে আমার চেয়ে বড় হ'ল ?

শাশ্বতী। রাজা কৌৎস তোমায় এমন অপমান ক'রলেন ?

আপ। শুধু অপমান নয় দেবী, রাজ্যে তিনি দারুণ অধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর্‌লেন। এ রাজ্যের আর মঙ্গল নেই।

শাশ্বতী। কেন কি হ'য়েছে প্রভু ?

আপ। আজ সভায় মহীধর শ্রেষ্ঠী এক ব্যবহার উপস্থিত ক'রেছিল। মহীধরের ভ্রাতার মৃত্যু হ'য়েছে, সেই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। মণিভদ্র নামে এক যুবক তাতে আপত্তি করলে যে, সে মৃতের ক্ষেত্রজ পুত্র, এবং তার ধনাধিকারী। আমি বল্লাম, শ্রুতিতে জারজ ও ক্ষেত্রজে কোনও প্রভেদ নাই। ক্ষেত্রজ কথনও ধনাধিকারী হ'তে পারে না। উগ্রস্রবা আমার যুক্তির কোনও উত্তর দিতে পারলে না। তবু রাজা, উগ্রস্রবাকে জয়ী সাব্যস্ত ক'রে, ওই জারজ মণিভদ্রকে জয়পত্র দিলেন। কি দুর্দ্দৈব ভেবে দেখ দেখি শাশ্বতী ? নিয়োগের অনার্য্যবিধি যদি শাস্ত্রীয় হয়, তবে অনাচারের আর বাকি রইলো কি ? সমাজ তো তাহ'লে ছারেখারে যাবে !

শাশ্বতী। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা, কি ঘৃণার কথা ! এমন অধর্ম্ম ক'রলেন রাজা ! এখন উপায় ?

আপ। উপায় আর কিছু নেই শাশ্বতী। যে অনার্য্যদেশে উগ্রস্রবা ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক, তার আর উপায় নেই। আমাদের এ অভিশপ্ত রাজ্য পরিত্যাগই এক উপায়। কৌৎস নিজে অপুত্রক—তার মহিষী যে দেশের কন্যা, সেখানে নিয়োগের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ; সুতরাং হয় তো আর কিছুদিন পর কৌৎসের জারজ পুত্র হবে এ রাজ্যের অধীশ্বর ; ধর্ম্ম, নীতি সব অতল সাগরে ডুবে যাবে। আপস্তম্বের আশ্রম যে এ দেশে ছিল, তখন এইটাই আমার অখ্যাতির কারণ হবে।

শাশ্বতী। দেশ ছেড়ে যাবে? কেমন ক'রে যাবে দেব? এই ঘর দ্বার, এই সব অন্তেবাসী, এতগুলি গরু, এসব কাদের দিয়ে যাবে? কোথায় যাবে?

আপ। কোনও চিন্তা ক'রো না শাশ্বতী! ধর্ম্ম এখনও আছেন। এই বিস্তীর্ণ দেশে এখনও এমন রাজা আছেন, যাঁরা শ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন, সদাচারের উপর ভক্তিমান। আপস্তম্বকে সমাদর ক'রে গ্রহণ করবার মত রাজা আর্য্যাবর্ত্তে দুষ্প্রাপ্য হবে না। না হয়, আমি সুদূর দক্ষিণে গিয়ে, অনার্য্য দেশে বেদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত ক'রবো; অনার্য্য রাজ্যে ঋষিদের ধর্ম্ম স্থাপিত ক'রবো। কিন্তু এ অভিশপ্ত রাজ্যে আর থাকবো না।

শাশ্বতী। তাই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে তাই যাব প্রভু। আমি তোমার ছায়া বইতো নই। বড় আশা ছিল, অচিরে সুদত্তার বিবাহ দিয়ে দৌহিত্র মুখ দেখে পুণ্যলাভ ক'র্‌বো! কিন্তু—

আপ। হাঁ,—আর শুনেছ? চারুদত্ত, সেই পাপিষ্ঠ, সে গিয়ে উগ্রশ্রবার কাছে শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রেছে। অকৃতজ্ঞ—গুরুদ্রোহী পাপাত্মা!

শাশ্বতী। হা অদৃষ্ট! (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

আপ। ওঃ! শাশ্বতী! এ যে কি জ্বালা, তা তুমি বুঝতে পার কি? চারুদত্ত আমার শত্রুকে আশ্রয় ক'রে আমাকে বিধ্বস্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রছে।—এ যে আমার নিজের হৃৎপিণ্ড নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ছে। আমার কোন্ পাপের ফলে এ দুঃখ বল্‌তে পার?

শাশ্বতী। তোমার পাপ প্রভু? তুমি যে তোমার সমগ্র জীবনকে

একটা যজ্ঞে পর্য্যবসিত করেছ! নিত্য কাম্য সকল যজ্ঞের ধূমে যে তোমার গৃহের আকাশ নিয়ত অন্ধকার হ'য়েছে। জ্ঞানে কখনও তুমি কারও অনিষ্ট করনি, অনিষ্টের চিন্তা কর নি—তোমার পাপ ?—

আপ। ঠিক ব'লেছ শাশ্বতী—তাই আমার পাপ। আমি পাষণ্ডী নাস্তিকদের মত অহিংসার আচরণ ক'রেছি, ধর্ম্মের রক্ষার জন্য হিংসা ক'রতে অগ্রসর হই নি। তাই আমার এ শাস্তি। [পরিক্রমণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে] যদি উগ্রশ্রবাকে বেদ-বিরোধী জেনে, কেবল মাত্র শাস্ত্র যুক্তি ও তর্কের আশ্রয় না নিয়ে, তাকে হত্যা বা নির্ব্বাসিত ক'রতাম, তবে তো আমার এ বিপত্তি হ'ত না;—রাজ্যে ধর্ম্মও বিপর্য্যস্ত হ'ত না। ঠিক ব'লেছ শাশ্বতী, এই আমার পাপ—পাপের সঙ্গে বিরোধে আমি হিংসায় বিমুখ হ'য়েছি। কিন্তু আর হবো না। আমি হিংসা করবো। [কিঞ্চিৎ পরে] কেন ক'রবো না ? আমি তো পাষণ্ডী নই—আমার যজ্ঞাগার বলির পশুর রক্তে নিয়ত রঞ্জিত থাকে—আমি মানুষকে কেন হিংসা করবো না ? যে ধর্ম্ম-বিরোধী, তাকে আমি হিংসা ক'রবো। [কিঞ্চিৎ পরে] ছলে, বলে, কৌশলে, আমি ঐ পাপিষ্ঠ উগ্রশ্রবা ও তার হীনাচারী কপট শিষ্য চারুদত্তের সর্ব্বনাশ ক'রবো।—তারপর—তারপর সহধর্ম্মিণী, জীবনের সব ঋণ শোধ ক'রে আমরা বাণপ্রস্থে যাব।

শাশ্বতী। (সভয়ে) দেব! তোমার ক্রোধে আমার প্রাণ কেঁপে উঠেছে। তুমি মহাতপা, তোমার ক্রোধই যে তোমার শত্রুকে ক্ষয় ক'রবে। ক্রোধ সংবরণ কর প্রভু! তার চেয়ে চল না আমরা এখনই এ স্থান ত্যাগ

ক'রে বাণপ্রস্থে যাই! আমাদের জীবনের সব কাজ তো হ'য়ে গেছে প্রভু—কেবল সুদত্তা!—

আপ। হাঁ, সুদত্তা! তার ব্যবস্থা ক'রতে হ'বে। আমি ইন্দ্রায়ুধকে সমাবৃত ক'রে, তার হাতে কন্যা সম্প্রদান ক'রবো!

শাশ্বতী। তোমার সহধর্ম্মিণী হ'য়ে, আমি তোমাকে এত বড় অধর্ম্ম ক'রতে দেব না দেব! তুমিই তো একদিন আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ—

আপ। সে প্রতিশ্রুতি আমি রাখতে পার্‌বো না শাশ্বতী! যদি রাখি, তবে আমি নিজ হাতে সুদত্তাকে বিধবা ক'রবো।

শাশ্বতী। এমন সর্ব্বনাশের কথা বোলোনা প্রভু! চারুদত্ত তোমার সন্তানের তুল্য; তার অপরাধটাই এত বড় হ'বে—স্নেহ কি কিছুই নয়! সন্তান যদি পিতার কাছে, শিষ্য গুরুর কাছে ক্ষমা না পায়, স্নেহ যদি শাসনকে বশীভূত ক'রতে না পারে, তবে পৃথিবী যে রসাতলে যাবে প্রভু দেব! প্রসন্ন হ'ও;—মায়ের হৃদয়ের এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য ক'রোনা।

আপ। ক্ষান্ত হও পত্নী! আমি পুরুষ, নারী নই। আমি ক্ষমা করতে জানি—কিন্তু সে পুরুষের ক্ষমা। আমার শক্তি যাকে পরাভূত ক'রবে, তাকেই আমি ক্ষমা ক'রবো। যে আমার অক্ষমতায় বিশ্বাস ক'রে বিদ্রোহের দণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছে—তার প্রতি ক্ষমা দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা! আপস্তম্ব যে কাপুরুষ নয়, নারী নয়, তার যে হিংসার শক্তি আছে, একথা যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত হ'বে, ততক্ষণ আমার কাছে ক্ষমা নেই।

[বামদিকে প্রস্থান।

শাশ্বতী। জীবনের সন্ধ্যায় এ কি কুগ্রহ আজ আমাদের উপর রোষদৃষ্টি দিচ্ছে! হে ইন্দ্র দেবরাজ, ব্রতপতি অগ্নিদেব, হে নাসত্য যুগল, হে বরুণ, যেদিন তোমাদের সাক্ষী ক'রে স্বামীর কল্যাণ হস্ত ধারণ ক'রে আমি এ গৃহে এসেছি, সেই দিন থেকে সারা জীবন তো একাগ্রচিত্তে তোমাদের সাধনা ক'রে এসেছি! কোনও দিনতো প্রভু আমরা তোমার সেবায় পরাঙ্মুখ হই নি; তোমরাও চিরদিন প্রসন্ন হ'য়ে আমার স্বামীর নিয়ত মঙ্গল সাধন ক'রেছ! আজ এ কি বিপত্তি তোমরা পাঠালে আমাদের ঘরে! চারিদিকে যে অন্ধকার মেঘ কালো হ'য়ে উঠেছে; এর ভিতর থেকে আলো কে দেবে, হে দেবগণ! তোমাদের দাসীকে কে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে তোমরা ছাড়া!

[বামদিকে প্রস্থান।

[সুদত্তার প্রবেশ—নীরবে চিন্তা। গাহিতে গাহিতে চারণীর প্রবেশ]

গীত

জলদ ধারা গগনে হারা
বরষা অবসান,
ওঠেনা আজ গরজি বাজ
বিজলী হতমান,
ঝঞ্ঝা বায়ু বিগত আয়ু
নিখিল যেন শিথিল স্নায়ু,
উদিল ধনু রঙিন তনু
নীরব কলগান!
শরত শোভা মরত লোভা
গোপনে আগুয়ান,

আজি কি তাই ধরণীতলে
জিনিতে প্রিয়া প্রণয়ী চলে
সমর ছলে অসুর বলে.
হরণ অভিযান !
বিমদরাজ করিল আজ
পুরুর যোষা হরিতে সাজ
প্রেম ললিত গীতি মাঝ
বাজিল রুদ্রতান !

সুদত্তা। যা চেঁচাস্‌নে।

চারণী। আচ্ছা মা, এ গান পছন্দ না হয় আর একটা গাই—

গীত

সে যে বিদায় লয়ে গেছে ফিরে,
কবে নীরবে !
সজল আঁখি তার
সোহাগ-বাণী-হারা
মিলন মাগি সারা
হৃদয় যবে !
মরমে ব্যথা তার
গুমরে গুরুভার
নিয়ত একা আর
কেমনে সবে ?
বিরহে ঝরে যদি
নয়ন নিরবধি

নীরস মরু হৃদি
সরস হবে !
জীবন নদীতীরে
ফুটিবে ফুল ধীরে
আসিবে সখা ফিরে
প্রেমানুভবে !
আসিবে সখা ফিরে
সরস যব শিরে
তুলিবে ফুল ধীরে
নীরবে যবে।

সুদত্তা। [চমকিত হইয়া] এ কি গান গাইলি চারণী ! কে তোকে এ গান শেখালে ?

চারণী। যে শিখিয়েছে সে ব'লেছে, তুমি গান শুন্‌লেই চিন্‌তে পারবে।

সুদত্তা। কে সে বল্‌ ? চারুদত্ত ?

চারণী। ও মা, এতক্ষণ কি তাও বুঝতে পারনি ?

সুদত্তা। [ব্যস্তভাবে] তোর সঙ্গে কি তার আবার দেখা হবে চারণী ?

চারণী। তিনি আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে কোথায় যাবেন ? তোমার উত্তর না শুনে যে তাঁর নড়বার যো নেই। তিনি যে উগ্রশ্রবার শিষ্য হ'য়ে সেখানে আছেন।

সুদত্তা। শোন্‌ চারণী ! তাকে একটা খবর দেওয়া বড্ড দরকার। তুই পারবি দিতে ? কেউ জানতে পারবে না ?

চারণী। তা আর পারব না মা, এ যে আমার ব্যবসা।

সুদত্তা। না—সে কথা তোকে ব'লতেও আমার ভরসা হয় না। [কিছুক্ষণ ভাবিয়া] তাকে একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে বলিস।

চারণী। কখন? কোথায়?

সুদত্তা। না কাজ নেই; সে তো আসবে না! [কিছুক্ষণ পরে] কোনও মতে তুই আমার সঙ্গে তার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারিস?

চারণী। তা পারবো না কেন? সরস্বতীর তীরে অশোক কুঞ্জে—

সুদত্তা। না—না, আমি এ বাড়ীর বাইরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবো না। কিন্তু বাড়ীতে সে এলেও তো বাবা তাকে অপমান করবেন? একটা কিছু উপায় করতে পারিস চারণী?

চারণী। এক উপায় আছে। আমাদের চক্রদত্ত ঠাকুর একটা মন্ত্র জানেন, সেটা ব'লে যদি আগুনে আহুতি দেওয়া যায়—তবে রাত্রে সবাই অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই মন্ত্র দিয়ে যদি তুমি সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে ফেল্‌তে পার, তবে গভীর রাত্রে তিনি এসে নিশ্চিন্ত মনে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারেন।

সুদত্তা। তুই সে মন্ত্র আমায় এনে দিতে পারিস?

চারিণী। সে তো আমার সঙ্গেই আছে। মহীধর শ্রেষ্ঠির মেয়ে আজ আমার কাছে সে মন্ত্র চেয়েছিল; চক্রদত্ত ঠাকুরের কাছে এই মাত্র সেটা লিখিয়ে নিয়ে এসেছি। [একখানা ফলক বাহির করিয়া সুদত্তাকে দিল] এই নাও, প'ড়ে দেখ।

সুদত্তা। (পড়িয়া তাড়াতাড়ি ফলকখানা বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইল)

চারণী। আমি তোর কাছে চির-ঋণী রইলাম। রাত্রি দুই প্রহর অন্তে চারুদত্তকে আমাদের অগ্ন্যাগারে আসতে বলিস। যদি দরজা বন্ধ দেখে, তবে যেন সে ফিরে যায়; তা হ'লে বুঝতে হবে, যে মন্ত্র নিষ্ফল হ'য়েছে।

চারণী। তা সংবাদ তো দেব দেবী!—কিন্তু তিনি বিশ্বাস ক'রবেন কেন? একটা অভিজ্ঞান তো চাই। তা ছাড়া আমার পুরস্কার পাব না কিছু?

সুদত্তা। [গলা হইতে সোণার মালা খুলিয়া তাহাকে দিল] এই নে তোর অভিজ্ঞান ও পুরস্কার। এখন পালা। নইলে মা টের পাবেন।

চারণী। যাই মা, প্রণাম হই। প্রজাপতি তোমার উপর প্রসন্ন হ'ন।

[প্রস্থান।

সুদত্তা। কি ভীষণ দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হ'চ্ছি? কে জানে কোথায় এর পরিণতি! মরবো, না জয়যুক্ত হব, কে জানে? সমস্ত অন্তর আমার থেকে থেকে কেঁপে উঠ্ছে! ভয়ে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে! যদি না পারি! যদি মন্ত্র সফল না হয়! যদি কেউ টের পায়! তবে—দারুণ কলঙ্ক—মৃত্যুর অধিক অপমান—আর চারুদত্তের সর্ব্বনাশ! থাক, কাজ নেই! [পরে] কিন্তু তাকে যে পাব আমি—পেতে যে হবেই আমার! এ না হ'লে কেমন ক'রে পাব? বড় আশা বড় লোভ! এ আশা তো ছাড়তে পারি না!

[প্রস্থান।

[ইহার পর রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইবে। তারপর গভীর রাত্রে সুদত্তা ধীরে ধীরে কম্পিত পদে দ্বার খুলিয়া ভাণ্ডার গৃহে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে পূজার উপচার গ্রহণ করিয়া অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিল। সেখানে অগ্নির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আহুতি দিতে লাগিল]

সুদত্তা

সুদত্তা। স্বস্তু মাতা স্বস্তু পিতা স্বস্তু শ্বা, স্বস্তু বিশ্বপতিঃ। স্বসন্তু সর্ব্বে জ্ঞাতয়ঃ সস্বয় মভিতো জনঃ! য আস্তে যশ্চ চরিত যশ্চ পশ্যতি নোজনঃ, তেষাং সংহন্মো অক্ষনি যথেদং হর্ম্ম্যং তথা। সহস্র শৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদায়রৎ। তেষাং সহন্মো না বয়ং নিজনান্ স্বরূপঃ য্যমি। প্রোষ্টেশয়া বহ্যেশয়া নারীর্য্যস্তল্পশীবরী। স্ত্রিয়ো যাঃ পুণ্যগন্ধাস্তা সর্ব্বাঃ স্বাপয়ামসি। [অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া] অগ্নি, ব্রতপতি! তুমি আমার ব্রত সফল কর! শাস্ত্রে বলে তুমি আমার শৈশবের স্বামী! তুমি আমাকে প্রাপ্তকালে আমার স্বামীর হাতে সমর্পণ ক'রে দাও আজ। অন্তর্যামী দেব, তুমি তো জান, চারুদত্তই আমার স্বামী! পিতা আমাকে মনে মনে তার হাতে সম্প্রদান করেছেন। আমি তার বাগদত্তা বধূ। দেব, তোমার চিরদিনের সেবিকাকে অভীষ্ট স্বামীর হাতে সমর্পণ ক'রে আজকার যজ্ঞ সফল কর। [অগ্নি প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পরে বাহিরে আসিয়া] চক্রদত্তের নির্দ্দেশ তো অভ্রান্তভাবে অনুসরণ করেছি! ওই তো সবাই ঘুমোচ্ছে, উঠানে কুকুরটা পর্য্যন্ত অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমোচ্ছে! দেব, তোমার দয়ায় আমার ব্রত আজ সফল হোক্!

[পশ্চাৎ হইতে চারুদত্তের প্রবেশ। সুদত্তা ভয়ানক চমকিত হইয়া ভয়ে পিছাইয়া গেল। তারপর চারুদত্তকে চিনিতে পারিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল]

ওঃ!—তুমি? কি ভয় পেয়েছিলাম আমি। দেখ এখনও আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে।

চারু। [ধীরে ধীরে তার বাহুবেষ্টন মুক্ত করিয়া] সুদত্তা, এ গভীর নিশীথে কেন তুমি আমায় ডেকেছ?

সুদত্তা। [কম্পিত কণ্ঠে] তুমি—তুমি আমাকে এই অগ্নি সাক্ষাৎ গ্রহণ কর।

চারু। তোমার পিতার অনুমতি না নিয়ে?

সুদত্তা। সেজন্য দ্বিধা ক'রোনা চারুদত্ত! পিতা আমাকে তোমার হাতে সম্প্রদান ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত।

চারু। প্রতিশ্রুত?—কার কাছে?

সুদত্তা। মার কাছে! সেই জন্যই আমি তোমাকে ডেকেছি। আমি তোমারই পূজায় নিবেদিতা; তুমি গ্রহণ ক'রে, আমার পিতার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা সফল কর। আমার জীবন সার্থক কর।

চারু। কি আনন্দ সুদত্তা! কিন্তু, তাই যদি হয়, তবে এমন গোপনে কেন? আমি তোমার পিতার কাছে তোমাকে ভিক্ষা চাইব।

সুদত্তা। বাবা তোমার উপর এখন ভয়ানক রুষ্ট হ'য়েছেন। এখন তিনি কিছুতেই সম্মত হবেন না। কিন্তু তুমি আমাকে গ্রহণ করলে পর, আর তো তিনি তা ফেরাতে পারবেন না।

চারু। কিন্তু সে রাগ থাকবে না সুদত্তা! আমি, অথর্ব্বাঙ্গিরস পাঠ ক'রে এই সিদ্ধান্ত ক'রেছি, যে সেটা স্বতন্ত্র শ্রুতি নয়। আমি যে দিন বিচার ক'রে এই কথা প্রতিষ্ঠিত ক'রবো, সেদিন আর তাঁর রাগ থাকবে না। তুমি মিথ্যা ভয় পাচ্ছ, সুদত্তা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ছয়মাস অন্তে আমি এসে তোমাকে গ্রহণ করবো।

[চারুদত্তের কথা শুনিতে শুনিতে সুদত্তার মুখে ক্রমে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে ক্রমে দূরে সরিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রুষ্ট দৃষ্টিতে চারুদত্তের দিকে চাহিল]

সুদত্তা। [তীব্রকণ্ঠে] ভীরু! কাপুরুষ! অধার্ম্মিক চারুদত্ত! এমনি ক'রে নারীকে প্রলুব্ধ ক'রে ক'রে প্রত্যাখ্যান করতে লজ্জা হ'ল না তোমার? যাও দূর হও। ছি, ছি, কি লজ্জা! আপস্তম্বের কন্যা আমি উপযাচিকা হ'য়ে আত্মসমর্পণ করতে এসেছি! ধৃষ্টা আমি ;—আমার উপযুক্ত অপমান হ'য়েছে।

চারু। আমার উপর অবিচার কোর না সুদত্তা—

সুদত্তা। ক্ষান্ত হও পাপাচারী! লজ্জা হয় না তোমার আবার ওই সব কথা বিনিয়ে ব'লতে? [পরে] কিসের জন্য তুমি এসেছ এখানে? আমাকে ধর্ম্মপত্নী করবার জন্য যদি না এসে থাক, তবে কি সাহসে তুমি নিশীথে চোরের মত তোমার গুরুর গৃহে প্রবেশ ক'রেছ? আমাকে কি মনে ক'রেছ তুমি? আপস্তম্বের কন্যা স্বয়ংবৃতা হ'তে পারে, কিন্তু সে স্বৈরিণী নয়! [পরে] যাও দূর হও। (শুষ্কভাবে হাসিয়া) ছয় মাস পরে। তখন যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে আমার অদৃষ্টে কি আছে জান? আমি ইন্দ্রায়ুধের সহধর্ম্মিণী হব—পিতার এই অভিপ্রায়।

চারু। ইন্দ্রায়ুধ! সে তোমার পদনখের যোগ্য নয়।

সুদত্তা। কেন? চারুদত্তের লাঞ্ছিতা, প্রত্যাখ্যাতা, পরিত্যক্তা অভিসারিণী কার অযোগ্য হ'তে পারে?—বেশ হ'য়েছে। আর বক্তৃতায় প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার বিপুল অবসর নিয়ে ধীরে সুস্থে কর্ত্তব্য ক'রে যাও, আমি যাই আমার অদৃষ্টের অনুসরণে—

[প্রস্থানোদ্যোগ।

চারু। সুদত্তা, যেওনা—দাঁড়াও; এমন নিষ্ঠুর হ'য়ে আমার দগ্ধ হৃদয় দুই পায়ে দলিত ক'রে যেওনা। নির্ম্মম! ফিরে এসো! এসো! যাক্ সব চুর্‌মার হ'য়ে! এসো সুদত্তা (সুদত্তার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া) দাঁড়াও এই অগ্নির সম্মুখে,—দাও তোমার হাত—এস—

[অগ্নির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুদত্তার বাম হস্ত নিজের দক্ষিণ করপুটের ভিতর ধরিয়া]

গৃভামি তে সৌভগত্যায় হস্তং, ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ

সুদত্তা। (চমকিত হইয়া) ওকি!—সর্ব্বনাশ! পদশব্দ!

চারু। কউ আস্‌ছে! পালাও।

সুদত্তা। কোথায় পালাব? দুয়ারের সামনেই তো পায়ের শব্দ! চল, ওই কোণে লুকাই।

চারু। অমি পালাব না সুদত্তা, তুমি পালাও। শীগগির যাও।

সুদত্তা। পাগল! তুমি ধরা পড়্‌লেইতো আমিও মরবো। এসো। (চারুদত্তকে টানিয়া অগ্ন্যাগারের কোণে লইয়া গেল)

[দক্ষিণ দিক হইতে আপস্তম্বের প্রবেশ]

আপ। আজ নিশীথে আমি উগ্রশ্রবা ও চারুদত্তের বিনাশের জন্য অভিচার ক'রবো। দেব বৈশ্বানর আমার সহায় হোন। [অগ্ন্যাগারের দ্বারে আসিয়া]—এ কি? এখানে যজ্ঞের উপচার কেন? বৈশ্বানর সদ্য হব্য পেয়ে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছেন। এ কি ব্যাপার! কোন দেবতা বা অসুর এসে আমার গৃহাগ্নিতে কোন অজ্ঞাত হোম ক'রে গেছে? এ পদচিহ্ন কার? (অগ্নি হইতে একখণ্ড কাষ্ঠ উঠাইয়া পদচিহ্নের অনুসরণ করিলেন) দেবতা নয়, গন্ধর্ব্ব নয়, মানুষ! চোর! [চারুদত্তের বস্ত্রাকর্ষণ করিয়া তাহাকে বাহির করিলেন। চারুদত্ত বস্ত্রদ্বারা মুখ ঢাকিয়া রহিল] অগ্নিবেশ, ইন্দ্রায়ুধ! চোর! চোর! এস সকলে।—কে তুই বল্? (সম্মুখে আসিয়া বলপূর্ব্বক চারুদত্তের মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া) এ কি! চারুদত্ত! তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। ক্রমে ক্রমে অন্তেবাসিগণ ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল) হাঃ! হাঃ! বেশ! বেশ! আপনি এসে ধরা দিয়েছো। যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিয়েছো! বেশ, বেশ! বৈশ্বানর আজ নররক্তে পরিতৃপ্ত হবেন ভাল বিদ্যা শিক্ষা ক'রেছ চারুদত্ত, তোমার নূতন গুরুর কাছে! অগ্নিবেশ! তুমি একবার উগ্রশ্রবাকে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি এসে শিষ্যের বিদ্যার পরীক্ষা নিয়ে যান।

[অগ্নিবেশ প্রস্থান করিল।

এখন বল্ পাপিষ্ঠ, কোন্ অপকার্যের জন্য তুই গভীর রাত্রে আমার অগ্ন্যাগারে প্রবেশ ক'রেছিস? নিরুত্তর কেন? (চপেটাঘাত করিয়া) বল্ শীগ্গির! কোন্ বস্তু চুরী করবার জন্য তুই এসেছিস্?

চারু। দেব! আমি চুরী ক'রতে আসি নি

আপ। নাঃ—চুরী করবে কেন? তবে কি অগ্নিপূজা করবার জন্য সঙ্গোপনে আমার বাড়ীতে এসেছ? বল্! উগ্রশ্রবা তোকে পাঠিয়েছে কেমন?

চারু। না, তিনি এর কিছুই জানেন না।

আপ। অবশ্য জানেন! রোসো, কথাটা আমার্ কাছে ক্রমে পরিষ্কার হ'য়ে আস্‌ছে। ঠিক! তুমি চুরী ক'রতে এসো নি, উগ্রশ্রবা তোমাকে পাঠিয়েছে আমার বিরুদ্ধে অভিচার করতে। তুমি চক্রদন্তের কাছে এই বিদ্যা শিখতে গিয়েছিলে? অথর্ব্বপন্থী উগ্রশ্রবা তোমাকে দিয়ে এই অপকার্য্য করিয়ে নিচ্ছে। হয়তো সেও সঙ্গে আছে। দেখি, একটু অনুসন্ধান ক'রে দেখি। (অনুসন্ধানোদ্যোগ)

চারু। (আপস্তম্বের পায় পড়িয়া) দেব! আমায় বিশ্বাস করুন, আমি একা অপরাধী। আমার শাস্তি বিধান করুন। আমিই নিজের পাপ লোভ বশে এ অপকার্য্য ক'রেছি, দারিদ্র্য ক্লেশ সহ্য ক'রতে না পেরে—(স্বগতঃ) ছিঃ, মিথ্যা কথা ব'লবো?

আপ। কি? থামলে কেন? এত বড় মিথ্যাটা গলায় আট্‌কে গেল? বেশ একটু ভাল ক'রে দেখা যাক্। [অগ্ন্যাগারে প্রবেশোদ্যোগ]

চারু। দেব! বৃথা ক্লেশ ক'রছেন, আমি একাই অপরাধী। নিবৃত্ত হোন্।

আপ। এতেই প্রমাণ হ'চ্ছে তুমি একা নও। ইন্দ্রায়ুধ, এ পাপিষ্ঠকে ধ'রে রাখ, আমি দেখি।

চারু। (স্বগতঃ) হা অদৃষ্ট

আপ। [অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিয়া কোণের দিকে চাহিয়া]

এই যে উগ্রস্রবা—লুকিয়ে কেন ? নারী বেশে ! বেশ, বেশ ! এগিয়ে এসো, আর লুকোচুরি কেন ? মুখের বসন উন্মোচন কর। [সুদত্তাকে টানিয়া আনিয়া—বলপূর্ব্বক সুদত্তার মুখের উপর হইতে হাত ও কাপড় সরাইয়া ফেলিলেন] এ কি ! সুদত্তা ! [স্তম্ভিত হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন]

[বামদিক হইতে শাশ্বতীর প্রবেশ]

আপ। শিষ্যগণ তোমরা বাইরে যাও।

[শিষ্যগণের বাম দিকে প্রস্থান।

শাশ্বতী। এ কি শুনি প্রভু ! চারুদত্ত চোর ?

আপ। না শাশ্বতী, চোর নয় ; চোরের অধিক ! চেয়ে দেখ তার সঙ্গে কে ?

শাশ্বতী। সুদত্তা ! সর্ব্বনাশী ! চারুদত্ত, তুমি আমায় এই বর দিলে ?

চারু। মা, আমি আপনার অপরাধী সন্তান, আমায় শাস্তি দিন। আপনার কন্যা পবিত্র, নিষ্পাপ !

সুদত্তা। [শাশ্বতীর চরণ ধরিয়া] মা আমিই অপরাধী। ইনি নিষ্পাপ

চারু। দেব, পাতকীর শাস্তি দিন ; সাহসিকের দণ্ড বিধান করুন।—স্নেহবশে আমায় শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হন, কোন্ প্রাণান্তকর প্রায়শ্চিত্ত আমায় ক'রতে হবে বলুন ; আমি তাই ক'রবো।

আপ। কি শাস্তি দেব চারুদত্ত ; যে হস্তে দণ্ড তুলবো তা যে তুমি ভেঙ্গে দিয়েছো আমার।

শাশ্বতী। প্রভু ! কি ক'রবে ভেবে ! সমস্ত জীবনের অবিচলিত ধর্ম্মসাধনার এই মর্ম্মান্তিক পরিণতি দিয়ে দেবগণ আমাদের শাস্তি দিয়েছেন। চল প্রভু, আর কাজ নেই সংসারে। চল আমরা বনে যাই।

চারু। [প্রকাশ্যে] দেবী, বৃথা আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন। আপনারা যা ভাবছেন, তা সত্য নয়। আমি মন্ত্রবলে আপনার কন্যাকে অভিভূত ক'রে তার কণ্ঠ হ'তে এই হার চুরী ক'রেছি—আর কিছুই আমি করি নি। আপনার কন্যা নিষ্পাপ ! [হার বাহির করিয়া দেখাইল]

সুদত্তা। মিথ্যা ! মিথ্যা এ হার আমি—

আপ। চুপ কর্ স্বচ্ছন্দচারিণী, ক্ষান্ত হ'। এ হার তুই দিয়েছিস্ চারুদত্তকে ?

সুদত্তা। না কিন্তু—

আপ। চুপ কর। দেবী ! তুমি সুদত্তাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

শাশ্বতী। [সুদত্তাকে ধরিয়া] চল হতভাগিনী ; প্রভু ! চারুদত্তের এ কথায় বিশ্বাস ক'রে তুমি ওর ওপর অবিচার কোরো না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি চারুদত্ত মিথ্যা ব'লছে।

আপ। কিন্তু দেবি, এ হার ?

সুদত্তা। ও হার আমি—

আপ। চুপ কর ! যাও দেবী, তুমি ওকে নিয়ে ;

[শাশ্বতী ও সুদত্তার বামদিকে প্রস্থান।

চারুদত্ত ; কি ভীষণ অপরাধ তুমি ক'রেছ বুঝতে পেরেছ বোধ হয়। তুমি চুরি ক'রতে আসনি, যে জন্য এসেছিলে, আমি তা বুঝেছি। কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত এই যে, তুমি চোরের দণ্ড স্বীকার ক'রে নেবে। রাজসভায় ব'লবে তুমি চুরী করতে আমার ঘরে এসেছিলে। পারবে ?

চারু। [স্বগতঃ] আঁ ! চোরের দণ্ড—মৃত্যু দণ্ড ! মৃত্যুদণ্ডের

চেয়ে শতগুণ ভীষণ—কলঙ্ক ! মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে পৃথিবী হ'তে বিদায় নেব। বেশ ! তাই হোক্ ! [প্রকাশ্যে] যা আদেশ ক'রবেন, তাই ক'রতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু দেব, আমায় বিশ্বাস করুন, আপনার কন্যা নিষ্পাপ !

[অগ্নিবেশ ও উগ্রশ্রবার প্রাচীর দ্বার দিয়া প্রবেশ]

উগ্র। আর্য্য আপস্তম্ব ! এ অসময়ে হঠাৎ আমাকে স্মরণ ক'রছেন কেন ?

আপ। হাঁ ! আপনার প্রিয় শিষ্যের কীর্ত্তি দেখাবার জন্য।

উগ্র। [দেখিয়া] চারুদত্ত ! তুমি এখানে ? কি করতে এসেছ এখানে তুমি ?

আপ। চারুদত্ত, বল তুমি কি ক'রতে রাত্রে আমার গৃহে প্রবেশ করেছিলে ?

চারু। আমি নিশীথে গোপনে গুরুদেবের গৃহে প্রবেশ ক'রে তাঁর কন্যার কণ্ঠাভরণ চুরী ক'রেছি।

উগ্র। কি বল্লে ? চুরী ? চারুদত্ত চোর ? বিশ্বাস হচ্ছে না চারুদত্ত ! সত্য বল।

চারু। হাঁ দেব—আমি চোর।

উগ্র। বেশ ! তা এ জন্য আমাকে ডাক্‌বার প্রয়োজন ছিল না আচার্য্য ! চারুদত্তের এ অগৌরব আমার নয়, সে আপনারই শিষ্য।

[উগ্রশ্রবা গমনের উদ্যোগ করিলেন। আপস্তম্ব হঠাৎ এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আপস্তম্বের আশ্রম

(পরদিন)

[শাশ্বতী ও সুদত্তা ক্রন্দনরতা]

শাশ্বতী অভাগিনী কন্যা আমার। এ সব কথা তুই আমাকে সে সময়ে বল্লি নি কেন ?

[ইন্দ্রায়ুধের প্রবেশ

সুদত্তা }
শাশ্বতী } কি সংবাদ ইন্দ্রায়ুধ !

ইন্দ্রা। আমার যেতে বড় বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল দেবী ! বিচার শেষ হয়ে গেছে।

সুদত্তা। আর বলতে হবে না। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি, কি দুঃসংবাদ তুমি বহন করে এনেছ। ওঃ ! (মুখ ফিরাইল)

ইন্দ্রা। চারুদত্তের নির্ব্বাসন দণ্ড হ'য়েছে।

সুদত্তা। নির্ব্বাসন ! বেঁচে আছো তবে প্রিয়তম ? এ রাক্ষসী তোমায় বধ করতে পারে নি ! দেবরাজ, বৈশ্বানর, বিশ্বে দেবগণ, তোমাদের চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত—এখন বল দাও দেবগণ, বল দাও আমাকে আমার ধর্ম্মাচরণে—

প্রস্থান।

শাশ্বতী। শোন্ শোন্ রাক্ষসী—থাম তুই—ইন্দ্রায়ুধ ধর ওকে !

[ইন্দ্রায়ুধের প্রস্থান।

[অন্তেবাসিগনসহ আপস্তম্বের প্রবেশ]

শাশ্বতী। এ কি ! এ কি প্রভু ! তোমার এ কি দশা !

[আপস্তম্ব গম্ভীর ভাবে আসিয়া একটী বৃক্ষতলে বসিলেন]

[অন্তেবাসিগণের প্রস্থান।

শাশ্বতী। কি হ'য়েছে প্রভু !

আপ। কিছু নয়। (ভাবিতে লাগিলেন)

শাশ্বতী। প্রভু ! চারুদত্ত কি—

আপ। থাম, ও কথা বলো না, ও নাম আর এ বাড়ীতে তুমিও করো না। আর কেউ যেন না করে।

শাশ্বতী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তাই যদি তোমার আদেশ হয়, তাই হবে ; কিন্তু একটা ভিক্ষা দেবে না আমায় ? সে দেশ ছেড়ে যাবার আগে একবার তাকে দেখতে।—

আপ। না !

শাশ্বতী। কিন্তু প্রভু ! (নীরব)

আপ। কি ?

শাশ্বতী। থাক্। তোমার শরীর ভাল নেই—সে কথা নাই শুন্‌লে।

আপ। (শুষ্ক হাসি হাসিয়া) না শাশ্বতী, এখন আর কোনও সংবাদেই আমাকে আঘাত করতে পারবে না। তুমি বল।

শাশ্বতী। এই—সুদত্তা ব'লে, চারুদত্ত অগ্নি সাক্ষাতে তার পাণিগ্রহণ করেছে।

আপ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে) তা জানি!

শাশ্বতী। [তীব্রস্বরে] তা জেনে তুমি তাকে নির্ব্বাসিত করেছ? কি ভয়ানক! ওঃ! [কিছুক্ষণ পর নম্রভাবে] প্রভু! ক্ষমা কর! আমায় দয়া কর! চির দিন আমি তোমাকে দেবতা বলে পূজা করে এসেছি। আজ কেন আমার মনে এ বিদ্রোহ জেগে উঠ্‌ছে। আমি নারী—কি জানি! তুমি পরম জ্ঞানী, তুমি যা করেছ তাই ভাল। কিন্তু আমি যে মনকে বুঝ্‌তে পারছি না। আমাকে শান্ত করে দাও দেব।

আপ। (কিছুকাল পরে) তপ্তজল শীতল হতে আগুনের কাছে আশ্রয় চাচ্ছে। দেবী! সান্ত্বনা তোমায় দেবে কে? আমি! আমার হৃদয়ে যে দাবানল জ্বলছে তা কে নেবাবে। কি ভীষণ! কি মর্ম্মন্তুদ সে জ্বালা! ওঃ।—

[হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া দিলেন]

শাশ্বতী। প্রভু! প্রভু! ও কি। তুমি শান্ত হও,—স্থির হও! তোমার দিকে যে আমি চাইতে পারছি না। আমায় ক্ষমা কর প্রভু!—

আপ। তুমি ব্যস্ত হয়ো না শাশ্বতী, অমি শান্ত হয়েছি, হাঁ, কি বলেছিলে তুমি! আমার উপর তুমি শ্রদ্ধা হারিয়েছ, বেশ! আমি তো আর শ্রদ্ধার পাত্র নই শাশ্বতী!

শাশ্বতী। দেব! পাপিষ্ঠার দুষ্ট জিহ্বার চপলতা দিয়ে আমাকেই শাস্তি দিও না। আমি অপরাধ করেছি! তুমি ধর্ম্ম-প্রাণ ঋষিকল্প মহাপুরুষ তোমার প্রতি যদি শ্রদ্ধা হারাই, তবে জগতে শ্রদ্ধা করব কাকে?

আপ। না দেবী! তোমাকে তিরস্কার করবার জন্য বলছি না। সত্যই বলছি, আমি আর শ্রদ্ধার যোগ্য নই। কাল ছিলাম। আজ আর

নেই! কাল আপস্তম্ব ছিল সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ, ব্রতপরায়ণ,—আজ আপস্তম্ব মিথ্যাবাদী, সন্তানদ্রোহী, পাপিষ্ঠ! আমি চারুদত্তকে শাস্তি দিতে গিয়েছিলাম শাশ্বতী,—কিন্তু সে আমাকে চরম শাস্তি দিয়ে গেছে—আমার সেই নির্ম্মম দণ্ড মাথা পেতে নিয়ে! সে কথা বুঝ্‌তে পারলাম আমি, যখন মন্ত্রী চারুদত্তের উপর দণ্ডনিয়োগ ক'রলেন।

শাশ্বতী। ওঃ! তখন তুমি বল্‌লে না কেন যে, তোমার ভুল হয়েছিল?

আপ। সে কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু দারুণ অভিমান আমার কণ্ঠরোধ করলো। মন্ত্রীর কথা যেন আমার গায়ে বৃশ্চিক দংশনের মত বিঁধে গেল, কিন্তু আমি পারলাম না। আমার তখন মনে হ'ল যে, সত্য কথা যদি বলি, তবে সুদত্তার মান আমার বিলিয়ে দিতে হবে—সুদত্তার মুখ চেয়ে সত্য কথা বলতে পারলাম না।

শাশ্বতী। হা হতভাগিনী!

আপ। রক্ষীরা যখন তাকে নিয়ে গেল, তখন আমার মনে হল যে, আমার সারাজীবনের সুকৃতি, আমার যত্নসঞ্চিত যজ্ঞ ফল, যেন আমাকে ছেড়ে গেল। ঠিক সেই সময় ইন্দ্রায়ুধ আমার কাছে গিয়ে বল্‌লে, সুদত্তা চারুদত্তের পাণি-গৃহীতা। তখন হঠাৎ আমার মাথার ভিতর আগুন জ্বলে উঠ্‌লো—সমস্ত বিশ্ব এক মুহূর্ত্তে অন্ধকার হয়ে গেল। আমি সংবিৎ হারালাম। শাশ্বতী আমার মত দুঃখী কে?—

[অগ্নিবেশের প্রবেশ]

অগ্নি। দেব, অগ্নিহোত্রের সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়।

আপ। (ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া) হঁ, যাই। চল শাশ্বতী।

[অগ্নিবেশ আপস্তম্বকে ধরিতে গেল। আপস্তম্ব তাহাকে সরাইয়া দিলেন]

কোনও প্রয়োজন নেই অগ্নিবেশ। আপস্তম্ব স্থবির নয়। যাও, আমি নিজেই যাব।

[ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন]

শাশ্বতী। (স্বগত)ওরে হৃদয় আমার, কিছুতেই কি পারবি না তোর দুঃখের বন্যা চেপে রাখতে? বারে বারে এ কি ক্ষোভ, এ কি ব্যথা, এ কি বিদ্রোহ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্ছে, আমার সকল শক্তি অভিভূত ক'রে দিচ্ছে। এ কি হ'ল? কি হ'ল আমার? একটি ক্ষুদ্র দিনে আমার সুখের বিরাট প্রাসাদ একেবারে ধূলায় মিশিয়ে গেল। আমার মন্দিরের স্বর্ণ-পাট হ'তে আমার একমাত্র দেবতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে পদতলে লুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লো! তবে আর আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো?

[আপস্তম্ব যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন
এক দৃষ্টে শাশ্বতীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন]

আপ। অগ্নিহোত্র! না শাশ্বতী আমি হোম ক'রবো না। কিসের যজ্ঞ, কিসের হোম? চিরজীবনের যজ্ঞের যদি এই ফল হ'ল তবে কেন হোম ক'রবো!

শাশ্বতী। সে কি প্রভু

আপ। হাঁ, তাই ঠিক, নাস্তিক লোকায়তের মতই ঠিক। যজ্ঞ শুধু একটা কথার ভেল্কী! দেবতা একটা মিথ্যা কল্পনা! দেবতা নেই,

ধর্ম্ম নেই। নইলে আজন্ম তপোনিষ্ঠার কি এই ফল হতে পারে ওঃ!

শাশ্বতী। প্রভু না জানি কোন্ দেবতার কাছে কোন্ অজ্ঞাত অপরাধ ক'রে আমাদের এ দুর্গতি—আর দেবতার অসম্মান ক'রে দেবরোষ টেনে এনো না।

আপ। শাশ্বতী—তুমি বুঝতে পারছো না আমার কথা!—আমি সারাজীবন, সত্যকে শ্রেষ্ঠ ব্রত ব'লে সাধন ক'রেছি, ধর্ম্ম মাথায় রেখে স্পর্দ্ধাভরে সমস্ত জগতের অধর্ম্মকে লাঞ্ছিত ক'রেছি। আর আজ সেই নিষ্ঠার এই ফল!—তার ফলে আজ সে সত্য ধর্ম্ম হারিয়ে আমি যে একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে প'ড়েছি। কেন? এত বড় পাপ কি ক'রেছি শাশ্বতী?

শাশ্বতী। দেব—প্রভু, স্বামী! আমি,—আমি কি বলবো তোমায়, আমি নারী—আমি মা, আমি কি বলবো—(রোদন)

আপ। তুমি মা—এ কথা কেন বলছো শাশ্বতী? তবে কি? বুঝছি তুমি ভাবছো আমি আমার সন্তানের প্রতি অবিচার ক'রেছি। তার প্রতি আমার ধর্ম্ম করিনি—হতে পারে!

[ক্রোধ চাপিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন]

শাশ্বতী। (হঠাৎ মুখ তুলিয়া) প্রভু, এখনও তো সময় আছে? এখনও হয় তো সর্ব্বনাশ হয় নি। এখনও যাও প্রভু! চারুদত্তকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

আপ। চারুদত্তকে ফিরিয়ে আনবো? কেমন ক'রে শুনি? রাজার

কাছে গিয়ে বলবো—আমি মিথ্যা ব'লেছিলাম ? না শাশ্বতী, না।—পুরুষ আমি—নারী নই। অপরাধ করেছি ? বেশ। মাথা উঁচু ক'রে দেবতার কাছে তার শাস্তি গ্রহণ ক'রবো। কিন্তু মানুষের কাছে মাথা নীচু—কখনও না।

শাশ্বতী। (সাশ্রু নেত্রে) এ কি কঠোর প্রতিজ্ঞা দেব! ভেবে দেখ, এতে শুধু তোমার সর্ব্বনাশ নয়—তোমার সন্তানের সর্ব্বনাশ!

আপ। সন্তান কোন্ ছার—সমস্ত বিশ্ব ছারখার হ'লেও এ উঁচু মাথা নীচু হবে না।

শাশ্বতী। কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠা প্রভু!—

আপ সত্য, ধর্ম্ম, আপনি প্রতিষ্ঠিত হবে—আমার নিপীড়িত আত্মার ভস্মস্তূপের উপর। কিন্তু যে রাজ্যে আমি সবার মাথার উপর বসে আপনার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছি, সেই রাজ্যের ধূলায় আমি আমার সম্মান লুটাতে দিতে পারবো না। শাশ্বতী! ও সঙ্কল্প ত্যাগ কর। বরং চল, আমরা এ রাজ্য ছেড়ে বনে যাই।

শাশ্বতী। (নতজানু হইয়া) তোমার মান তোমার থাক্। আমায় শুধু অনুমতি দাও। আমি কোনও কথা বলব না। শুধু মায়ের অন্তর সহায় করে আমার চক্ষের জলের জোরে চারুদত্তকে ফিরিয়ে আনবো, রাজার ক্ষমা অর্জ্জন করবো! দয়া কর প্রভু! দয়া করে অনুমতি দাও। অকরুণ হয়ো না প্রভু! কোনও দিন ত তুমি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হওনি! আজ আমায় এ আদেশ দাও। আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

আপ। না, না, না,।

[সৌবীরকের প্রবেশ]

শাশ্বতী। দেবে না আদেশ ? (দৃপ্তভাবে দাঁড়াইয়া আপস্তম্বের দিকে একমুহূর্ত্ত কঠোর দৃষ্টিতে চাহিল। তারপর অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল) ওঃ কি কঠোর পুরুষ ! (রোদন)

সৌবী। দেবী ! রাজপথে দেখে এলাম, সুদত্তা দেবী, ইন্দ্রায়ুধের সঙ্গে পাগলের মত ছুটে চলেছেন দণ্ডশালার দিকে। আমি অনেক অনুনয় করলাম, কিছুতেই ফেরাতে পারলাম না।

শাশ্বতী। কি সর্ব্বনাশ ! তার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রভু (আপস্তম্বের পায় ধরিয়া) অনুমতি দাও। নইলে নইলে আমার সুদত্তাও যে ফিরবে না।

আপ। (গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস) ফেলিয়া শাশ্বতী যাও, তাদের ফেরাও।

[শাশ্বতী ও সৌবীরক বেগে বামদিকে প্রস্থান করিলেন। আপস্তম্ব ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন]

৩য় দৃশ্য

[চারণীর গাহিতে গাহিতে বামদিকে হইতে প্রবেশ]

গীত

ধরার মাঝে ব্যথার বিষ
অকৃপণ করে নিতি বিতরিয়া,
ওগো দেবরাজ সাধ-কোন কাজ,
গাঁথ কোন মালা আঁখিজল দিয়া।
কুসুম তুলিতে কাঁটা বিঁধে হাতে
ছায়া ঘুরে ফিরে আলোকের সাথে ;

নয়নের জলে অধরের হাসি
নিতি যায় ভেসে মরে গুমরিয়া।
ওগো দেবরাজ তোমার আরতি
চিরদিন হ'বে পরাণ পীড়িয়া ?
মানবের ভাঙ্গা হৃদয়ের পরে
মন্দির তব উঠিবে গড়িয়া ?
[গান গাহিতে গাহিতে দক্ষিণদিক দিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বনের ধারে সরস্বতী নদী-তীর

ললাটে চৌরচিহ্ন শ্বপদাঙ্ক সংযুক্ত চারুদত্ত

চারু। ব্যস! সব শেষ! কাল প্রত্যূষে কত আশা নিয়ে জীবন আরম্ভ করতে অগ্রসর হ'য়েছিলাম। আজ প্রভাতে সকল আশার সমাধি হয়ে গেল! ধর্ম্মরাজ! এ তোমার কি বিচার হল। অপরাধ যদি করেছিলাম, তবে মৃত্যুদণ্ড কেন দিলে না দেব! মরে বেঁচে থাকা যে আরও ভয়ানক।

[সুদত্তা বেগে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল]

সুদত্তা। এই যে প্রিয়তম!

চারু। সুদত্তা!—আপস্তম্বের কন্যা!

সুদত্তা। এ কি ভীষণ তিরস্কার প্রভু!

চারু। ফিরে যাও সুদত্তা, তোমার পিতৃগৃহে ফিরে যাও।

সুদত্তা। চারুদত্ত! ভুলে যাচ্ছ কি, যে তুমি অগ্নি সাক্ষাৎ আমার পাণিগ্রহণ করেছ! তুমি আমায় ত্যাগ করে কোথায় যাবে? আমি যেতে দেবো না—তোমায় অধর্ম্ম করতে দেব না।

চারু। অধর্ম্ম! ধর্ম্ম আছে কি?

সুদত্তা। জানি না আর কোথাও ধর্ম্ম আছে কি না। কিন্তু জানি ধর্ম্ম তোমাতেই আছে। তোমার ভিতর বিশ্ব-দেবতার পূর্ণ বিকাশ দেখছি, ধর্ম্মের বিরাট রূপ দেখছি। আর কিছু দেখতে চাই না।

চারু। সুদত্তা, ফিরে যাও।

সুদত্তা। কোথায় যাব? কার আশ্রয়ে? সে দিন অগ্নিদেবের সাক্ষাতে তুমি আমাকে যে বিরাট আশ্রয় দান করেছ, সেই তো আমার একমাত্র আশ্রয়। তাই আমি অবলম্বন করবো! এ ছাড়া আমার অন্য আশ্রয় নেই। তুমি ছাড়া আমার পথ নেই।

[দুই বাহু দিয়া প্রবল বেগে চারুদত্তকে বেষ্টন করিয়া ধরিল]

চারু। দেবগণ! এ কি লীলা তোমাদের? এই তো এক মুহূর্ত্ত সমস্ত বিশ্ব আমার চোখে তিক্ত বিস্বাদ হয়ে উঠেছিল। এখন কোন মায়ায় আবার সে অপূর্ব্ব সুষমায় ভরে উঠলো! কি সুধার ধারায় আজ আমার হৃদয়ের সব গ্লানি নিঃশেষে মুছে গেল! সুদত্তা! প্রিয়তমে! আমায় ক্ষমা কর। বুঝতে পারিনি কত বিশাল তোমার প্রেম! ভেবেছিলুম যে বিশ্বের ভিতর বিন্দুমাত্র আশ্রয় আমার নাই। জানতাম না যে তোমার ঐ প্রেম-সাগরে আমার অনাদি-অনন্ত আশ্রয় আছে। এসো প্রিয়তমে!

আর কিছুতেই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। (আলিঙ্গন করিয়া বসিল)

সুদত্তা। (স্মিত প্রসন্ন মুখে) আঃ! কি স্নিগ্ধ, কি শীতল!

[চারুদত্তের মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিল তাহার কপালে ক্ষত দেখিয়া চমকিত হইল] এ কি! প্রভু! তোমার এ ক্ষত কিসের, আঘাত পেয়েছ?

চারু। না সুদত্তা, এই ক্ষত আমার দূর্ভাগ্যের রাজটীকা! এটা শ্বপদ চিহ্ন—চোরের দণ্ড। রাজা ব্রাহ্মণ বলে, আমার জীবন নিলেন না। কিন্তু আমার কপালে এই কলঙ্কের দাগ দিয়ে নির্ব্বাসন দিয়েছেন।

সুদত্তা। কি নিষ্ঠুর! ওঃ!—

[চক্ষু আচ্ছাদন করিল। কিছু পরে ইন্দ্রায়ুধের প্রবেশ]

ইন্দ্রা। এই যে দেবী এখানে! পেয়েছ চারুদত্তকে! বেশ! কিন্তু বিশ্রামের অবসর নেই চারুদত্ত। সুদত্তাকে নিয়ে তুমি পালাও।

সুদত্তা। কেন?

ইন্দ্রা। বনের বাহিরে দুইখানি রথ ও বহু লোকজন! আচার্য্যানী সমস্ত অন্তেবাসী ও বহু রাজপুরুষ নিয়ে তোমার সন্ধানে বেরিয়েছেন। তোমাকে দেখতে পেলে বল পূর্ব্বক নিয়ে যাবেন।

চারু। (উঠিয়া) ইন্দ্রায়ুধ। তোমার বন্ধুত্বের ঋণ কখনই শোধ করতে পারব না।

ইন্দ্রা। সে কথা পরে ভেবো। এখন পালাও। ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? ওধার দিয়েই তারা আসবে। চারিদিক দিয়েই তারা বনে অনু-

সন্ধান করবে। সরস্বতী উত্তীর্ণ হ'য়ে রাজ্যান্তর যাওয়া ছাড়া আর গতি নেই।

চারু। দেবী এখন পূর্ণতোয়া, খরস্রোতা! কোন মতেই তো পার হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় যদি না থাকে তবে মা সরস্বতীর উপরই নির্ভর করতে হবে। সুদত্তাকে আমার পিঠে ভাল করে বেঁধে দাও ইন্দ্রায়ুধ।

ইন্দ্রা। রসো, এক উপায় আছে। ওই দেখছো রজ্জুর সেতু!

চারু। হ্যাঁ, ওর ওপর দিয়ে আমরা পার হয়ে যাব। কিন্তু সুদত্তা পারবে কি?

সুদত্তা। পারব আমি।

[সুদত্তা ও চারুদত্তের বেগে প্রস্থান।

[পরে চারুদত্ত ও সুদত্তা রজ্জুসেতু অবলম্বন করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইল।
ইন্দ্রায়ুধ ওপারে দাঁড়াইয়া রহিল]

চারু। বিদায়, ইন্দ্রায়ুধ!

সুদত্তা। ইন্দ্রায়ুধ ভাই, বিদায়।

ইন্দ্রায়ুধ। বিদায়! প্রজাপতি তোমাদের রক্ষা করুন। এখন এরা নিরাপদ। কিন্তু—হ্যাঁ, এ সেতু ছিন্ন করে ফেলতে হবে। নইলে তারা ধরা পড়তে পারে।

[সেতু ছিন্ন করিয়া প্রস্থান।

[সদলবলে শাশ্বতীর প্রবেশ]

শাশ্বতী। পদ চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ তোমরা? কিছু চিহ্ন পাচ্ছ?

বীর। পাচ্ছি মা, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

শাশ্বতী। কি বুঝতে পারছ না?

বীর। এই দু'টী পদ চিহ্ন নদীর দিকে গেছে। যেন নদীর গর্ভে—কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না মা!

শাশ্বতী। কি বলছ বীরভদ্র! নদীর গর্ভে পদচিহ্ন লুপ্ত হয়েছে—দুইজনেরই!

বীর। হাঁ দেবী, তাই মনে হচ্ছে।

শাশ্বতী। তবে তারা নদীতে প্রাণ ত্যাগ ক'রেছে। হা! হতভাগিনী—মা আমার। একি অভিশাপ দিয়ে গেলি।

[বসিয়া পড়িলেন।

বীর। কিন্তু এও সম্ভব যে, এই পথে তারা নদী উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

শাশ্বতী। এই ভীষণ নদী পার হওয়া, সেও কি সম্ভব। সে চেষ্টা যদি করে থাকে তবেও তারা গেছে। অগ্নিবেশ! আমাকে ধর! (অগ্নিবেশের বাহু অবলম্বন করিয়া বসিয়া পড়িলেন) আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পাচ্ছি না। মা আমার! আমাদের শেষ অনাদরের এ কি ভীষণ শাস্তি দিলি মা!

[আপস্তম্বের প্রবেশ]

আপ। এই যে শাশ্বতী! সন্ধান পেলে দেবী? নীরব কেন দেবী!

শাশ্বতী। (স্বগতঃ) কি বলব প্রভু!

আপ। তাকে পাওনি! জানতে পেরেছ কি কোথায় আছে তারা! সুদত্তা তার স্বামীর আশ্রয় পেয়েছে কি?

শাশ্বতী। কি বলব প্রভু! মুখে আমার কথা বেরুচ্ছে না। কিছুই জানতে পারিনি। যা জেনেছি, তাতে এই বুঝেছি যে, হয়তো তারা আর নেই। (রোদন)

আপ। নেই! মরে গেছে! অ্যাঁ!—

শাশ্বতী। হাঁ প্রভু। দেবী সরস্বতী কাল রূপ ধরে তাদের গ্রাস করেছেন। আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করেছেন। (রোদন)

আপ। (নীরবে কিছুক্ষণ থাকিয়া) যাক্ শেষ হয়ে গেছে। আর ক্ষীণ আশাটুকুও নেই—সংসারে আমাকে বেঁধে রাখবার। দেবী ক্ষোভ করো না। শোক করবার কিছুই নেই। যমরাজ তাদের গ্রহণ করেছেন। কেন তা জগৎপতি জানেন! কিন্তু এখন আমরা মুক্ত। আমাদের আহ্বান এসেছে—চল দেবী, বনে গিয়ে আমরা সেই পরমপুরুষের ধ্যানে তাঁর চরণে জীবন নিবেদন করে দিই।

শাশ্বতী। চল প্রভু! আর তো ঘরে বাস করতে পারবো না। ঘরের চারিদিক হতে মায়ের কণ্ঠ আমায় দিন রাত তিরস্কার করবে। বন ছাড়া আর পাষাণী আমার স্থান কোথায় প্রভু। বড় আশা করেছিলাম, চারুদত্তের হাতে সুদত্তাকে সর্ব্বস্ব যৌতুক দিয়ে সমর্পণ করে বনে যাব! সেই যাচ্ছি—আগে কেন গেলাম না!

আপ। কেন দেবী! আশা তো পূর্ণ হয়েছে। তোমার সুদত্তা চারুদত্তের কাছে তো চিরকালের আশ্রয় পেয়েছে। সরস্বতী তাদের অনন্ত গৃহ রচনা ক'রেছেন। দেবগণ আমাদের আশা পূর্ণ করেছেন। কিন্তু ঠিক আমাদের মনের মতন করে নয়।—এ কি? ইন্দ্রায়ুধ

[ইন্দ্রায়ুধের প্রবেশ]

ইন্দ্রায়ুধ। হাঁ দেব! অপরাধী শিষ্য আপনার। আমার শাস্তি বিধান করুন। আমি আপনার আদেশ ও দেবীর আদেশ অগ্রাহ্য করেছি। প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন।

শাশ্বতী। ইন্দ্রায়ুধ! আমি বড় আশা করেছিলাম—তুমি মাকে আমার ফিরিয়ে আনবে।

ইন্দ্রা। অপরাধ করেছি মা! কিন্তু সুদত্তার কাতর মুখের দিকে চেয়ে আমি পারলাম না—আপনার আজ্ঞা পালন করতে। সুদত্তা যে সাগরের পানে স্রোতস্বিনীর মত প্রচণ্ড বেগে দণ্ডিত, পীড়িত, অপমানিত চারুদত্তের কাছে ছুটে চলেছিলেন, আমি পাষাণে বুক বেঁধে তাকে ফেরাতে পারলাম না। তার সঙ্গে গেলাম।

শাশ্বতী। তার পর কি হ'ল বৎস, সব আমাকে খুলে বল।

ইন্দ্রা। প্রথমে আমরা গেলাম অধিকরণে, সেখানে থেকে শুনতে পেলাম, চারুদত্তকে দণ্ডশালায় নিয়ে গেছে। তার পর দণ্ডশালায় ঘুরে লোকের মুখে শুনে শুনে আমরা বনের ভিতর প্রবেশ করলাম। সেখানে সুদত্তা আমাকে ছেড়ে গেলেন। বল্লেন, তুমি এখানে থাক,—আমি আমার অন্তরের আলো সম্বল করে তাঁকে খুঁজে বের করবো!

শাশ্বতী। খুঁজে পেয়েছিলে বাছা!

ইন্দ্রা। হাঁ মা, তাঁদের একত্র রেখে বন প্রান্তে ফিরে এসে দেখলাম, দেবী রথে করে রাজপুরুষ ও লোকজন সঙ্গে নিয়ে তাঁদের সন্ধানে এসেছেন, আমি তখন ফিরে গিয়ে তাঁদের সংবাদ দিলাম। সংবাদ শুনে চারুদত্ত সুদত্তাকে পৃষ্ঠে বেঁধে সরস্বতী উত্তীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শাশ্বতী। কি সর্ব্বনাশ করেছ তুমি ইন্দ্রায়ুধ, তখন যদি তাদের সংবাদ না দিতে তবে তো আমি বাছাকে পেতাম। কেন তুমি তাদের খবর না দিয়ে আমায় দিলে না ইন্দ্রায়ুধ!

ইন্দ্রা। পারলাম না দেবী। সুদত্তা দেবীকে যদি চারুদত্তের কণ্ঠ থেকে চ্যুত ক'রতেন, তবে তাঁর মৃত্যুর অধিক ক্লেশ হত। তাই আমি তাদের পলায়নে সাহায্য করেছি। দেব অপরাধী শিষ্যকে শাস্তি দিন।

শাশ্বতী। কি ভ্রম ইন্দ্রায়ুধ! আমি তাকে কেড়ে নিতে আসিনি বৎস! আমরা যে তাকে চারুদত্তের হাতে সমর্পণ করে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলাম। কি ভ্রান্তি! কি সর্ব্বনাশ করেছ তুমি ইন্দ্রায়ুধ!

ইন্দ্রা! আঃ! কি ভ্রম! ওঃ! দেবী আমার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন! আপনাদের উপর অবিশ্বাস করে কি ঘোর অনিষ্ট করেছি আমি! কিন্তু আমায় অনুমতি করুন, আমি আগে তাদের ফিরিয়ে আনি।

আপ। ফিরিয়ে আনবে? কোথা থেকে ইন্দ্রায়ুধ?

ইন্দ্রা। বহুকষ্টে নদী উত্তীর্ণ হয়ে তারা পুরুরাজ্য অভিমুখে গিয়েছে।

শাশ্বতী। অ্যাঁ! তারা বেঁচে আছে তবে! নিরাপদে আছে তারা! চল চল ইন্দ্রায়ুধ আমরা সকলে গিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রথম ভাগ

বন পথ

[চারুদত্ত ও সুদত্তা]

[গভীর বনমধ্যেএকটি বৃক্ষতলে চারুদত্ত ও সুদত্তা। সুদত্তা ভীত হইয়া চারুদত্তের বাহু অবলম্বন করিয়া কাঁপিতেছে]

সুদত্তা। এ কোথায় এলাম! ভয়ে যে আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ছে! গভীর বন! নিবিড় অন্ধকার! চারিদিকে শ্বাপদের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে! কোথায় যাব? আমরা কোথায় আশ্রয় পাব? আমার যে বড় ভয় হচ্ছে!

চারু। শ্বাপদের গর্জ্জন শুনে ভয় পাচ্ছ সুদত্তা? অরণ্যের অন্ধকারে ভীত হচ্ছ? এ কি সরস্বতীর তীব্র বন্যার চেয়ে ভয়ানক! তুমি যে আমায় ধ'রে হাসিমুখে সরস্বতীর জলে ভাসতে গিয়েছিলে সুদত্তা! তখন তো ভয় পাওনি, এখন ভয় কেন প্রিয়ে?

সুদত্তা। কিন্তু আমার বড় ভয় কচ্ছে। তা ছাড়া আর পা তুলতে পারছি না। আর কত দূর যেতে হবে এই পথে?

চারু। জানি না সুদত্তা, আমরা পথ ভ্রান্ত হয়ে ঘোর অরণ্যে এসে পড়েছি। দিন না হলে এখান থেকে বার হতে পারবো না। কখনও পারব কি না, তাই বা কে জানে।

সুদত্তা। অ্যাঁ! তবে কি উপায় হবে?

চারু। সুদত্তা। স্থির হও। যখন তুমি এ হতভাগ্যকে বরণ করেছ, তখন বিপদ তো তোমার নিত্য সহচর হবেই। বিচলিত হয়ো না দেবী। বিচলিত হ'য়ে হয় তো বিপদকে আরও হাত বাড়িয়ে ডেকে আনবে। স্থির হও সুদত্তা।

সুদত্তা। (চারুদত্তকে জড়াইয়া ধরিয়া) কেমন করে স্থির হব আমি। আমায় শিখিয়ে দাও, কেমন করে তুমি তোমার ঐ অবিচল ধৈর্য্য রক্ষা ক'রছো!

চারু। সুদত্তা! ভেবে দেখ, মানুষ জন্মে তো মরবার জন্যে। তবে মরণকে ভয় করলে চলবে কেন ? জীবনে যে পাপ করেছে তারই তো কেবল মরণে ভয়। আমরা তো জীবনে কোনও পাপ করিনি, আমরা কেন ভয় পাব ?

[সুদত্তা বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চারুদত্তের মুখের দিকে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চারুদত্তের পায় প্রণাম করিল]

সুদত্তা। দেবতা! চিনতে পারিনি। শৈশব থেকে তোমাকে শুধু সখা বলে জেনে এসেছি। ভালবেসেছি, কিন্তু তোমায় চিনতে পারিনি। তুমি এত বড়! না, না, প্রিয়তম, তোমার পাশে আছি—আমার আর কোনও ভয় নাই।

চারু। সত্যই ভয় নাই সুদত্তা! দেবতার উপর বিশ্বাস কর।

সুদত্তা। হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, হে নাসত্য যুগল, হে স্বর্গস্থ দেবগণ, আমার স্বামীকে রক্ষা কর।

চারু। সুদত্তা! তুমি এই গাছে ওঠ। আমি তোমাকে তুলে দিচ্ছি

তা হ'লে তুমি অনায়াসে উঠ্‌তে পার্‌বে। এই গাছের উপর আমাদের রাত্রি যাপন করতে হবে।

[সুদত্তাকে গাছে উঠাইয়া নিজে উঠিল]

[মশাল হস্তে একদল চণ্ডালের প্রবেশ ও শীকার অন্বেষণ করিতে করিতে প্রস্থান।

সুদত্তা। কে ওরা!

চারু। চুপ কর সুদত্তা, ওরা চণ্ডাল দস্যু। অরণ্যেই ওদের বাস। ওরা পশুর অধম', নরমাংস খায়, আর্য্যগণের ওপর অশেষ অত্যাচার করে। চুপ করে লুকিয়ে থাক, ওদের হাতে পড়লে আর নিস্তার নেই।

দ্বিতীয় ভাগ

অগ্নিবর্ণের বিলাস-গৃহ

[দাসীদ্বয় প্রবেশ করিয়া গৃহে আলো জ্বালাইল]

[নেপথ্যে নর্ত্তকীদের নাচ]

[বামদিক হইতে অগ্নিবর্ণ ও দক্ষিণদিক হইতে মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী। এই যে অগ্নিবর্ণদেব, আমি সমস্ত রাজ্য ঘুরে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন স্থান নেই যেখানে আপনার সন্ধান করিনি।—আপনাকে রাজা স্মরণ ক'রেছেন।

অগ্নি। কৃতার্থ হলাম। তাঁর স্মৃতিশক্তি যে অত্যন্ত প্রখর এ রকম শুনেছি। সেই কোন্ সকালে আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে, তার পর

এই রাত্তিরে পর্য্যন্ত তাঁর আমার কথা মনে র'য়েছে। এতবড় আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি কেবল রাজা-রাজড়ারই সম্ভব!

মন্ত্রী। হা, হা, আপনি বড় রহস্যপ্রিয়!

অগ্নি। কিন্তু রহস্য আমার থাকতে দিচ্ছেন কই, আপনারা মন্ত্রী ম'শায়? রহস্যের রসই হচ্ছে, না জানায়। তাই যাতে কেউ জানতে না পারে—এমনি করে, একেবারে নগর ছেড়ে বনের বুকের মধ্যে এসে বাস বেঁধেছি।—কেন ভাবুন দেখি? রহস্য! আপনারা সবাই ভাববেন অগ্নিবর্ণ গেল কোথায়? আর জানতে পারবেন না, এই রহস্য। কিন্তু এখানেও আপনারা মাসের মধ্যে দু'বার তেড়ে আসেন।

মন্ত্রী। না এসে উপায় কি অগ্নিবর্ণদেব? রাজা যে আপনার উপর বড় অনুরক্ত।—

অগ্নি। ওই তো ভুল। তাঁর রক্তটা বিষম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাই নানা রকম বাজে জিনিসে অনুরক্ত হ'চ্ছেন। আপনারা একটু চেষ্টা চরিত্র করে তাঁকে বিরক্ত করে না তুলতে পারলে, আমার আশঙ্কা হয় যে, আমার রক্ত এ অনুরাগের চোটে বিষাক্ত হয়ে যাবে—হয় তো বা একদিন দেখতে পাব যে, সুন্দরী নারীর বিলাস লাস্যেও সে রক্ত তপ্ত হবে না—আপনার মতন। সে কি দুর্দ্দশা হবে ভেবে দেখুন দেখি।

মন্ত্রী। সে থাকগে, এখন একটা গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হয়েছে। মালব-রাজের কাছে দূত পাঠাবার দরকার হয়েছে। পুরুরাজ অতিরিক্ত শক্তিমান হ'য়ে উঠেছেন, তাঁর শক্তির প্রতিরোধ করবার জন্যে মালব-রাজের সঙ্গে সন্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। রাজা আপনাকে সেই দৌত্যে নিযুক্ত করতে চাচ্ছেন।

অগ্নি। দূত! আমার কাছে দূতের কথা বলতে চান রাজা! আপনি ভুল শুনেছেন মন্ত্রী, রাজা দ্যুতের কথা বলেছেন। দ্যূতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত—ইচ্ছা করলে আপনি ব'সে একহাত খেলে যেতে পারেন।

মন্ত্রী। না, না, অগ্নিবর্ণদেব, পরিহাস করবেন না। গুরুতর রাজকার্য্য—

অগ্নি। আমার এখানে তার চেয়ে প্রচণ্ডতর আত্মকার্য্য আছে। আমি যেতে পারবো না।

মন্ত্রী। অগ্নিবর্ণদেব, আপনার এই ব্যসন-লিপ্সা দেখে রাজা রাণী এবং আমরা সবাই ব্যথিত। আপনার বিদ্যার অন্ত নেই, বাহুতে আপনার শক্তি আছে, আপনার মত বুদ্ধিমান এ রাজ্যে ক'জন আছে। আপনার এই অতুলনীয় শক্তি আপনি কেবল বিলাসে অপচয় করছেন—এ যে কি পরিতাপের কথা, তা কি আপনার কখনও মনে হয় না।

অগ্নি। অপচয়!—সমস্ত জীবনটাই তো একটা অপচয়। হিসাব করে দেখুন মন্ত্রী, আমরা সবাই করছি কি? জন্মের দিন থেকে আরম্ভ ক'রে, পায় পায় আমরা কেবল আমাদের পৈতৃক জীবনটা অপচয় করতে করতে শেষ গিয়ে একটা নিঃশ্বাসে তাকে ফুঁকে দিচ্ছি। জীবনে যতই যা করুন সবার এক লক্ষ্য, এক পরিণতি—মৃত্যু। মরবার জন্যই বেঁচে থাকা। সে পরিণতিতে পৌঁছুতে আপনিও যেমন পারবেন আমিও তেমনি পারবো—হয় তো, আপনার চেয়ে তাড়াতাড়ি পারবো। আর এই জন্ম ও মৃত্যুর ভিতরকার সংক্ষিপ্ত অবসর, এটুকু কেবল দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত না করে "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ" নীতিটা অনুসরণ করা ভাল নয় কি?

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) যাক, সে কথা আপনাকে বুঝাব এমন শক্তি ভগবান আমাকে দেন নি। আমি রাজার আদেশে এসেছি, রাজাকে কি নিবেদন করবো বলুন।

অগ্নি। বলবেন যে, তাঁর এই শ্যালকটিকে দিয়ে যে তিনি ফাঁকি দিয়ে রাজকার্য্য করিয়ে নেবেন, সে চলবে না। কালে ভদ্রে, আপনার খুসী অনুসারে এক আধটা কাজ তাঁর করি বলেই তিনি যে আমাকে জোয়ালে বেঁধে লেজমোড়া দিয়ে রাজ-কার্য্যে লাগাবেন, সে চলবে না। নিরঙ্কুশ ভাবে সকল চিন্তা বিরহিত হ'য়ে নিরবচ্ছিন্ন সুখের সাধনাই যদি না করতে পারবো —তবে রাজার শালা হয়ে লাভটা কি বলুন দেখি! তা হলে রাজা হতেই বা আপত্তি কি ছিল ?

মন্ত্রী। রাজার নিকটতম কুটুম্ব আপনি—রাজ্যে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা আপনার, আপনার—

অগ্নি। প্রতিষ্ঠা! একটু বুঝে সুজে বলুন মন্ত্রী-মশায়। বলি কারও শালা হওয়াটা তো খুব গৌরবের কথা নয়—শালা কেউ বা ঢেঙা হয়, কেউ বা বেঁটে হয়, কেউ বা ফর্সা, কেউ কালো; কিন্তু সবাই শালা—এটা তাদের সাধারণ পরিচয়, আর এ পরিচয়টা গৌরবের নয়।

মন্ত্রী। হাঁ, হাঁ, তা, অগ্নিবর্ণদেব, ভগ্নি থাকলেই শালা হতে হয়—সবারই হয়।

অগ্নি। ঠিক—আর সেই জন্যে লোকে ভগ্নীপতি থেকে যথাসম্ভব তফাতে থাকে। যাতে সে যে শালা এ কথা লোকে সহসা টের না পায়! কিন্তু যে ভগ্নীপতির কাছে থাকে, ভগ্নীপতির অন্নে যে পুষ্ট, সে একেবারে দাগী শালা—তার আর শালাত্ব লুকোবার যো নেই। সেই

শালা আমি। কেন হয়েছি ভেবে দেখুন? কেবল নির্ব্বিরোধে বিনা চেষ্টায় জীবন ভরে ফূর্ত্তি করবো বলে। আমার সে সাধু চেষ্টায় আপনারা বাধা দেবার উপক্রম করছেন, এটা কি ভাল?

[সংবাহক সীধু পাত্র আনিল। অগ্নিবর্ণ তাহা পান করিল]

সংবাহক। আর্য্য, দেবী আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন।

অগ্নি। ওই শুনেছন মন্ত্রীবর, রাজার চেয়ে কত বড় লোক আমাকে স্মরণ ক'রেছে—এ ডাক ছেড়ে রাজার কাছে যাওয়া যায় না।

মন্ত্রী। কিন্তু, আমার উপর রাজার আদেশ যে আপনাকে ছেড়ে কিছুতেই যাব না।

অগ্নি। পরম আনন্দের কথা! যাবেন না আপনি! থেকে যান। আজ রাতটা আমার সঙ্গে আনন্দ করুন। বাসন্তিকার গান তো শোনেন নি কোনও দিন! জীবন সার্থক করুন। ওরে তোর ঠাকরুণকে বলগে, মন্ত্রী মশায় আজ অতিথি,—

[সংবাহকের প্রস্থান।

মন্ত্রী। না, না, না, এমন আজ্ঞা করবেন না। আমার আজ রাত্রে মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত হ'তেই হবে!

অগ্নি। রাজ-আজ্ঞা উপেক্ষা করবেন, আমাকে ছেড়ে যাবেন?

মন্ত্রী। না, আপনাকে নিয়েই যাব আশা করছি।

অগ্নি। আপনার আশার সাহস আছে! আমার যাবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নেই দ্বিজোত্তম! কেন না, আমার এখানকার যে টান, সেটার

রাজার আজ্ঞার চেয়ে ঢের বেশী জোর। ওই দেখুন আসছে, চেয়ে দেখুন দেখি, ওদিকে ওই পটল-চেরা চোখ, ওই নবনীত-কোমল বাহু, ঐ সুললিত দেহলতা—এর বন্ধন ছেড়ে কি যাওয়া যায়!

মন্ত্রী। এ কি! না না—অগ্নিবর্ণদেব!

অগ্নি। না কি! সুন্দরী নয় বলতে চান ওকে? একটু মোটা হয়ে পড়েছে—কিন্তু গজেন্দ্রগামিনী মোতিমদশনী, ও নারীললামের কাছে আপনার রাজার চন্দ্রমুখ দাঁড়াতে পারে ঠাকুর?

মন্ত্রী। না, না—

বাসন্তিকা। (বামদিক হইতে প্রবেশ করিয়া) কি 'না' মন্ত্রী ম'শায়, আমি 'না'? এত বড় জলজীয়ন্ত মেয়েমানুষ একটা, আমি আপনার কাছে শুধু একটা "না" হ'য়ে গেলাম!

মন্ত্রী। ক্ষান্ত হও প্রগল্‌ভা নারী, আমার সঙ্গে উপহাস করতে সাহস কোরো না।

বাস। কেন মন্ত্রীবর, আপনি কি হাসির উপর আসেধ জারী করছেন না কি? আপনার কাছে হাসির প্রবেশাধিকার নেই? কিন্তু—

[গান]

হাসি কারো বাধা মানে না।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ঘুরে বেড়ায়, মানে না মানা।
নেচে গেয়ে হাসিয়ে বেড়ায়,
হাঁড়িমুখ সে ঘুচিয়ে দে'যায়।
সে কারেও রেয়াত করে না।

হাওয়ার মাঝে তার সাড়া,
প্রাণের গোড়ায় দেয় নাড়া,
বেয়াড়া তায় কেউ অাঁটে না।
[মন্ত্রীর দাড়ী ধরিয়া নাড়িয়া দিল]

মন্ত্রী। অগ্নিবর্ণদেব! আপনার কাছে আমি এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি! একটা পতিতা নারী আপনার প্রশ্রয়ে বর্দ্ধিত হ'য়ে আমাকে এমনি অমর্য্যাদা করছে; আপনি তা দাঁড়িয়ে দেখছেন! এ অমর্য্যাদা আমার চেয়ে আপনার বেশী।

অগ্নি। আমার অমর্য্যাদা! মন্ত্রীবর! বাসন্তিকা আমার মর্য্যাদা একেবারে নিজের ট্যাঁকে গুঁজে রেখে দিয়েছে, তার সেখান থেকে বেরো-বার জো নেই।

বাস। তাই নাকি! তোমার আবার মর্য্যাদা আছে না কি গো। সে দেখতে কেমন? ওজনে কতখানি!

অগ্নি। ওই দেখলেন, ও আমাকে কতখানি গ্রাহ্য করে?

মন্ত্রি। ধিক্ অগ্নিবর্ণ, ক্ষত্রিয় হ'য়ে, রাজবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে একটা তুচ্ছ বারবনিতার অপমানে আত্মপ্রসাদ লাভ করছো! এতে ঘৃণাবোধ করবার মত আত্মসম্মানও তোমার অবশিষ্ট নেই! আর তোমার সম্মুখে তোমার গৃহে, সম্মানিত অতিথির সে পাপিষ্ঠা অসম্মান ক'রছে, তাতে তৃপ্তিলাভ করছো! মনুষ্যত্বকি তোমার ভেতর লুপ্ত থেকে হয়েছে? তোমার জন্মগৌরবের এক ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই? ধিক্

[প্রস্থান।

অগ্নি। বাঁচা গেল। বুড়োটা বিষম জ্বালাতন আরম্ভ করেছিল। বলে কি রাজকার্য্য! চুলোয় যাক্ রাজকার্য্য! যার রাজ্য আছে, সে রাজকার্য্য করুক—আর আমার—[বাসন্তিকাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিল]

বাস। আমরা আমাদের কার্য্য করি।

অগ্নি। ঠিক বলেছ বাসন্তিকা। এস, আজ এইখানে চাঁদের আলোয়-আনন্দ মিলন করা যাক।

[বামদিক হইতে সংবাহকের প্রবেশ]

অগ্নি। সংবাহক! পাত্রাদি নিয়ে আয়, নর্ত্তকীদের ডাক।

[সংবাহক আসন পাতিয়া দিল, উভয়ে উপবেশন করিলেন। দাসীরা আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সংবাহক সীধুভাণ্ড আনিয়া তাহা হইতে মদ ঢালিয়া অগ্নিবর্ণকে দিল। অগ্নিবর্ণ বাসন্তিকাকে দিল। বাসন্তিকা পান করিল। অগ্নিবর্ণ আর একপাত্র লইয়া মুখে দিল।]

প্রথম ভাগ

[চণ্ডালগণ পুনরায় প্রবেশ করিয়া বৃক্ষতলে বসিল। তারপর তারা বৃক্ষের উপর শব্দ শুনিয়া ঊর্দ্ধে চাহিল। একজন বলপূর্ব্বক চারুদত্তকে টানিয়া নামাইল। সকলে তাকে বন্ধন করিল।]

সুদত্তা। (চীৎকার করিয়া) কে আছ—রক্ষা কর, ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা কর! ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা কর!

অগ্নি। (লাফাইয়া উঠিয়া) ওকি! কোথায় এ আর্ত্তনাদ? সংবাহক! আমার অস্ত্র।

[সংবাহক চর্ম্ম ও বর্ষা আনিয়া দিল। অগ্নিবর্ণ তাহা কাড়িয়া লইয়া ছুটিল। বাসন্তিকা বাধা দিতে গেল।]

অগ্নি। (ভ্রূকুটী করিয়া) বাসন্তিকা, আমি নরাধম—কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অগ্নিবর্ণের অন্তঃপুর

[অলিন্দসংলগ্ন আসনে চিত্রলেখা ও সুদত্তা আসীন]

সুদত্তা। আয়ুষ্মতী, তুমি অশেষ সম্পদবতী। কিন্তু তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তোমার স্বামী। অমন বীরের পত্নী হওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা।

চিত্র। মুখে আগুন তার। তুমি আর বীর খুঁজে পেলে না সখি? স্বামীর নিন্দে করতে নেই, আমার মন্দভাগ্য, তাই বলতে হচ্ছে ওর মত দুরাচার পাপিষ্ঠ আর এ রাজ্যে নেই।

সুদত্তা (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! দুর্ভাগ্য অগ্নিবর্ণ! তোমার গুণ গ্রহণ করবার যোগ্য পত্নী তোমার নাই!

[মাধবিকার প্রবেশ]

মাধ। দেবী! প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, আর্য্যার মধ্যাহ্ন-সেবা সুসম্পন্ন হয়েছে কি না?

চিত্র। তার জন্য তাঁকে মাথা ঘামাতে বারণ করগে। সে গরজ আমার। তাঁকে বলগে সব হয়েছে।

সুদত্তা [স্বগতঃ] কি অপ্রিয়বাদিনী এই নারী! অমন দেবকান্তি,

বীর, সদালাপী স্বামী এর, কিন্তু তাঁকে একটি মিষ্টি কথাও এ পর্য্যন্ত বলতে শুনলাম না। [প্রকাশ্যে] তোমার দাসীগুলি ভারি সুন্দরী।

চিত্র। না হবে কেন? দাসীর রূপে তো আমার প্রয়োজন নেই যার প্রয়োজন, সে যে দাসী বেছে আনে। ওরা দাসী বললেও হয় গৃহিণী বললেও হয়। ওরা দয়া করে কেবল আমাকে গৃহিণী বলে বইতো নয়।

সুদত্তা। তোমার মত সুন্দরী স্ত্রীতেও তোমার স্বামীর মনোরঞ্জন হয় না?

চিত্র। হয়েছে! আমার সঙ্গে তাঁর দেখা শোনা হয় কখন? বহু তপস্যায়—কালে ভদ্রে। বেশীর ভাগ সময় কাটান তিনি বিলাস-গৃহে। ঘরে এলে দাসীদের সেবার অবকাশে কদাচিৎ একটু-আধটু দর্শন পাই বইতো নয়।

সুদত্তা। কিছু মনে করো না ভদ্রে, কিন্তু হয়তো তুমি অন্যায় অনুযোগ করছো। তিনি রাজার শ্যালক, রাজ-কার্য্যে তাঁর অনেক সময় ব্যয় হয়।

চিত্র। হাঁ তা হয়। রাজকার্য্য—মানে রাজার কার্য্য। রাজার যখন নারীর প্রয়োজন হয়, বা প্রমোদশালায় প্রমোদ-সহচরের প্রয়োজন হয়, তখন সেই সব রাজকার্য্য করা ছাড়া স্বামীর আমার অন্য রাজকার্য্য নাই। দেবী! তুমি কল্পনা করতে পারবে না, আমি কত মন্দভাগিনী।

সুদত্তা। [স্বগতঃ] এও কি সম্ভব! সেই দেবতুল্য রাজমূর্ত্তি, বীরত্বের অবতার হয়ে স্বয়ং রামচন্দ্রের মত যিনি আর্ত্তের ত্রাণে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—এ কি সম্ভব যে তিনি সামান্য গণিকাসক্ত, বিলাসী বই

কিছুই নয় ? [প্রকাশ্যে] দেবী, তিনি যাই হন, তাঁর নিন্দা তোমার ও আমার দু'জনের পক্ষেই অসঙ্গত। তুমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী। আমার তিনি জীবন দিয়েছেন, মান রক্ষা করেছেন।

চিত্র। সে তো অনেকবার শুনেছি তোমার কাছে, কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার স্বামী যে হঠাৎ বিলাস-গৃহে বাসন্তিকার আলিঙ্গন থেকে আপনাকে মুক্ত করে বনের ভিতর ছুটে আর্ত্ত ত্রাণ করতে গেলেন, এটা আমার কাছে এত বিস্ময়কর মনে হচ্ছে, যে কি বলবো। একবার ভোটরাজ এই নগর আক্রমণ করেছিল। সাতদিন যুদ্ধ করে রাজা তাকে পরাজিত করেন। সে সাতদিন আমার স্বামী নিশ্চিন্ত হয়ে বিলাস-গৃহে লীলা করছিলেন। কেবল রাজার শ্যালক ও তাঁর প্রমোদ-সহায়ক বলে তাঁর কোন শাস্তি হয়নি।

সুদত্তা। আমার কাছে এই কথাটাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে।

চিত্র। তাই মনে হচ্ছে, যে তোমাকে রক্ষা করার ভিতর বোধ হয় কোনও একটা সাজান ব্যাপার আছে। অপরাধ নিও না দেবী, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, যে স্বামী আমার তোমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে এই সাজান যুদ্ধ একটা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সাধু নয়।

সুদত্তা। আমি ব্রাহ্মণী—পরস্ত্রী। এ কথা আমার পক্ষে বড় অসম্মানকর, ভদ্রে !

চিত্র। দেবরাজ জানেন, তোমাকে অসম্মান করবার কোনও অভিপ্রায় আমার নেই দেবী। কিন্তু আমি আমার স্বামীর চরিত্র জানি। তাঁর ব্রাহ্মণীতেও আপত্তি নেই। লোকে জানে না, কিন্তু বাসন্তিকাও ব্রাহ্মণকন্যা ছিল। দেবী, আমার স্বামীর নামে কুৎসা করে আমার

আনন্দও নেই—গৌরবও নেই। কিন্তু আমার অনেক দেখে শুনে আশঙ্কা হয়, তাই তোমাকে বলছি—তুমি নিজেকে খুব নিরাপদ মনে করো না।

[বামদিক দিয়া অগ্নিবর্ণের প্রবেশ]

অগ্নি। সখি! প্রণত হই।

সুদত্তা। চিরায়ুষ্মান হও।

অগ্নি। সাধ্বী, সুভাষিণী সহধর্ম্মিণী! অতিথির কাছে পতির অপযশ কীর্ত্তন ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করছিলে, বাধা দিতে বাধ্য হলাম। দেবী, এ কয়দিন নানা কার্য্যে তোমার সংবাদ নিতে পারিনি। তোমার সেবার কোনও ক্রটী হয়নি তো?

সুদত্তা। (স্বগতঃ) অসম্ভব! এই তো সেই দেবমূর্ত্তি! এর ভিতর এত পাপ অসম্ভব! (প্রকাশ্যে) সে কি ভদ্র, তোমার ও তোমার পত্নীর সেবা ও যত্নের আতিশয্যে আমরা কুন্ঠিত হয়ে পড়েছি।

অগ্নি। কিছু কুন্ঠিত হয়ো না দেবী, তোমাদের মত মান্য অতিথির সম্বর্দ্ধনা করবার অবসর আমাদের অধিক হয় না। শোন দেবী, চিত্রলেখা যা বলেছে তা সত্য না হোক মিথ্যা নয়। এ আমি পরম সৌভাগ্য বলে মনে করছি যে তোমার ও আমার পরিচয়ের ভিতর আর কিছু না থাকুক, কোনও অসত্যের আবরণ রইল না। আমি ঠিক যা তার চেয়ে একটুকুও ভাল বলে আমি তোমার কাছে পরিচিত হচ্ছি না।

সুদত্তা। এই কথাই কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে, বীরবর, যে বনে তোমার যে মূর্ত্তি দেখেছিলাম—বিপদে স্থির, সংগ্রামে ধীর, আর্ত্তের

সহায়' ক্ষাত্র ধর্ম্মের অবতার, তোমার যে মূর্ত্তি—সেটা স্বপ্ন, সেটা মিথ্যা, আর—আর লম্পট, গণিকাসক্ত বিলাসী অগ্নিবর্ণ ই সত্য ?

অগ্নি। (নতমুখে) বলতে পার কি তুমি দেবী, কোনটা সত্য ?

সুদত্তা। পারি—তোমার যে মূর্ত্তি আমি দেখেছি সেইটাই সত্য। বীর, ক্ষত্র তুমি ! তুমি মহান্।

চিত্র। (স্বগতঃ) বুঝেছি ! ব্রাহ্মণীর অবস্থা ভাল নয় ! যাক্, সাগরে বাস করি, শিশিরবিন্দুতে কি ভয় ? দূর হোক্, এখন শিগ্‌গির আমার ঘর ছাড়লেই বাঁচি। (প্রকাশ্যে) সে যাক্, এখন সখীর ঘরে যাবার যানের আয়োজন হলো ?

অগ্নি। (স্বগতঃ) বড় ব্যস্ত হয়েছে চিত্রলেখা একে তাড়াতে। এমনি করেই অন্ধ মূর্খ আপনার সৌভাগ্য দুই হাতে ঠেলে। (প্রকাশ্যে) সখি, তোমার এই শ্রদ্ধার জন্য তোমাকে নমস্কার।

চিত্র। (স্বগতঃ) এত বড় স্পর্দ্ধা ! এত অপমান আমার ! আমার কথা গ্রাহ্য হল না। আমার চেয়ে বড় হল এই অতিথি-পত্নী ? অতিথি-পত্নী ! ইনি যে চিরদিনের অতিথি হবেন, সে তো দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আমি দাঁড়িয়ে এ অপমান সইব, সে মেয়ে আমি নই।

[সদর্পে প্রস্থান।

সুদত্তা। কোথা যাও ভদ্রে ?

অগ্নি। যেতে দেও ওঁকে। ওঁর প্রচণ্ড গৃহকর্ম্ম আছে। তুমি একটু অপেক্ষা কর সখি, আমি তোমার যানের আয়োজন করে আসি।

[প্রস্থান।

সুদত্তা। কি অভাগ্য এই অগ্নিবর্ণ! পত্নীর স্নেহে বঞ্চিত হয়ে বেচারীর কি দুঃখ, তা আমি আজ বুঝতে পারছি। এই যে তুমি এসেছ।

[অপরদিক হইতে চারুদত্তের প্রবেশ চারুদত্ত আবিষ্ট ভাবে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুদত্তার দিকে চাহিয়া তাহাকে ক্রমে আলিঙ্গন বদ্ধ করিল]

চারু। সুদত্তা—কি আনন্দ আমার এত আনন্দ যে সইতে পারছি না আমি। সেই ভীষণ রাত্রে যখন আমাদের আরব্ধ সংস্কার ভেঙ্গে গেল—নিদারুণ বিচ্ছেদ, অসহ্য লাঞ্ছনায় যখন আমি পীড়িত হ'লাম, তখন তো ভাবিনি এ আনন্দ আমার অদৃষ্টে আছে—ভাবিনি যে সে অসম্পূর্ণ সংস্কার সম্পূর্ণ ক'রে আমি তোমাকে কোনও দিন ধর্ম্ম ব্যবহারে অন্তরে বাহিরে নিঃশেষে আমার ক'রে কোনও দিন পাব! সেই অসম্ভব কল্পনা আজ সফল—এখন তুমি আমার গৃহপত্নী—আমার হৃদয়ের তুমি সম্রাজ্ঞী! কি সৌভাগ্য আমার! কি আনন্দ!

সুদত্তা। (চারুদত্তের বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া) কি আনন্দ। কি নিবীড় অতুলন সুখ!

[অলিন্দের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া অগ্নিবর্ণ থমকিয়া দাঁড়াইল। তার পর সরিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইল]

অগ্নি। (নেপথ্যে) সখা, আসতে পারি?

চারু। (আপনাকে মুক্ত করিয়া) এস সখা।

অগ্নি। অসময়ে এসে পড়েছি—ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে হঠাৎ ব্যাধের বাণটীর মত। বান্ধবী, আমায় ক্ষমা কর।

সুদত্তা। ক্ষমা করতে পারি সখা, যদি ভবিষ্যতে তুমি এরকম বিনয়ের আড়ম্বর আর না কর। তুমি যে আমাদের কাছে সদা স্বাগত।

অগ্নি। দেব-দম্পতি, তোমরা আমার আতিথ্য গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করেছো। সখা! তুমি বয়সে নবীন, কিন্তু জ্ঞানে কত প্রবীণ, তা আজকের সভায় পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে বলেছেন। তোমার সখ্য লাভ করে আমি সৌভাগ্যবান।

চারু। সখা, সৌভাগ্য আমার যে, তোমাকে জীবনদাতা ও সখারূপে পেয়েছি। আজ রাজা আমাকে সম্মান দিয়েছেন সত্য, কিন্তু সে সম্মানের ভিতর তোমার যে কতখানি হাত আছে, তা আমি খুব জানি। তোমার মত মহাপ্রাণ তোমার মত হৃদয়বান লোক যে এতটা করবে, সে কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু তবু কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরে উঠেছে মহাত্মন্। আশীর্ব্বাদ করি, মহাপুরুষের শ্রেষ্ঠ স্বর্গ, ধর্ম্মপ্রাণ ক্ষত্রিয়ের পরম পুরুষার্থ তোমার আয়ত্ত হোক্।

সুদত্তা। আর আমি আশীর্ব্বাদ করি যে, তুমি জীবনে মরণে, বাক্যে ও কর্ম্মে, তোমার যে প্রকৃত সত্তা তার যোগ্য হও।

অগ্নি। (প্রণাম করিয়া) কৃতার্থ হলাম। তোমাদের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হবে না।— দেবী, তোমার রথ প্রস্তুত। [সুদত্তা যাইতে অগ্রসর হইল, দ্বারের কাছে যাইয়া ফিরিয়া চারুদত্তের দিকে চাহিল। অগ্নিবর্ণ হাসিল] সখার যেতে কিছু বিলম্ব হবে। তোমাদের এই বিচ্ছেদ ঘটিয়ে যে অপরাধ করলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি শ্রীমান অগ্নিবর্ণ নিজেকে তোমার গৃহে নিমন্ত্রণ করে ফেললাম।

সুদত্তা। কি সৌভাগ্য আমার! কিন্তু গরীব ব্রাহ্মণের অন্নে রাষ্ট্রীয় শ্যালকের ক্ষুধা মিটবে কি সখা?

অগ্নি। প্রগল্‌ভে! রাজার সঙ্গে আমার ভগ্নীর বিয়ে হয়েছে বলে কি আমি সমস্ত রাষ্ট্রের শ্যালক হয়ে গেলাম! যাও দেবী নিমন্ত্রণের নামমাত্রে অগ্নিবর্ণের অন্তরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। অতিথি সৎকারের আয়োজন করগে।

[সুদত্তার প্রস্থান।

অগ্নি। সখা, তোমার সঙ্গে একটা গুরুতর পরামর্শ করতে চাই—আমার জীবন-মরণের কথা! তুমি, আমার কথা প্রাণ গেলেও প্রকাশ করবে না স্বীকার কর।

চারু। কখনই প্রকাশ করব না। কি এমন গুরুতর কথা?

অগ্নি। তুমি তো অনেকবার বলেছ সখা যে, ক্ষত্রধর্ম্ম ও রাজগুণ আমার ভিতর পূর্ণ গৌরবে বর্ত্তমান আছে। তুমি সত্যবাদী, তাই আমার মনে হয় যে, তোমার কথা হয়তো সত্য। কিন্তু ভেবে দেখ আমি করছি কি? কেবল অলস-বিলাসে জীবনটার অপচয় করছি। আমার ধিক্কার জন্মে গেছে এ জীবনে। আমি এখন আমার একটা যোগ্য কাজ চাই—আমি রাজা হতে চাই। তুমি আমার সহায় হবে কি?

চারু। তুমি রাজা হবে, আমি সহায় হব—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না সখা।

অগ্নি। তুমি সহায় না হলে কিছুই হবে না। রাজনীতিতে তোমার তুল্য পণ্ডিত আমি কখনও দেখিনি। তোমার সহজ বুদ্ধি এ বিষয়ে

আশ্চর্য্য রকম প্রখর। সেই বুদ্ধির সহায়ে আমি এক বিরাট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারি—যদি তুমি ইচ্ছা করে আমার সহায় হও। আমি তোমাকে আমার মন্ত্রী হতে বলছি। সম্মত থাক তো এখনি এই মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে সেই পদে অভিষিক্ত করবো।

চারু। এ কি পরিহাস সখা! রাজ্য কোথায় তোমার যে মন্ত্রি নিয়োগ করছো?

অগ্নি। রাজ্য আছে, সে রাজ্য আমার হবে, যদি তুমি আমার মন্ত্রদাতা হও। শোন বলি, আমাদের রাজা নানা কারণে সকলের বিরক্তিভাজন হয়েছেন। মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতি সবাই তাঁকে দূর করবার জন্য সঙ্কল্প করেছে। তারা চায় আমাকে রাজা করতে। সকলে আমার স্বপক্ষে, রাজার পরাজয় অনিবার্য্য। কিন্তু আমি এ দায় গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত নই, যদি তুমি না রাজী হও।

চারু। সখে, তুমি কি আমার সঙ্গে পরিহাস ক'রছো? না সত্যি এমনি একটা মস্ত কল্পনা তোমার মাথায় ঢুকেছে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

অগ্নি। পরিহাস নয় বন্ধু! বুঝতে পারছো না! আমি তোমাকে স্পষ্ট করে বোঝাচ্ছি।

[অগ্নিবর্ণ বাহির হইয়া দ্বারের অন্তরাল হইতে সেনাপতিকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিল]

অগ্নি। সেনাপতি, চারুদত্তকে বুঝিয়ে বল।

সেনা। আর্য্য! আমাদের কাছে রাজার অধিকার অসহ্য হ'য়ে উঠছে। তিনি চোর, অধর্ম্মাচারী, রাজধর্ম্মে তিনি একান্ত বিরাগী, কেবল বিলাস

নিয়ে মত্ত আছেন। কত অনাচার অত্যাচার যে দেশে হচ্ছে, তা বলবার নয়। ধর্ম্ম রসাতলে যাচ্ছে। প্রবলের উৎপীড়নে দুর্ব্বল ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। বাহিরের শত্রুরা আস্ফালন করছে, কখন যে তারা আমাদের আক্রমণ করবে, তার ঠিকানা নাই। আমাদের শক্তি আছে এ সব নিবারণ করতে; কিন্তু রাজার দুর্ব্বলতা ও আলস্যে আমরা অকর্ম্মণ্য হয়ে কেবল মূঢ়ের মত রাজ্যের সর্ব্বনাশ দেখছি। অগ্নিবর্ণদেব রাজা হ'লে আমাদের এ দুর্দ্দশা থাকবে না। তিনি বীর, জনপ্রিয়, কেবল বিলাস-লালসা ত্যাগ করলে তাঁর তুল্য ব্যক্তি কে আছে? তাঁর অধীনে কেবল আমরা নিজের রাজ্য রক্ষা করতে পারবো না—

চারু। থামুন সেনাপতি! আপনারা যে সব কথা বলছেন, সে আমার অশ্রাব্য। রাজা আমার বৃত্তিদাতা, তাঁর অনিষ্ট চিন্তা করাও আমার মহাপাপ।

অগ্নি। কিন্তু সখা, বৃত্তি তো তোমায় রাজা দেন না, রাজ্যের কোষ থেকে তুমি বৃত্তি পাও। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য—

চারু। রাজ্যের মঙ্গল অধর্ম্মের দ্বারা কখনও হবে না। রাজা আমার উপকারী, তাঁর অহিত-চিন্তা আমার অধর্ম্ম—এ কার্য্য আমার দ্বারা হবে না। আর শোন সখা, তুমিও এ চিন্তা পরিত্যাগ কর। রাজা তোমার পরমাত্মীয়। তাঁর প্রসাদে তুমি পুষ্ট, তাঁর হ'তে তোমার সমস্ত সম্পদ ও প্রতিপত্তি, তুমি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িও না।

অগ্নি। কিন্তু ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র যে সবার চেয়ে বড় সখা! ধর্ম্ম যখন অপমানিত হল, তখন বেণ রাজাকে ব্রাহ্মণগণ বধ করতে দ্বিধা করেন নি।

রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য যদি রাজাকে বা পরমাত্মীয়কেও বধ করা দরকার হয়, ক্ষত্রিয়ের তাও করা কর্ত্তব্য।

চারু। শোন বন্ধু, এমন কোনও অধর্ম্ম নেই, যার পক্ষে শাস্ত্র বা যুক্তি উপস্থিত করা যায় না। ধর্ম্ম রক্ষা করা, অধর্ম্মকারীকে শাস্তি দেওয়া শক্তিমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এমন স্থান আছে যেখানে তার চেয়েও বড় ধর্ম্ম তাতে বাধা দেয়। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা সবার বড় ধর্ম্ম। তা ছাড়া রাজার অধর্ম্মাচরণের কথা আমি সম্যক জানি না। যদি অনুসন্ধানে সে কথা আমার গোচর হয়, তবে আমি রাজার সম্মুখীন হয়ে সম্পূর্ণ ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে তার প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করব। গোপন ষড়যন্ত্র করে গুপ্ত-বিদ্রোহে তাঁকে অভিভূত করবো না।

সেনা। কিন্তু যদি কোন ক্ষত্রিয় প্রবল হয়ে রাজশক্তিকে বিধ্বস্ত করতে অগ্রসর হয়, সে কি ধর্ম্মবিরুদ্ধ ?

চারু। যদি ধর্ম্মপথে সে কার্য্যোদ্ধারে অগ্রসর হয়, তবে তাতে অধর্ম্ম হয় না। অগ্নিবর্ণ, সেনাপতি, যদি তোমাদের রাজ্যলাভের ক্ষত্রোচিত আকাঙ্ক্ষা থাকে, শৌর্য্য থাকে, সাহস থাকে, শস্ত্রপাণি হয়ে অগ্রসর হও, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, তোমাদের সামনে বিস্তীর্ণ রয়েছে। শক্তি থাকে, ভারতের সকল রাষ্ট্র জয় করে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন কর। যদি তোমাদের মনে হয় যে, রাজাকে উচ্ছেদ করে নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত, তবে এদেশ ত্যাগ করে যাও, তার পর রাজাকে রীতিমত ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান কর। তাঁর প্রসাদে পুষ্ট হয়ে কপটাচারী হীন কৃতঘ্নের মত তাঁর আশ্রয়ে থেকে গুপ্ত আঘাতে তাকে বিপর্য্যস্ত করা ক্ষাত্র-ধর্ম্ম নয়, চৌর-ধর্ম্ম।

অগ্নি। সখা—

চারু। থাক্ সখা, আর যুক্তি তর্কে প্রয়োজন নাই! আমি এ অধর্ম্ম কার্য্যে তোমাদের সহায় হতে পাররো না। বরং যদি তোমরা আর অগ্রসর হও, তবে আমি সভাসদের কর্ত্তব্য করতে বাধ্য হব। আমায় তোমাদের শত্রুতাচরণ করতে হবে।

সেনা। (তরবারি কোষমুক্ত করিয়া) সে অবসর পাবে না ব্রাহ্মণ, তুমি আমাদের মন্ত্রণা অনেক বেশী জেনে ফেলেছ। এখন যদি তোমাকে আমরা দলে না পাই, তবে তোমাকে এই মুহূর্ত্তে বধ করে আমাদের নিশ্চিন্ত হতে হবে।

চারু। সেনাপতি! তোমার এই কপট অক্ষত্রিয় অনার্য্য আচারের প্রতিরোধ করি এমন শক্তি আমার নাই। কিন্তু তোমার সকল স্পর্দ্ধাকে তাচ্ছিল্য করে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করতে পারি, এ ক্ষমতা আমার আছে।

সেনা। তবে তাই হোক। (তরবারি উত্তোলন)

অগ্নি। (সেনাপতিকে বাধা দিয়া) ক্ষান্ত হও সেনাপতি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

চারুদত্তের অগ্ন্যাগার

[অগ্ন্যাগারের বেদীর সম্মুখে দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুদত্তা অগুরুর ধূমে চুল শুকাইতেছে। তার পার্শ্বে একটা আস্তরণের উপর চিত্রপট ও চিত্রাঙ্কনের উপকরণ রহিয়াছে। বামে দ্বারপথে অগ্নিবর্ণ প্রবেশ করিয়া সুদত্তার এই মূর্ত্তি দেখিয়া স্তব্ধ লুব্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে দ্বারের বাহিরে গিয়া ডাকিল।]

অগ্নি। সখা—

সুদত্তা। এস সখা—

অগ্নি। [চিত্রপটের কাছে আসন গ্রহণ করিয়া] সখি! সখা কোথায়?

সুদত্তা। (বসিয়া) তিনি কি বিশেষ প্রয়োজনে রাজবাড়ী গেছেন।

অগ্নি। কিন্তু এ ভর-সন্ধ্যায় তিনি কোন বাইরের কাজে গেছেন। এখন যে প্রণয়ের মধুরতম অবসর। আজ এই ফাল্গুনের সন্ধ্যায়, মৃদু মলয়ের বীজনের ভিতর, শত কুসুম গন্ধের ভিতর, লক্ষ ভ্রমর গুঞ্জনের ভিতর, সখা আমার প্রণয়িনী ছেড়ে উধাও হলেন কোথায়! আজকার দিনে বিরহ কি ভাল সখি?

সুদত্তা। ভাল যদি নয়, তবে তুমি কেন মিছামিছি বিরহ দহন ভোগ করছো সখা? চিত্রলেখা বোধ হয় এতক্ষণ বিরহের আগুনে সাঁতলে উঠছেন।

অগ্নি। বেশ মিষ্টি কথাগুলি বলছিলে সখি, কিন্তু তোমার ঐ শেষ কথাটায় যেন এক রাশ মিষ্ট ক্ষীরের মধ্যে কতকগুলো রোচনা ঢেলে দিলে, হায় সখি! আমার প্রণয়-সহচরীর কল্পনায় কি তোমার চিত্রলেখা ছাড়া আর কারও নাম মনে আসতে পারলো না ?

সুদ। কেমন করে মনে পড়বে সখা! তোমার কি মনে নেই, তুমি বিবাহের সময় অগ্নির সাক্ষাতে কি মন্ত্র বলে তাকে গ্রহণ করেছিলে ? তোমার হৃদয়ে যে সেখানে গাঁথা রয়েছে সখা! তোমার এ পোড়া দেহ নিয়ে যেখানেই তুমি বেড়াও না কেন, হৃদয় তোমার চিরদিনের তরে সেই মন্দিরেই পূজা করবে।

অগ্নি। আচ্ছা, তুমি আমার দেহটার অত অগৌরব করলে কেন সুদত্তা ? পোড়া দেহ! কেন ? আমি কি এতই কুৎসিত ?

সুদত্তা। কুৎসিত! তোমার তুল্য রূপবান দেখিনি। আর তোমার মত এমন গুণবানই বা কে আছে ? মনে কর, সেই রাত্রে সেই বনের কথা! তোমার সেদিনকার সেই মূর্ত্তি যে চিরদিন আমার বুকের ভিতর আঁকা থাকবে—তোমার সেই মূর্ত্তিরই ধ্যান করি সখা।

[অগ্নিবর্ণ উল্লসিত দৃষ্টিতে সুদত্তার দিকে চাহিল। পরক্ষণেই সে মুখ ফিরাইয়া হঠাৎ দ্বারের দিকে চলিল]

সুদত্তা। ওকি সখা, চ'ল্লে যে!

[অগ্নিবর্ণ ফিরিয়া আসিল, মাথা নীচু করিয়া দন্তে অধর চাপিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সুদত্তার দিকে চাহিল।]

অগ্নি। সুদত্তা, কি সুন্দর তুমি! যেন একটা আগুন—পতঙ্গের মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ! ভাবছি—ভাবছি—তুমি কি সুন্দর সুদত্তা!

সুদত্তা। (মাথা নত করিয়া লজ্জিত ভাবে) ছিঃ, ও কথা কেন ?

অগ্নি। কেন ? এ কথার কোন হেতু নেই সুন্দরী। রূপ জিনিসটা বিশ্বকর্ম্মার একটা অহেতুকী সৃষ্টি। হঠাৎ একটা আনন্দের ঝোঁকে তিনি একে গড়ে ফেলেছেন—আর সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের ভিতর সে আনন্দের স্পর্শ লেগে গেছে। বিশ্বের লোক নিতান্ত হেতুশূন্য প্রীতি নিয়ে রূপের পূজায় বিভোর হচ্ছে। সখি, বিশ্বকর্ম্মা তোমাকে এমন একটা সম্পদ দিয়ে গড়েছেন যে পূজা তোমার পায় আপনি এসে গড়িয়ে পড়বে। তার কোনও হেতু থাকবে না, হেতু খুঁজে কখনও পাওয়া যাবে না।

সুদত্তা। (ছবি ইত্যাদি তুলিয়া দাঁড়াইল) সখা এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও কেন আমায় লজ্জা দেও—অপরাধী কর ? [ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে অপসৃত হইতে লাগিল]

অগ্নি। ছাড়তে পারছি না সখি। ছাড়তে যদি বল তবে বিদায় করে দাও তোমার ঐ রূপরাশিকে। লুকিয়ে ফেল তোমার ঐ সম্মোহন বেণী ! (হঠাৎ সুদত্তার চুলে হাত দিয়া) আঃ কি সুন্দর [দুই হাতে মুখের উপর চুল চাপিয়া ধরিল] স্নিগ্ধ তোমার কেশরাশি !

সুদত্তা। [ছিটকাইয়া দূরে দাঁড়াইল, তার হাত হইতে চিত্রের উপাদান পড়িয়া গেল] পাপিষ্ঠ দূর হও।

অগ্নি। সুদত্তা ! পাপিষ্ঠ আমি, লম্পট আমি, সে কথা আমি যত জানি, তত আর কেউ জানে না। কিন্তু পারছি না—অতুলনীয় ঐ রূপ-রাশি সামনে দাঁড় করিয়ে তুমি আমায় ক্ষেপিয়ে তুলেছ। আমি—আমি তোমাকে চাই, তোমায় না পেলে আমি মরে যাব। কেন তুমি আমার হবে না সুদত্তা ? (সুদত্তার হাত ধরিল)

সুদ। দূর হও—দূর হও—তুমি পাপাশয়! ব্রাহ্মণ-কন্যার অঙ্গস্পর্শ করতে সাহস করছো তুমি? ছাড় ছাড় বলছি। [হাত ছাড়াইয়া দূরে বাম দিকে দাঁড়াইয়া] এই মুহূর্ত্তে এখান হতে দূর হও।

অগ্নি। (হাসিয়া) সুদত্তা—আমার কাছে অত বৃথা আস্ফালন ক'রো না। তুমি ও তোমার স্বামী যে কি বস্তু সে কথা তোমরা অন্যের কাছে গোপন করতে পার, কিন্তু আমার কাছে তা অবিদিত নেই। আমি এক মুহূর্ত্তে তোমার স্বামীর ও তোমার সর্ব্বনাশ করতে পারি জান?

সুদত্তা। পাপ কপটাচারীর অন্যায় অত্যাচারে আমার স্বামীকে কোনও দিন লাঞ্ছিত করতে পারবে না। শোন অধার্ম্মিক—ধর্ম্ম যার আশ্রয়, কেউ তার অনিষ্ট করতে পারে না।

অগ্নি। হাঃ হাঃ, এ দর্প তোমার মুখে শোভা পায় না সুদত্তা। যার স্বামীর ললাটে চৌরদণ্ডের অক্ষয় তিলক, সে আবার ধর্ম্মের কথা বলে কোন সাহসে?

[সুদত্তা ভয়ানক কাঁপিয়া উঠিল। ভীত চকিত দৃষ্টিতে অগ্নিবর্ণের দিকে চাহিল]

অগ্নি। (হাসিয়া) কি? তেজ তোমার গেল কোথায় সুন্দরী? এখন বুঝতে পারছ, আমার শক্তি কোথায়? এখনও কি আমায় বাধা দেবে? তোমার স্বামী এখন রাজার কাছে মহা সম্মান পেয়েছেন। আরও সম্মান পাবেন। শীঘ্রই অমাত্যপদ লাভ করবেন। সে সব নষ্ট করবে তুমি? মিথ্যাবাদী বঞ্চক বলে এ রাজ্য হতে আরও নূতন কলঙ্ক দিয়ে তাঁকে নির্ব্বাসিত করাবে?

সুদত্তা। সখা, বন্ধু, বীর তুমি; এমন সর্ব্বনাশ আমার কোরো না।

স্বামী আমার মহাধার্ম্মিক। তিনি চোর নন—ওই দণ্ডের ছাপ মিথ্যার বিজয়-টিকা। এই হতভাগিনীর জন্যই তিনি সে মিথ্যা দণ্ড বরণ কোরে নিয়েছিলেন ; আমার জন্য আর তাঁকে লাঞ্ছিত ক'রো না। তুমি ত নীচ নও। বন্ধু আমার, প্রিয় সখা আমার, তোমার সকল ক্রোধ, সকল অভিশাপ, সকল লাঞ্ছনা আমায় দাও। আমার স্বামীর এমন সর্ব্বনাশ ক'রো না! কি? নীরব রইলে কেন সখা? আমার দিকে চেয়ে দেখ তুমি যে আমার প্রাণদাতা, আমার মান যে তুমিই রক্ষা করেছ সখা, চেয়ে দেখ, আমার তুমি অনিষ্ট করতে পারবে না। এত নীচ তুমি হতে পার না। তুমি যে মহৎ, তুমি যে বীর, তুমি ত ছোট নও সখা! একবার তোমার অন্তরের দিকে চাও বীর! তোমার আত্মা যে তোমায় এ মোহকে তিরস্কার করছে। অগ্নিবর্ণ, আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, চিরজীবন দেবতার সেবা ক'রেছি, আমি তোমার পায়ে পড়ি সখা, আমায় দয়া কর। [অগ্নিবর্ণের পায়ের উপর পড়িয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

অগ্নি। (স্বগতঃ) কি সুন্দর! রূপের কি বিচিত্র লীলা ওই তন্বঙ্গীর সমস্ত অঙ্গে। তেজস্বিনী পরাভূত হয়েছে, একেবারে নুয়ে পড়েছে তার রূপরাশি নিয়ে। শেফালীর স্তূপের মত সে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে-পড়েছে। এখন তো আমি অনায়াসে পারি ওকে আমার প্রবল আলিঙ্গনের ভিতর নিষ্পেষিত করে ফেলতে। কিন্তু পারছি কই? এ কাকে জাগিয়ে তুললে আমার অন্তরের ভিতর সুদত্তা? পারছি না? এ কাকে আমার ভিতর থেকে টেনে বার করলে এই নারী!

সুদত্তা। (পা ছাড়িয়া উঠিয়া) দয়া হবে না, এত বড় নিষ্ঠুর তুমি? তবে কি আমি ভুল বুঝেছি? না—এই পোড়া রূপ তোমার আত্মার চক্ষু

ঝল্‌সে দিয়েছে ? তাই কি ? তবে দাঁড়াও সখা, তোমার সামনে আমি এই রূপ নিঃশেষ করে নষ্ট করছি।

[আগুনের কাছে গিয়া আগুনের উপর মুখ বাড়াইয়া দিতে গেল]

অগ্নি। (নতজানু হইয়া সুদত্তাকে নিবৃত্ত করিয়া) ক্ষান্ত হও দেবী, এমন সর্ব্বনাশ ক'রো না। আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর। দেবী তুমি ! সামান্য মানুষ ভেবে আমি অপরাধ করেছি। তোমার পায়ের ধুলা দাও দেবী আশীর্ব্বাদ কর যে আমার ভিতর যে আত্মাকে তুমি আজ জাগিয়ে দিলে, আর যেন সে ঘুমিয়ে না পড়ে (পদধূলি গ্রহণ করিল)

সুদত্তা। (নিকটে আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে) আশীর্ব্বাদ করি, সকল দেবতা তোমায় ধর্ম্মপথে অক্ষুণ্ণ রাখুন। চিরদিন তোমার ভিতর ধর্ম্ম জয়যুক্ত হোক্।

অগ্নি। তবে আসি দেবী ? ভক্ত দাস বলে আজ থেকে আমায় স্মরণ কোরো।

সুদত্তা। [হাত ধরিয়া উঠাইয়া] এসো সখা।

[উত্তোলন।

[চিত্রলেখা প্রবেশ করিয়া ক্রুর দৃষ্টিতে পর পর উভয়ের দিকে চাহিতে লাগিল, অগ্নিবর্ণ ও সুদত্তা উহাকে দেখিয়া চমকিত ও স্তব্ধ হইয়া চিত্রাপিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল]

এখন মিটেছে তোমার কেলি, নাগর মহাশয় ? যদি মিটে থাকে, তবে দয়া করে আমার সঙ্গে আসতে আজ্ঞা হয়। [অগ্নিবর্ণ নতমুখে চিত্রলেখার সঙ্গে চলিয়া গেল]

সুদত্তা। [স্তব্ধনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা বাহির

হইয়া গেল] কি ভয়ানক! এত বড় মিথ্যা কলঙ্ক আমায় দিলে চিত্র-লেখা? আর এ দারুণ মিথ্যার বিরুদ্ধে একটীবার মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করলে না অগ্নিবর্ণ। মন্ত্রস্তব্ধ ভুজঙ্গের মত, পদানত দাসের মত, মিথ্যাকে মাথায় করে নীরবে মাথা নীচু করে চলে গেল! ভীরু! ভীরু!

[চারুদত্তের প্রবেশ ও চিন্তিতভাবে পরিক্রমণ]

সুদত্তা। চমকিত হইয়া (স্বগতঃ) দেব বৈশ্বানর! আর্য্যপুত্রের এ কি মূর্ত্তি!

চারু। [গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া] সুদত্তা! চল আমরা এ দেশ ত্যাগ করে যাই।

সুদত্তা। (শঙ্কিত কম্পিতকণ্ঠে) এ দেশ ছেড়ে যাবে! সে কি প্রভু

চারু। হ্যাঁ, এ দেশ ছেড়ে যাব। এ দেশ বাসের যোগ্য নয়। এখানকার ভূমিতে পাপ জন্মায়! এখানকার বাতাস পাপে বোঝাই! এখানকার জলে পাপের বীজ বহন করে।

সুদত্তা। (শিহরিয়া দন্তে অধর দংশন করিয়া) এ কথা কেন বলছ?

চারু। বলছি—জেনেছি বলে। নিজের চক্ষে দেখেছি—পাপের বিষাক্ত ফণা আমাকে দংশন করবার জন্য উদ্যত হয়েছে। এখানে ব্যভিচার রাজত্ব করে। পুরুষ এখানে নির্ব্বিচারে অকল্পনীয় ব্যভিচার কোরে গৌরবের সঙ্গে মাথা তুলে থাকে; লোভ এখানে সহোদরের অধিক প্রীতির বুকে ছুরি মারতে চায়। পুরুষশ্রেষ্ঠের পত্নী সামান্য লোকের কাছে প্রেম ভিক্ষা করে, আর তার কলুষিত প্রেমের জন্য নরশ্রেষ্ঠ স্বামীর প্রাণবধ

পর্য্যন্ত করতে প্রস্তুত হয়। ব্রাহ্মণী স্বেচ্ছায় স্বৈরিণীর বৃত্তি অবলম্বন ক'রে নগরের বুকের উপর স্পর্দ্ধা করে বেড়ায়। এ নরক! এত পাপ যে জগতে আছে, তা জানতাম না।

[সুদত্তা মাথা নীচু করিয়া গভীর নিঃশ্বাস লইতে লাগিল]

সুদত্তা। (হঠাৎ তীব্রকণ্ঠে) মিথ্যা কথা সব! তোমার ভুল।

চারু। সব ভুল! ওই পাপিষ্ঠ অগ্নিবর্ণ ভুল? ও নিজমুখে যে পাপের কথা স্বীকার করেছে সে ভুল? আজ এই পাপ সন্ধ্যায় যে ভীষণ পাপের কথা নিজ কর্ণে শুনেছি সে ভুল।

[সুদত্তা চমকাইয়া উঠিল।

চারু। তুমি জাননা সুদত্তা, কি সব কথা শুনেছি আমি—

সুদত্তা। [তীব্রভাবে] কি শুনেছো? কি বলেছে সে মিথ্যাবাদী লম্পট অগ্নিবর্ণ!

চারু। (অন্যমনস্কভাবে) থাক সে কথা, শোন সুদত্তা আমি স্থির করেছি আজ রাত্রেই এ রাজ্য ছেড়ে আমরা চলে যাব।

সুদত্তা। (একটু চিন্তা করিয়া ব্যগ্রভাবে) বেশ! তাই চল, তাই চল!

চারু। বেশ, তবে তুমি প্রস্তুত হও—আমি রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে আসছি।

[প্রস্থান।

[সুদত্তা চিন্তিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজার মন্ত্রণাগার

[রাজা ও চারুদত্ত]

রাজা। বটে! এমন ভীষণ ষড়যন্ত্র! অগ্নিবর্ণ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে? কেউ আমার সহায় নেই? কার সঙ্গে মন্ত্রণা করবো? প্রতিহারি!

[প্রতিহারি নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল]

মহিষীকে সংবাদ দাও। তাঁকে জানাই, তাঁর গুণবান ভাইয়ের কথা

চারু। ক্ষমা করবেন মহারাজ! মহিষীকে ডাকবেন না, আমার আরও কথা আছে।

রাজা। যাও তুমি। (প্রতিহারীর প্রস্থান) আরও কথা? মহিষীর সম্বন্ধে কিছু?

চারু। হাঁ মহারাজ! এ কথাও আমার আপনাকে বলতে হচ্ছে। হয়তো আমি ভ্রান্ত; হয় তো সাগরিকার দ্বারা বঞ্চিত হয়েছি; কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলায় সাগরিকা আমায় বলেছে যে, মহিষী তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন—তিনি আমার প্রণয় প্রার্থিনী; তার জন্য তিনি নাকি রাজার জীবন হিংসা পর্য্যন্ত করতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে সত্য মিথ্যা আপনি বিচার

করুন রাজন্ । আমি যা শুনেছি আপনার কাছে নিবেদন করতে বাধ্য।

রাজা। বটে, বটে ! আচ্ছা, এইখান থেকেই বিচার আরম্ভ করা যাক্। প্রতিহারী! সাগরিকা। [কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া] শোন ব্রাহ্মণ! আমি এখন তোমার সব কথাই অবিশ্বাস করছি। তুমি কথা গুলো সাজিয়েছিলে বেশ, বিশ্বাসও অনেকটা করেছিলাম আমি কিন্তু মহিষীর নামে কলঙ্ক দেবার চেষ্টা করেই তুমি সব মাটী করলে। মহিষী আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণী, তিনি—অসম্ভব! আর তোমাকে তিনি কেন ভালবাসতে যাবেন ? তুমি কি একটা অজ্ঞাতকুলশীল, কদাকার ব্রাহ্মণ যুবক। আমার প্রসাদ ব্যতীত একেবারে নিঃসম্বল। তুমি মিথ্যাবাদী !

চারু। (হাসিয়া) এই জন্যই বলে "বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি" ! আমি মিথ্যাবাদী নই রাজা—মিথ্যা আমার ব্যবসা নয়—জাতি ধর্ম্ম নয়।

রাজা। যাক্ সে কথা এখনি তা প্রমাণ হয়ে যাবে।

[সাগরিকারপ্রবেশ]

সাগরিকা! তুই এই ব্রাহ্মণের কাছে গিয়েছিলি, আজ সন্ধ্যাবেলায় ?

সাগ। না—সন্ধ্যাবেলায় সমস্তক্ষণ আমি রাণীর সঙ্গে বসে পাশা খেলেছি ; মহিষীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। শুনলে চারুদত্ত! এখন তোমার কি বলবার আছে ?

চারু। কি আর বলব রাজন! আপনার এই অন্তঃপুরিকা মিথ্যাবাদিনী।

সাগ। মিথ্যাবাদী, স্পর্দ্ধিত ব্রাহ্মণ। জান তুমি কাকে এ কথা বলছো? রাজন, আপনি মহিষীকে ডেকে সত্য নির্ণয় করুন, আর যদি আমার কথা সত্য হয়, তবে এ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করুন।

[সাগরিকার প্রবেশ]

রাজা। বেশ, ডাক্ মহিষীকে—

চারু। কোনও প্রয়োজন নাই; এ পরিচারিকা যেরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে মিথ্যা বলছে, তাতেই বুঝতে পারছি রাজা, যে মহিষী সত্য বলবেন না।

রাজা। কি? এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার? মহিষীকে তুমি মিথ্যাবাদী বলতে সাহস কর? জান, তোমার এ দুঃসাহসের দণ্ড প্রাণদণ্ড?

চারু। শাস্ত্রে যে দণ্ডই থাকুক, প্রাণদণ্ড আমার হবে তা জানি; কেন না দেখতে পাচ্ছি রাজন্ আপনার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়েছে। আপনি বিচারে অক্ষম। কিন্তু বিচার করুন রাজন্, আমি তুলা, অগ্নি, জল বা বিষ, যে কোনও দিব্যপ্রমাণ দ্বারা আমার কথার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে প্রস্তুত আছি।

রাজা। বেশ, স্মরণ থাকে যেন, যদি দিব্যের দ্বারা বিশুদ্ধ না হও, তবে কাল শূলে তোমার মৃত্যু হবে। প্রতিহারী! [প্রতিহারীর প্রবেশ] দণ্ডাগার থেকে দিব্যের লৌহ উত্তপ্ত করে নিয়ে এসো। যজ্ঞাগার থেকে দিব্যের উপচার নিয়ে এসো। এইখানেই তোমার দিব্য শোধন হবে।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

চারু। উত্তম। রাজন্, আমি প্রস্তুত।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। দেব! মহিষী আপনাকে অন্তঃপুরে স্মরণ করেছেন।

রাজা। চল যাচ্ছি।

[দাসী ও রাজার প্রস্থান।

চারু। মহিষী অন্তঃপুরে স্মরণ করেছেন। পাপিষ্ঠার কি এতক্ষণে ব্রহ্মবধের ভয় হয়েছে? রাজার কাছে আমার প্রাণ ভিক্ষা করবে? পাপাশয় নারীর কি এতটা সৎসাহস হবে?

সাগ। [বাতায়নের অপর পার্শ্ব হইতে মুখ বাড়াইয়া] মূর্খ ব্রাহ্মণ, রাজার কাছে এসেছ নালিশ কর্ত্তে! মরণ কি এমনি করেই ডেকে আনতে হয়?

চারু। দূর হও পাপিয়সী! চারুদত্ত মৃত্যুকে ভয় করে না।

সাগ। কিন্তু, চারুদত্তের মৃত্যুসম্ভাবনায় যে আমার সখীর ভীষণ দুর্দ্দশা উপস্থিত—বেচারী যে কান্নাটা কাঁদছে, দেখলে তোমারও দয়া হত।

চারু। (বিষণ্ণ ভাবে) সাগরিকা! কর্ত্তব্য বড় কঠোর।

সাগ। কিন্তু তুমি তার চেয়েও কঠোর। মহিষীর মত রমণী-শ্রেষ্ঠ তোমাকে প্রেম নিবেদন করলে,—তুমি তা অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হলে না—তার সর্ব্বনাশ করতে এসেছ। তুমি বুঝতে পারছো, অবশ্য, যে তুমি বিশুদ্ধ হলে মহিষীর মৃত্যুদণ্ড হবেই। স্ত্রীবধের পাতক হবে তোমার!

চারু। তা সত্য! আমি স্ত্রী-বধের জন্য দায়ী হব। কিন্তু এ যে আমার কর্ত্তব্য সাগরিকা! (চিন্তা করিয়া) সাগরিকা! তুমি মহিষীকে

আশ্বস্ত করগে। আমিই মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করবো। তাঁকে আমি রক্ষা করবো।

সাগ। এখন আর কেমন করে রক্ষা করবে?

চারু। দিব্য নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হওয়া দেবতার হাত, কিন্তু যে দোষী প্রমাণিত হতে চায়, তাকে কোন দেবতা রক্ষা করতে পারে না। তোমার সখীকে নিশ্চিন্ত হতে বল, আমিই দণ্ড গ্রহণ করবো।

সাগ। আর তোমার স্ত্রী?

চারু। সুদত্তা?—অগ্নিদেব তার উপায় করবেন।

(বামদিক হইতে মহিষীর প্রবেশ)

মহিষী। দেব, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন!

(রাজার বামদিক হইতে প্রবেশ)

আর্য্যপুত্র! ব্রাহ্মণের সঙ্গে এ কি পরিহাস?

(চারুদত্ত বিস্মিত-নেত্রে উভয়ের দিকে চাহিলেন)

রাজা। ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ! তুমি সকল পরীক্ষায় শোধিত হয়েছ!

চারু। পরীক্ষা রাজন্? কিসের পরীক্ষা?

রাজা। তোমার অমাত্যপদের পরীক্ষা ব্রাহ্মণ! পরীক্ষার জন্যই অগ্নিবর্ণ, সেনাপতি ও সাগরিকাকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে পরীক্ষায় তুমি জয়ী! কাল প্রাতে রাজসভায় সর্ব্বসমক্ষে তোমার অভিষেক হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

অগ্নিবর্ণের অন্তঃপুর

[আসনের উপর অগ্নিবর্ণ আসীন। চিত্রলেখা তাহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া তার পায় পুষ্পাঞ্জলি দিল। তার পর উঠিল]

চিত্র। আমার ব্রত শেষ হ'য়েছে। যাও, এখন তোমার ছুটি, তোমার যেখানে খুসী সেখানে যাও। আর তোমাকে আমার কোনও প্রয়োজন নাই।

অগ্নি। কোনও প্রয়োজন নাই চিত্রলেখা? তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী।

চিত্র। ও কথাটা ভুলে যাও। ধর্ম্মের নাম তোমার মুখে নাই আন্‌লে? তার চেয়ে ততক্ষণ বাসন্তিকার চর্চ্চা করলে জীবন সার্থক হবে,—শ্রীবিষ্ণু— আজকাল বাসন্তিকারও বুঝি কপাল ভেঙ্গেছে—সুদত্তার নাম জপ হচ্ছে।

অগ্নি। চিত্রা! একটা প্রার্থনা তোমার কাছে আমার,—এ প্রসঙ্গে দয়া করে সুদত্তার নামটা টেনে এনো না।

চিত্র। কেন আনবো না দয়া করে? আমি কি এতই অধম যে, তোমার প্রেয়সীর নামটাও মুখে আনবার সাধ্য নেই।

অগ্নি। সে তো প্রেয়সী নয় প্রিয়ে?

চিত্র। আর মিছে অভিনয়ে কাজ নেই।

অগ্নি। মিথ্যা কথা নয় চিত্রলেখা, সত্য। আমার কথা বিশ্বাস কর। তোমায় স্পর্শ করে শপথ কচ্ছি।

চিত্রা। আমাকে স্পর্শ করে শপথ করেছিলে, বাসন্তিকার কাছে আর যাবে না,—সে শপথ রক্ষা করেছ ?

অগ্নি। আজ করবো। আর একটা অবসর আমাকে দাও চিত্রা, আমি আর সে অগ্নিবর্ণ নই। চেয়ে দেখ আমার মুখের দিকে। এখন আমি শপথ করছি, ধর্ম্মপথ ছাড়া আর আমার অন্য পথ নেই। কেবল তুমি একটু আশ্রয় না দিলে ধর্ম্ম আমার হবে না। তুমি আমার পত্নী, আমি তোমার পায়ে ধরছি চিত্রা,—

চিত্রা। [পা সরাইয়া লইয়া] দূর হও পাপিষ্ঠ, লম্পট! তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নাই।—যাও।

[দক্ষিণ দিকে প্রস্থান।

অগ্নি। এত তেজ! আর আমি অগ্নিবর্ণ নীরবে দাঁড়িয়ে শুনলাম। এই নারীর কাছে আমার সব পৌরুষ কোথায় বিলুপ্ত হয়ে যায়! ওর মুখের দিকে আমি চাইতে পারি না। কেন পারি না? চিত্রলেখার প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য আমি করিনি—সেই অপরাধ আমাকে ওর কাছে দুর্ব্বল করে রেখেছে। কিন্তু তা করিনি কেন? চিত্রলেখা, তার জন্য তুমি দায়ী নও? তুমি তো কোন দিন সুদত্তার মত মহিয়সী হয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমায় আমার অন্তরাত্মার সঙ্গে মুখোমুখি করে দাওনি! চিত্রলেখা যদি চিত্রলেখা না হয়ে সুদত্তা হত, তবে অগ্নিবর্ণ আজ দেবতা হত।

[বামদিক হইতে বাসন্তিকার দাসীর প্রবেশ]

দাসী। দেব, ভর্ত্তৃকা বাসন্তিকা আপনাকে স্মরণ করেছেন,—তিনি দ্বারে রথে বসে অপেক্ষা করছেন।

অগ্নি। বাসন্তিকা!—না—না। যাও দাসী, তাঁকে বল গিয়ে, আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবো না। আর কখনও আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষৎ হবে না। [দাসীর প্রস্থান] সুদত্তা! দেবী! তুমি আমাকে রক্ষা করেছ। আমি যে হীন নই, সে কথা তুমিই আমাকে শিখিয়েছ। তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার!

[সীধুভাণ্ড লইয়া সংবাহকের প্রবেশ]

সংবা। দেব, গ্রহণ করুন।

অগ্নি। [পাত্র গ্রহণ করিয়া আবার প্রত্যর্পণ করিয়া] সংবাহক, নিয়ে যাও, ওসব—আমি পান করব না।

সংবা। সীধু পান করবেন না! এ যে আমি বহু যত্নে আপনার জন্যে আজ প্রস্তুত করেছি আর্য্য!

অগ্নি। আর আমি কোনও রকম আসব পান করবো না ঐ আমার সর্ব্বনাশের মূল—ও পাপ!

সংবা। এরূপ আজ্ঞা করবেন না দেব! আর্য্য নাগভট্ট সেদিন বলেছিলেন, উত্তর দেশে সীধু পানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে।

অগ্নি। থাক, তার চেয়ে বড় ধর্ম্মের আমি সন্ধান পেয়েছি।

সংবা। কিন্তু প্রভু! অনেক দিনের অভ্যাস আপনার, হঠাৎ ত্যাগ করলে স্বাস্থ্যহানি হতে পারে।

অগ্নি। হোক্। ও বিষ আর আমি খাব না।

সংবা। আজকের দিনটা খেলে হ'ত না? অনেক যত্ন করে করেছিলাম।

অগ্নি। দূর হও পাপিষ্ঠ! আমার আদেশ পালন করতে অভ্যাস কর।

সংবা। [স্বগতঃ] এ কিরে বাপু। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বিলাসী অগ্নিবর্ণ,—সীধু তার প্রাণের দোসর! তার আজ এতে অরুচি! এ ভাল হচ্ছে না—ভাল হচ্ছে না। যাক, এখন যাই। এ প্রতিজ্ঞা টিকবে না। পাত্রটা রেখে যাই!

[সীধু পাত্র রাখিয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান।

[বামদিক হইতে পান-বিহ্বলা বাসন্তিকার প্রবেশ]

বাস। আমার উপর এ কি আদেশ পাঠিয়েছ রসিকরাজ! চারদিন তুমি উধাও, আমার বাড়ীর চৌকাট ডিঙ্গাওনি, আর আজ এই বসন্তের চাঁদনীর রাতে তোমার বাড়ীর দ্বারে এসেছি চাঁদ, তাও ফিরিয়ে দিতে চাও। সে হবে না সখা, চল।

অগ্নি। আমি যাব না বাসন্তী! তুমি ফিরে যাও।

বাস। যাবে না কেন সখা? আমি যে আজ চারদিন, রাতদিন তোমার প্রতীক্ষায় কুঞ্জ সাজিয়ে বসে আছি—তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। প্রিয় আর আমাকে কষ্ট দিও না।

অগ্নি। আমাকে ক্ষমা কর বাসন্তী।

বাস। ক্ষমা—ক্ষমা করবো না প্রিয়তম—

গীত

বঁধু চেওনা ক্ষমা,
শুধু চেওনা ক্ষমা !
যাহা চাও আর
সকলি তোমার
তোমারই এ প্রিয়তমা ;
জীবনে মরণে
প্রণয় বরণে
সহকার-বঁধু সমা !
অন্তর মধু
আহরিয়া বঁধু
অধরে ধরিব হিয়া,
সার্থক হবো
পদতলে তব
আপনারে ডালি দিয়া,
আর যাহা চাও
নাও সবই নাও
যত কিছু পাও সুষমা

অগ্নি। বাসন্তী, যে অগ্নিবর্ণ তোমার প্রমোদশালার শোভা সম্পাদন করত, সে নেই, তার দেহের ভিতর আর এক অগ্নিবর্ণ এসে অধিষ্ঠান করেছে। এ তোমাকে চেনে না এর সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই।

বাসন্তী। কোনও সম্পর্ক নেই ? কি বললে অগ্নিবর্ণ ? কোনও সম্পর্ক নেই ? ভাল করে বুঝতে পারছি না আমি ! সুরায় আমার মাথার

ভিতর সব ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে—কোনও সম্বন্ধ নেই ? এও কি সম্ভব ? অগ্নিবর্ণ এ কথা বলছে ?

অগ্নি। হ্যাঁ বাসন্তী, এই কথাই সত্য !

বাসন্তী। এত চট্ করে এ কথা সত্য হলে চলবে কেন প্রিয়তম ! অতীতের কথা একবার স্মরণ কর। সেই নবোদ্ভিন্ন যৌবনা ব্রাহ্মণ-কন্যা—

অগ্নি। সে পাপের কথা স্মরণ করিয়ে আমায় কষ্ট দিয়ে লাভ কি বাসন্তিকা ?

বাস। রস—রস—স্মরণ কর। তুমি বলিষ্ঠ বাহুতে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ঘোড়ায় চড়লে ; বায়ু বেগে নদী প্রান্ত কান্তার অতিক্রম করে ঘোড়া ছুটল—আমি সে কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না, কিছুই ভাবতে পারলাম না। আমার বক্ষের ভিতর তোমার বক্ষের স্পন্দন পৌঁছে আমার সব চেতনা হরণ করে নিলে—আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে গেলাম। সেই আমি বাসন্তিকা—সেই তুমি অগ্নিবর্ণ !

অগ্নি। সে আমি নই বাসন্তিকা—তুমি ভুল করেছো। আমি ছিলাম মোহাচ্ছন্ন, সাহসোন্মত্ত, কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবক, আর তুমি ছিলে সাহসিকা স্বৈরিণী। আমার পুনর্জ্জন্ম হয়েছে, আপনাকে চিনতে পেরেছি। আর তুমিও ঠিক সেই বাসন্তিকা নও—তুমি এখন গণিকা, গুপ্তা নও। আমিই তোমার একমাত্র প্রেমাস্পদ নই।

বাসন্তী। এ কথা তুমি আমায় বল্লে ? বেশ ! কিন্তু একবার মনে করো অগ্নিবর্ণ, কে আমায় গণিকা করেছে। তোমার মুখ চেয়েই আমি ঘর ছেড়ে এসেছিলাম ; তুমি বলেছিলে,তাই আমি তোমার প্রমোদ-বান্ধবের সেবা করেছিলাম। তখন যে তাতেই তোমার আনন্দ ছিল, সে কথা ভুলে

যেও না অগ্নিবর্ণ! আমার এ দশা তুমিই ক'রেছ ; আজ তোমার নেশা কেটে গেছে ব'লে তুমি আমায় বিদায় দেবে ?

অগ্নি। বাসন্তিকা! আমি তোমার ওপর অবিচার ক'রবো না। আমার বিলাস গৃহে যে সম্পদ আছে, সবশুদ্ধ আমি তা তোমাকে দান করলাম। যে বৃত্তি আমি তোমাকে দিয়েছি, সে বৃত্তি আজীবন দোব। তোমার যে অপকার করেছি, তার জন্য এই মূল্য নিয়ে আজ তুমি আমায় মুক্তি দাও।

বাসন্তী। কেন? আজ নূতন প্রেয়সী জুটেছে বলে? গণিকার প্রেমের আশা মিটে গেছে, সখার গৃহে স্বৈরিণীর প্রেম নিয়ে খেলা করতে সাধ হয়েছে? সুদত্তা কি আমার চেয়ে সুন্দরী?

অগ্নি। চুপ কর পাপীয়সী! তো'র মুখে সুদত্তার নাম—

বাসন্তী। যোগ্য নয়। তা হবে!—কিন্তু তোমারও সে যোগ্য নয়। অগ্নিবর্ণ, বাসন্তিকা তোমার ঘরের স্ত্রী নয় যে, সব অত্যাচার শুধু মাথা পেতে নেবে। আমি কালসাপিনী, দংশন করতে জানি। আমাকে যদি ত্যাগ কর তবে সুদত্তাকে হারাবে। এখান থেকে যাব আমি তার কাছে, আমার সব কথা তার কাছে আমি বলে দেব। কি বঞ্চক তুমি, সে কথা তার কাছে প্রকাশ করবো। ভেবেছ কি তার পরও সে তোমায় আলিঙ্গন করতে ছুটে অসবে? অসম্ভব—শতমুখী দিয়ে সে তোমার সম্ভাষণ করবে। তা যদি না হয়, যদি সে মুগ্ধা আমারই মত আত্মবিস্মৃতা হয়, তবে বিষ দিয়ে তার প্রাণ বিনাশ করবো তুমি আমার,—আমি তোমায় সহজে ছাড়বো না। চল্লাম।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

অগ্নি। থাম থাম বাসন্তিকা! কি ভীষণ তুমি, যা ভাবছো সব মিথ্যা, সুদত্তা আমার প্রণয়িনী এ অসত্য কথা তোমায় কে বল্লে?

বাসন্তী। কে বলবে? এ রাজ্যে চারুদত্ত ছাড়া এ কাহিনী কে না জানে আজ? আর চারুদত্তও জানবে—সে জন্য চিন্তা কোর না।

অগ্নি। কি সর্ব্বনাশ! এ যে ভীষণ অসত্য বাসন্তিকা! দয়া কর তুমি, রক্ষা কর আমাকে। আমার যথাস্বর্ব্বস্ব তোমাকে দিচ্ছি, তুমি আমায় এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও।

বাসন্তী। ধনের লোভ দেখাচ্ছ আমায় অগ্নিবর্ণ? আমি কি ধনের লোভে কুবের মত স্বামী ছেড়ে এসেছিলাম? আজ তুমি তুচ্ছ ধনের লোভ দেখাচ্ছ? কেন বলবে না তুমি? আমি আজ তুচ্ছ গণিকা বই তো নই। [রোদন]

অগ্নি। কেঁদ না বাসন্তিকা,—তুমি কেঁদ না, বুঝতে পারলাম বাসন্তিকা, ধর্ম্মের পথ যত সহজ সরল মনে হয়েছিল, তত সহজ সে নয়। পাপের হাতে একবার ধরা দিলে অষ্টবন্ধন দিয়ে সে মানুষকে জড়িয়ে ধরে তার হাত থেকে মুক্ত হওয়া সহজ নয়। [সীধুপান] বাসন্তিকা, শান্ত হও, অধীর হয়ো না একবার আমার কথা ভাব অপরাধী আমি, হীন আমি, কিন্তু ভেবে দেখ—

বাসন্তী। আমি ভেবে দেখবো কি অগ্নিবর্ণ আমার ভাবনা চিন্তায় তুমি কোন পথ রেখেছ? আমার কথা তুমি কোন দিন ভেবেছ? [বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে লাগিল]

অগ্নি। [সীধু পান] বাসন্তী, বাসন্তী কেঁদ না। আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, তোমার এ দশা দেখে—শান্ত হও। থাম—তোমার এত ব্যথা আমি

সইতে পারি না। সুদত্তা, পারলাম না মানুষ হতে! অন্তরের দেবতা আমার, তুমি ক্ষমা কোরো। চল বাসন্তিকা। কোঁদো না, চল তোমার কুঞ্জে চল।

[উভয়ের বামদিক দিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

চারুদত্তের অগ্র্যাগার

[সুদত্তা ব্যস্ত হইয়া চারুদত্তের প্রতীক্ষা করিতেছে, ও বারবার দ্বারের কাছে ছুটিয়া যাইতেছে। শেষে চারুদত্ত বামদিকের দ্বার পথে প্রবেশ করিল।]

সুদত্তা। এত দেরী করলে তুমি? একেবারে প্রভাত হয়ে গেছে। চল, আর বিলম্ব ক'রো না, আমি সব জিনিসপত্র রথে তুলে দিয়েছি, রথ প্রস্তুত, চল।

চারু। [হাসিয়া] কোথায় যাব সুদত্তা? যাবার আর প্রয়োজন নাই।

সুদত্তা। প্রয়োজন নেই। সে কি কথা?

চারু। রাজা আজ আমাকে অমাত্য পদে অভিষিক্ত করবেন।

সুদত্তা। [স্বগতঃ] কি সর্ব্বনাশ! যাওয়া হল না! তবে তো আজ আমার মাথার ওপর মিথ্যার শত বজ্র ভেঙ্গে পড়বে! কি উপায় করবো আমি?

চারু। এ কি সুদত্তা? এমন সুসংবাদ শুনেও তুমি আনন্দিত হচ্ছ না? তোমার মুখ ক্লিষ্ট, বিষণ্ণ হয়ে উঠছে কেন প্রিয়ে?

সুদত্তা। আমার বড় ভয় হচ্ছে স্বামী! এত সৌভাগ্য কি ভাল? অমাত্যের পদে শত্রুর সৃষ্টি হবে মাত্র। কে কি সর্ব্বনাশ করবে কে জানে?

চারু। আশু আনন্দের হেতুতে সুখী না হয়ে একটা কাল্পনিক দুঃখ সৃষ্টি করে দুঃখ পাচ্ছ কেন সুদত্তা? ছিঃ! চল, আজ তোমাকে সভায় নিয়ে যাই, আমার সম্মান ও সৌভাগ্য দেখে পরিতৃপ্ত হবে তুমি।

সুদত্তা। শোন। অভিষেকের সময় তোমার ওই কপালের ঘা যদি কেউ দেখে ফেলে?

চারু। তা পারবে না। আমার চন্দনানুলেপনে সব চিহ্ন ঢেকে যায়—আমি দর্পণে দেখেছি।

সুদত্তা। কিন্তু একজন তবু টের পেয়েছে তোমার ঐ চিহ্নের কথা।

চারু। কে?

সুদত্তা। অগ্নিবর্ণ—সে আমায় ব'লছিল!

চারু। কি বলেছে সে?

সুদত্তা। সে বলেছিল—[স্বগতঃ] সর্ব্বনাশ! কি বলবো আমি? কেন আমি মরতে এ কথা তুলতে গেলাম? [প্রকাশ্যে] সে কথা আমি তোমার কাছে বলতে পারবো না।

চারু। যাক্. অগ্নিবর্ণ আমার বন্ধু।

[বামের দ্বারপথে চিত্রালেখার প্রবেশ]

চিত্র। বন্ধু নয় সখা, সে তোমার পরম শত্রু। আমার সৌভাগ্য যে তোমার দেখা পেলাম, সৌভাগ্য যে তোমার পত্নীও এখানে আছেন। শোন সখা, তোমার কাছে আমি এক উপাখ্যান বলবো।

সুদত্তা। [ব্যস্ত হইয়া] প্রভু, চল, রাজসভায় যাই, সময় হয়েছে, সখির কথা পরে শুনবো।

চারু। এ কি ব্যাপার! আমি কিছুই বুঝিতে পারছি না। আমার প্রাণদাতা সখার পত্নী হঠাৎ এসে আমাকে এ কি বিষম কথা শোনালে? বল সখি, তোমার কি বার্ত্তা আছে?

সুদত্তা। প্রভু তোমার পায় পড়ি, তুমি এই নারীর কথা শুনো না—একে বিদায় করে দাও। যা বলবার আছে, তা আমিই তোমায় বলবো। ওর কথা শুনো না তুমি, তোমার পত্নীর অনুরোধ রক্ষা কর।

চারু। আমি আরও বিমূঢ় হচ্ছি! এ কি সুদত্তা! তুমি এ কথায় এত বিচলিত হচ্ছ কেন? ব্যাপার কি?

চিত্র। ওঁর বিচলিত হবার হেতু আছে সখা, কেন না আমার কথার সঙ্গে ওঁর বিশেষ সংশ্রব আছে। আমার কথাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তোমার এই পত্নী অবিশ্বাসিনী, আমার স্বামী তার জার।

সুদত্তা। মিথ্যা কথা! অতি নির্ম্মম ভিত্তিশূন্য মিথ্যা এ প্রভু!

চারু। এ অতি অবিশ্বাস্য কথা সখি! তুমি জান না, সুদত্তা আমার জন্য কি করেছে, তাই তোমার এমন ভ্রান্তি জন্মেছে। আমি নিজের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু সুদত্তা অবিশ্বাসিনী এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না।

চিত্র। তবে আমার চক্ষু কর্ণকে আমার অবিশ্বাস করতে হয়। বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। আমি যা দেখেছি, তা আমি তোমাকে বলছি শোন। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমি আমার স্বামীর সন্ধান করতে

এসে তোমার অগ্ন্যাগারে তাঁকে সুদত্তার সঙ্গে নির্জ্জনে প্রেম-সম্ভাষণ করতে দেখেছি।

চারু। এ কি কথা! সুদত্তা, অগ্নিবর্ণ কাল সন্ধ্যায় এসেছিল?

সুদত্তা। [ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল; তার মুখ শাদা হইয়া গেল, শুষ্ক-ওষ্ঠাধর সে বারম্বার জিহ্বা দ্বারা ভিজাইতে লাগিল] এসেছিল।

চারু। এসেছিল? তুমি তা আমাকে বল নি ত!

সুদত্তা। না বলিনি! না বলবার হেতু ছিল।

চারু। কি কথা হয়েছিল তোমার, তার সঙ্গে?

সুদত্তা। [দৃঢ় কণ্ঠে] আমি বলবো না। আমার শুধু এই উত্তর, যে, এই হীন হিংস্র নারী যে ইঙ্গিত করছে, সে মিথ্যা, নিদারুণ মিথ্যা।

চিত্র। কোনটা মিথ্যা লো কুলটা?

চারু। ক্ষান্ত হও সখি। ক্ষান্ত হও সুদত্তা। সখি যা বলছেন তা মিথ্যা হতে পারে; কিন্তু তার শোধন তোমার হাতে। অগ্নিবর্ণের সঙ্গে সত্য সত্য তোমার কি কথা হয়েছিল তা প্রকাশ করতে তুমি কুণ্ঠিত হলে তো সখির অভিযোগ নিস্তীর্ণ হয় না। কি কথা হয়েছিল বল। আমি তোমার স্বামী, আমার সে কথা জানবার অধিকার আছে।

সুদত্তা। কিন্তু আমার বলবার অধিকার নাই—আমি বলবো না।

চারু। হুঁ। সখি, অগ্নিবর্ণ কোথায়?

চিত্র। বিলাসগৃহে বাসন্তিকার আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে সীধুপান করে তিনি অচৈতন্য হয়ে আছেন।

সুদত্তা। মিথ্যা কথা! অসম্ভব! সে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—　　　　[হঠাৎ থামিয়া গেল]

চারু। প্রতিশ্রুতি ? তোমার কাছে অগ্নিবর্ণ বসন্তিকার সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ? কি প্রতিশ্রুতি ? গোপনে আমার অসাক্ষাতে তার সঙ্গে তুমি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করেছ ! সে তোমার কাছে শপথ করেছে ! সুদত্তা, আমার বিশ্বাস বড় শিথিল হয়ে যাচ্ছে, সখি চিত্রলেখার কথা অবিশ্বাস করতে পারছি না।

সুদত্তা। তবে আমাকে শাস্তি দাও।

চারু। হুঁ, শাস্তি। (চিন্তা করিয়া) একটা কথার উত্তর দাও। সখি চিত্রলেখা যে অপরাধ তোমার ওপর আরোপ করছেন, তা তুমি স্বীকার কর না ?

সুদত্তা। না—সে মিথ্যা অভিযোগ।

চারু। তুমি নির্দ্দোষ ? নিষ্পাপ ? এই অগ্নিবর্ণ সম্বন্ধে তুমি কোনও পাপাচরণ করনি ?

সুদত্তা। না করিনি, আমি নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ।

চারু। সুদত্তা ! এ অবস্থায় আমি বিনা প্রমাণে তোমাকে শাস্তি দিতে পারি না। [চিত্রলেখা বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিল] তোমাকে আত্ম-শোধনের একটা সুযোগ দিতে আমি বাধ্য। তুমি দিব্য প্রমাণে সম্মত আছ।

সুদত্তা। প্রমাণ দিতে হবে ? বেশ—দেব প্রমাণ। [স্বগতঃ] প্রমাণ দিতে হবে—আমার কথা আর তোমার কাছে যথেষ্ট নয় স্বামী ? [অগ্নির দিকে চাহিয়া] দেব বৈশ্বানর ! তোমার মত আপন আমার কে আছে দেব ! শৈশব অবধি আমি তোমার সেবা করেছি, আমার প্রাণ, মান, আজ তাই তোমারই হাতে সমর্পণ করে দিলাম;—তোমার

সুদত্তার মান তুমিই রক্ষা কর। [প্রকাশ্যে] আমি অগ্নির দিব্য দ্বারা আত্মশোধন করবো—কিন্তু এখন নয়। তুমি সভায় যাও, মন্ত্রি ও সকল প্রধান সভাসদকে নিমন্ত্রণ করে এখানে নিয়ে এসো, সবার সম্মুখে আমি অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে আত্মশোধন করবো।

[দক্ষিণ দিক প্রস্থান।

চারু। [বসিয়া পড়িল] (স্বগতঃ) একি ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলে দিলে আমায় দেব বৈশ্বানর? আমার আশার প্রাসাদ যে একেবারে ধূলো হয়ে গেল। সুদত্তা অবিশ্বাসিনী! বিশ্বাস হয় না। অবিশ্বাস তো করতে পারি না। সুদত্তা দোষী? তার সমস্ত ব্যবহার তার স্বেদসিক্ত ললাট, শুষ্ক ওষ্ঠাধর, কম্পিত দেহ, চিত্রলেখাকে দেখে তার ভাবান্তর—সব যে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে! যদি তাই হয়, তবে দেব! শক্তি হবে কি আমার পাপিনীর শাস্তি দিতে? ধর্ম্মকে রক্ষা করবার শক্তি হবে কি? আমি যে তাকে—সে যে আমার আপনার জীবনের চেয়ে বড়। অপরাধিনী যদি সে হয়, তবু কি তাকে শাস্তি দিতে পারবো? যদি দিতে হয়, তবে বল দিও দেব!

[বাম দিকে প্রস্থান।

[দাসীগণ আসিয়া পূজার উপকরণ অগ্ন্যাগারে রাখিল এবং ইন্ধন দিয়া অগ্নি বড় করিয়া জ্বালিল। এবং আস্তরণ আসনাদি সম্মুখে বিছাইল। পরে সুদত্তা ধীরে ধীরে অগ্নির সম্মুখে আসিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল]

[বামদিক হইতে চারুদত্ত, রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত, সভাসদগণ ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণদিক হইতে চিত্রলেখা ও দাসীগণ প্রবেশ করিয়া চারুদত্তের পশ্চাতে দাঁড়াইল]

পুরো। চারুদত্ত, এ কুণ্ডের কি প্রয়োজন? অগ্নির দ্বারা দিব্যকরণে অগ্নিকুণ্ডের তো প্রয়োজন নাই।

[জবাকুসুমের মাল্যে আদ্যোপান্ত বিভূষিতা, চন্দনলিপ্তা রক্তাম্বরা সুদত্তা স্রক্‌-চন্দনাদি উপকরণ হস্তে প্রবেশ করিল]

সুদত্তা। প্রয়োজন আছে দেব। ইনি আমাদের গৃহাগ্নি নিত্যসেবার দ্বারা আমি এঁর পূজা করি, ইনিই আজ আমার সতীত্ব পরীক্ষা করবেন। ধর্ম্ম যদি আমায় রক্ষা করেন, তবে ইনিই তাঁর পরিচয় দেবেন; যদি না রক্ষা করেন, তবে এঁরই কোলে আশ্রয় লাভ করবো। (চারুদত্তকে প্রণাম) অন্তর্যামী দেবতা! পূজা গ্রহণ কর দেব। এই লও—অর্ঘ্য, এই লও মাল্য-চন্দন। [সমস্ত অগ্নিতে অর্পণ করিয়া] মন্ত্রিবর, সভাসদগণ, আমি প্রস্তুত!

মন্ত্রী। চারুদত্ত, দেবীর প্রতি তোমার কি অভিযোগ?

চারু। আমার অভিযোগ নয় দেব, অভিযোগ করছেন চিত্রলেখা। এস সখি, তোমার যা বলবার আছে বল।

চিত্র। [অগ্রসর হইয়া] মন্ত্রিবর! আমি নিবেদন করি, সুদত্তা অসতী, ব্যভিচারিণী, আমার স্বামী অগ্নিবর্ণের জারিণী।

মন্ত্রী। সাবধান হয়ে কথা কও দেবী! তুমি যে অভিযোগ করছো,

সে প্রতিলোম ব্যাভিচার ; এঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হলে, তার দণ্ড বড় ভয়ানক। স্বচক্ষে তুমি এঁর ব্যভিচার দেখেছ ?

চিত্র। আমি স্বকর্ণে শুনেছি, আমার স্বামী এঁকে প্রেমের কথা বলেছেন, স্বচক্ষে দেখেছি, সুদত্তা স্মিতমুখে নিজের চরণতল হতে আমার স্বামীকে এই অগ্ন্যাগারে হাতে ধরে তুলেছে।

মন্ত্রী। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও বৎসে! যে অগ্নিবর্ণের সঙ্গে সুদত্তার ব্যভিচার ঘটেছে।

চিত্র। আমি এ কথা বিশ্বাস করি।

পুরো। তবে এ অভিযোগ গুরুতর। সুদত্তা আপনাকে শুদ্ধ করতে না পারলে গুরুদণ্ডভাগিনী হবেন।

চিত্র। অগ্নিবর্ণও হবেন।

সুদত্তা। চুপ কর হিংস্র-নারী। স্বামীহিংসায় তোমার আনন্দ একটু দমন কর। দেব, সমস্ত দেবগণ আমার সাক্ষী—আমি সতী, সাধ্বী! অগ্নিবর্ণ বা অন্য কোনও পুরুষ সম্পর্কে আমি কোনও অপরাধ করিনি। আমি সকল দেবের অভিজ্ঞান, এই অগ্নিদেবকে এ কথা প্রমাণ করতে আহ্বান করছি। দেব, তোমার হাতে আমি আত্মসমর্পণ করছি—তুমি আমাকে শুদ্ধ কর। [অগ্নি প্রবেশের চেষ্টা]

পুরো। [সুদত্তাকে নিবৃত্ত করিয়া] নিবৃত্ত হও সাহসিনী, অগ্নি প্রবেশ দ্বারা পরীক্ষা শাস্ত্র-বিগর্হিত। শোধন শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ায় করতে হবে। প্রতিহারি, অগ্নি পরীক্ষার উপাদান নিয়ে এসো।

সুদত্তা। দেব! জানকী দেবী অগ্নিপ্রবেশ করে আপনাকে শুদ্ধ করেছিলেন।

পুরো। মহামানব ও দেবযোনির সকল কার্য্যের অনুকরণ করা হীনবল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

[পুরোহিত সুদত্তার দুই হাতের উপর সাতটী অশ্বত্থ পাতা সূতা দিয়া বাঁধিয়া তার পর হাতের উপর কতকগুলি ঘর্ষিত যব, শমীপত্র, দূর্ব্বা ও ফুল সাজাইয়া দিলেন। প্রতিহারী অগ্নিময় লৌহপিণ্ড আনিল]

পুরো বল,

ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানাং অন্তশ্চরসি পাবক।
সাক্ষীবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যংকবে মম।

[সুদত্তা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিল। পুরোহিত তাহার হস্তে লৌহপিণ্ড দিয়া তিনবার তাহাকে মণ্ডল প্রদক্ষিণ করাইয়া লৌহপিণ্ড আগুনে ফেলিয়া দিলেন। তার পর সুদত্তাকে সম্মুখে আনিয়া তিনি নিজে ব্যস্তভাবে সুদত্তার হস্তের বন্ধন মোচন করিতে লাগিলেন। সকলে ঝুঁকিয়া দেখিতে অগ্রসর হইল। চারুদত্ত একপাশে নীরবে বুকে হাত দিয়া কম্পিত দেহে দাঁড়াইয়া রহিল। পুরোহিত, মন্ত্রী ও সভাসদগণ এক সঙ্গে সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন]

অক্ষত! নির্দ্দোষ! জয় অগ্নিদেব!

[চারুদত্তের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চিত্রলেখা বেগে প্রস্থান করিল। চারুদত্ত স্নিগ্ধদৃষ্টিতে সুদত্তার দিকে চাহিল]

মন্ত্রী। (গাত্রোত্থান করিয়া) সুচিস্মিতে, তুমি তোমার ধর্ম্মবলে! দেবগণকে স্বর্গ হ'তে নামিয়ে এনেছ, আমরা দেখে ধন্য, চরিতার্থ হয়েছি। তোমার পুণ্যকাহিনী রাজ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে। এখন আসি চারুদত্ত!

[বাম দিক দিয়া প্রস্থান।

[চারুদত্ত ও সুদত্তা ব্যতীত সকলের অনুগমন। সুদত্তা ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল]

চারু। সুদত্তা, দেবী পুণ্যবতী ! ধন্য করেছ তুমি আমায় আজ, কি আনন্দ আজ আমার তোমার গৌরবে, তা তোমায় কি করে জানাব। এস প্রিয়ে! আমার বক্ষে—এস।

[চারুদত্ত বাহু বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইল। সুদত্তা উঠিয়া পিছাইয়া গেল]

সুদত্তা। দাঁড়াও স্বামী, আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, আমি গৃহপত্নী, দাসী নই! তোমায় আমায় সম্বন্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ। অচলা শ্রদ্ধা, অটল বিশ্বাসে এর প্রতিষ্ঠা। সে শ্রদ্ধা তোমার গেছে, সে বিশ্বাস আর নাই। আর নয়। আপস্তম্বের কন্যা আমি—আর তোমার আলিঙ্গন দিয়ে আমায় লাঞ্ছিত করো না। স্বামী তুমি, নমস্য আমার, কিন্তু ওই ক্লেদময় আলিঙ্গন—আর নয়।

[বাম দিক দিয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অগ্নিবর্ণের বিলাসগৃহ

[পানোন্মত্ত অগ্নিবর্ণ ও বাসন্তিকা আসীন। দাসীরা পরিচর্য্যা ও নৃত্যগীত করিতেছে।

[সখীগণের গীত]

(আজি) দাও ঢালি চিত সুখ তরঙ্গে,
খেলে চঞ্চল মলয় অঙ্গে,
হেসে গ'লে যাই ললিত ভঙ্গে,
ফাগুন আগুনে দু'জনে।
ফুল হিল্লোলে হাসিছে চন্দ্র,
ভুবন জীবন আজি অতন্দ্র,
জাগে অন্তরে মধুর মন্দ্র,
আকুল কোকিল কুজনে॥
(একি) বাসনা ব্যাকুল রঙীন দৃশ্য;
প্রেম উল্লাসে উতলা বিশ্ব,
মিলন মাগিয়া নিখিল নিঃস্ব,
প্রণয় দেবতা পূজনে॥

বাসন্তিকা। এইবার আমি গাইব।

আজি ললিত মধুর রাতে, মধুর মলয় বাতে
শিহরিয়া উঠে হিয়া মাঝ
তাল ভোলা সারা ধরা, প্রেমে আজ মাতোয়ারা
মিটে গেছে সব তার কাজ।

তাই হিয়া ভরা সুধা লুটে,　　এনেছি অধর পুটে

লহ বধূ লহ লুটে আজ

পরাণে পরাণ বঁধু,　　মাখামাখি হোক সুধু,

টুটে যাক লাজে সব সাজ।

[বামদিক হইতে বেগে সুদত্তার প্রবেশ]

সুদ। অগ্নিবর্ণ—হা অদৃষ্ট! এই দশা তোমার! আমি যে তোমার আশ্রয়ে পিত্রালয়ে যাব বলে এসেছি!

অগ্নি। সুদত্তা! তুমি এসেছ? কেন এলে?—এই আমি!

সুদ। না, এ তুমি নও। তুমি বিপন্নের সহায়। আর্ত্ত নারী তোমার সাহায্য ভিক্ষা করছে বীর, ওঠো, তোমার মত্ততা পরিহার কর।

অগ্নি। আর্ত্ত! কে আর্ত্ত সুদত্তা? আমার চেয়ে আর্ত্ত কে! আমি বড় দুঃখী সুদত্তা।

সুদ। ভাই, আমি আর্ত্ত! আশ্রয়হীনা!—ঘোর বিপদ আমার! বিপদ-সঙ্কুল-পথে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি। ওঠ—বিপদে আমায় রক্ষা কর—আশ্রয় দাও।

অগ্নি। তোমার বিপদ! কি বিপদ সুদত্তা? কি করতে হবে। প্রাণ দেব? (দাঁড়াইয়া) কোন চিন্তা নেই—আমায় ধরে নিয়ে চল। কোন চিন্তা নেই—তুমি যেখানে নিয়ে যাবে যাব, চল—ধর আমায়—(সুদত্তা ধরিতে গেল)

বাস। (অগ্রসর হইয়া) হতভাগী! আমার বাড়ী বয়ে এসেছ ঝগড়া করতে, আমার জিনিষ কেড়ে নেবে, এত বড় দুর্বৃত্তা তুমি।

[সুদত্তাকে ধাক্কা দিতে গেল, সুদত্তা সরিয়া গেল, সেই ধাক্কায় অগ্নিবর্ণ পড়িয়া গেল]

সুদত্তা। অগ্নিবর্ণ! কীটের তুল্য এই হীনা নারী তোমাকে পদাঘাত করছে, আর বীরশ্রেষ্ঠ তুমি ধুলায় লুটিয়ে পড়েছ। এ অপমান কি তোমার অন্তরে পৌঁছায় না? ভাই, সময় নেই আমার, চল্লাম, যদি এখানকার কথা তোমার মনে থাকে, জ্ঞান হলে স্মরণ করো সখা, যে, আমি শেষ অনুরোধ করে যাচ্ছি, তোমার শৌর্য্যের আর অপমান করো না।

বাস। এখনও গেলিনি পাপিষ্ঠা! এই, তোরা একে লাথি মেরে বিদায় করতো।

[দাসীরা সুদত্তাকে ধরিয়া বামদিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল]

অগ্নি। (উঠিয়া তীব্রকণ্ঠে) বাসন্তিকা···দূর হ! পাপিয়সী! এত বড় স্পর্দ্ধা তোর! শোধনক! এখনই এই নারী ও তার দাসীদের এই প্রমোদগৃহ থেকে দূর করে দাও, আর ওর মুখ তপ্ত লৌহ দিয়ে দগ্ধ ক'রে দাও—সুদত্তা সুদত্তা—

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আপস্তম্বের গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান

[বামদিক দিয়া চারণীর প্রবেশ]

চারণী। এ বাড়ীটায় যেন সেই দিন থেকে আগুন লেগে গেছে। কি কুক্ষণে মেয়েটা আমাকে দিয়ে দূতীগিরী করাতে গিয়েছিল। তার পর তারা গেল ; পিছনে পিছনে বুড়ো-বুড়ী ছুটলো। শুনি, তারা রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে মেয়েটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আহা, বুড়ো-বুড়ী যখন গেল, তাদের মুখ দেখে আমার যেন বুক ফেটে গেল। মনে হ'ল, কেন আমি মেয়েটার কথা শুনতে গেলাম। তা কি ক'রবো বল, এই হ'ল আমার ব্যবসা। ও কি, আজ যে এখানে মানুষের সাড়া পাচ্ছি। তবে বুঝি বুড়ো ফিরেছে। দেখি, একটা গান শুনিয়ে, কিছু মিলে কি না।

গান।

সন্ধ্যা নামিছে জীবনের তটে
নয়নের আলো হ'তেছে ক্ষীণ
বাহু ঢ'লে পড়ে টলিছে চরণ
অন্তর আজি সাহস হীন।

হে দেব অরুণ অন্তরে আজ
নূতন তোমার প্রদীপ জ্বালো,
হৃদয়ের কোণে লুকান আঁধার
ভাসাইয়া যাক নূতন আলো ;
আঁধার পরশে ম্লান হ'য়ে যথা
রজনী লুটিয়া জীবন হীন
তোমার অরুণ কর পরশিয়া
উষা হ'য়ে জাগে চির নবীন ॥

ওই যে বুড়ো বুড়ী আসছে। না—ওদের মুখ দেখে সুবিধে বোধ হচ্ছে না। কাজ নেই বাপু! কে জানে, আমাকে ভস্ম-ফস্ম যদি ক'রে দেয়—পালাই।

[বামে প্রস্থান।

[আপস্তম্ব ও শাশ্বতী দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবেশ করিলেন। আপস্তম্ব এক স্থানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। শাশ্বতী অপর এক স্থানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

শাশ্বতী। মাগো, আবার তো সেই ঘরে ফিরে এলাম। কোথায় তুই মা? এক দিনের তরে তো ভাবিনি মা, যে তোকে না নিয়ে আবার এই ঘরে ফিরে আসবো। সুদত্তা—মা আমার!

আপস্তম্ভ। শাশ্বতী, আর বৃথা শোক ক'রে কি ক'রবে? তাকে তো আর ফিরে পাবে না। পাপের শাস্তি আমাদের তো ভোগ ক'রতে হবে।—কিন্তু—কিন্তু ভাবছি শাশ্বতী, একটা মিথ্যা কথাই কি এত বড়—চিরজীবনের সত্য সাধনা তার কাছে কিছুই না? (কিছুক্ষণ পরে)

দেশ দেশান্তর ঘুরে এলাম, কোথাও তাদের সন্ধানের ক্ষীণ সূত্রটুকুও খুঁজে পেলাম না।

[বামদিক দিয়া সুদত্তার প্রবেশ]

সুদত্তা। মা—

[শাশ্বতী ও আপস্তম্ব দুইজনে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুদত্তা ছুটিয়া গিয়া পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল]

শাশ্বতী। বেঁচে আছিস মা আমার? আমার কোলে ফিরে এসেছিস্? আমাদের অপরাধ ক্ষমা ক'রেছিস্। প্রভু এ সত্য? স্বপ্ন দেখছিনা ত?

সুদত্তা। মা, মা। (রোদন)

আপস্তম্ব। স্বপ্ন নয় শাশ্বতী, সত্য! দেবরাজ মুখ তুলে চেয়েছেন দেবী, আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হ'য়েছে। সুদত্তা, আমার বুকে একবার আয় মা।

[সুদত্তা আপস্তম্বের কণ্ঠলগ্ন হইল]

শাশ্বতী। হাঁ সুদত্তা, তুই এলি, চারুদত্ত কই?

সুদত্তা। তিনি আসেন নি।

আপস্তম্ব। কেন? কেন মা? সে কি আমার উপর রাগ ভুলতে পারে নি? না—তা কেমন ক'রে হ'বে,—তা' হ'লে সে তোকে আসতে দেবে কেন?

শাশ্বতী। তুই বা কি ব'লে তাকে ছেড়ে এলি?

সুদত্তা। আমি—কি বলবো মা আমি তোমাদের—আমি মা বড় অপমান হ'য়েছি—আমি তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে এসেছি।

শাশ্বতী। আঁ্যা, সে কি! এ আবার কি নূতন সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্ তুই?

আপস্তম্ব। (রুষ্টভাবে) সুদত্তা! স্বামিত্যাগিনী নারীর—

শাশ্বতী। চুপ কর তুমি, পুরুষ তুমি, এসব কথা বুঝবে না। চল মা, ঘরে চল, তোর সব কথা শুনি। বুঝেছি—আমাদের আবার যাত্রার আয়োজন ক'রতে হ'বে। অভিমানিনী কন্যা আমার, অভিমানকে স্নেহের চেয়ে বড় করিস না মা।

সুদত্তা। তোমরা কিচ্ছু বুঝতে পারছো না মা, বড় অপমান—

শাশ্বতী। না বলতেই সব বুঝেছি মা—আমারও এক দিন তোর বয়স ছিল। যাক্, চল্, তোর কথা শুনিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অগ্নিবর্ণের অন্তঃপুর

ঋতুপর্ণ, সত্যসেন ও চিত্রলেখা

চিত্র। ভাই, তোমরা থাকতে এত বড় অপমান স'য়েও আমি বেঁচে থাকবো? এমনি কি চিরজীবন লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে কাটাব?

ঋতু। তাই তো বোন্। তুমি কেন এর মধ্যে যেতে গেলে বল? একবার আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলে না। আজকাল রাজসভায়

চারুদত্তের প্রতিপত্তির অন্ত নেই। তার হুকুমে রাজা ওঠেন বসেন। আর তুমি গিয়ে সেই চারুদত্তের স্ত্রীর নামে অভিযোগ করে বসলে ?

সত্য। আমিও তাই ভাবছি। ওই যে দিব্যটা করলে, ওটা একটা যোগ-সাজসের ব্যাপার। পুরোহিত মশায় ইচ্ছা করলেই তো দিব্য ফাঁসিয়ে দিতে পারেন। ধর না কেন—লোহাটা যদি বেশ রীতিমত তাতান না হয়।

চিত্র। নিশ্চয় তাই। নইলে আমি যা নিজ চক্ষে দেখেছি, সেটা দৈব প্রমাণে অসত্য হয়ে গেল। এ হতেই পারে না। কিন্তু সত্য হোক মিথ্যা হোক্, ওই বিদেশী মেয়েটা যে আমার স্বামীর অন্নে আমার প্রসাদে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই নগণ্য কীটাণুকীটের কাছে এক-সভা লোকের সামনে এমনি অপমান হয়ে আমার এক দণ্ডও বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তোমরা থাকতে এ অপমানের প্রতিকার হবে না ভাই ?

ঋতু। আচ্ছা, ওর ঘর জ্বালিয়ে দিলে হয় না ?

সত্য। তা নয়, ওই সুদত্তাটাকে আজ রাত্রে চুরি করে তার সর্ব্বনাশ করা যাক্।

চিত্র। তাতে কি হবে ? তাতে হবে না। ওই চারুদত্তকে রাজসভা থেকে নির্ব্বাসিত করে ও সুদত্তাকে যদি বেঁধে আমার কাছে দাসী করে উপস্থিত করতে পার, তবে আমার তৃপ্তি হবে।

ঋতু। সেইটাই তো শক্ত কাজ। চারুদত্তের প্রভাব আজকাল মন্ত্রীর চেয়ে বেশী না হোক্ কম নয়। ওঁকে ঘাঁটাতে গেলে নিজেদেরই নির্ব্বাসন হবার সম্ভাবনা।

চিত্র। ওর নামে ভয়ানক একটা অভিযোগ কর। যোগাযোগ করে'

এমন একটা কিছু কর, যাতে রাজা ওর রক্ত দর্শন না করে যেন না ছাড়েন। ভেবে চিন্তে একটা কিছু স্থির কর। না হলে ভাই, বোন্‌কে আর দেখতে পাবে না। [দূরে অগ্নিবর্ণকে দেখিয়া] ও কি! স্বামী এত প্রত্যূষে বাড়ী ফিরে এসেছে। আমি যে বাসন্তিকার দাসীদের উৎকোচে বশীভূত করে দিন রাত ওঁকে সীধু পানে বিহ্বল করে বিলাস-গৃহে আটকে রাখবার ব্যবস্থা ক'রেছিলাম। ও কি করে বাসন্তিকার হাত ছাড়িয়ে চলে এল? ও উপস্থিত থাকলে কি আমি সুদত্তাকে অভিযুক্ত করতেই পারতাম? চল, আমরা এখান থেকে পালাই। তোমাদের দেখতে পেলে অনর্থ করবে। পালাও, পালাও! শীগ্‌গিরি! চল, তোমাদের লুকিয়ে রাখিগে।

[সকলের বাম দিকে প্রস্থান।

[দক্ষিণ দিক হইতে অগ্নিবর্ণের প্রবেশ]

অগ্নি। কোথায় গেল সে রথ! সারা রাত্রি, সারা দিন, নানা পথে খুঁজে এলাম, কোনও সন্ধান পেলাম না। কোথায় গেল এরা? কেন গেল? সুদত্তা, খুঁজে কি পাব না তোমায়? কোথায় যাবে তুমি? ভারতের প্রান্ত হ'তে প্রান্ত পর্য্যন্ত আমি তোমার অন্বেষণ করবো। দেবগণ যদি তোমার প্রাণ রক্ষা ক'রে থাকেন, তবে তোমাকে আমি খুঁজে পাবই—আমি তোমাকে দেখাব যে, তোমার আদেশ আমি ভুলি নি—আমি মানুষ হয়েছি।

[দক্ষিণ দিক দিয়া দুইটি ক্ষত্রিয় যুবকের প্রবেশ]

১ম যু। দেব, বন্ধু প্রত্যুম্নের মুখে আহ্বান শুনে আমরা এসেছি। আমরা আপনার অনুচর হ'তে পারলে কৃতার্থ হ'ব।

অগ্নি। জান তোমাদের কোথায় যেতে হ'বে? কি ক'রতে হবে?

২য় যু। জানি যে, তার স্থিরতা নেই—কেবল জীবন পণ ক'রে সকল বিপদের ভিতর দিয়ে আপনার অনুসরণ ক'রতে হ'বে। প্রয়োজন হ'লে শস্ত্রপাণি হ'য়ে পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেতে হ'বে।

অগ্নি। তোমরা তাতে প্রস্তুত?

১ম যু। আজ্ঞে হাঁ।

অগ্নি। ভেবে দেখো ভাই। আমি তোমাদের কোনও পুরস্কার দিতে পারবো কি না জানি না। হয়তো বিপদ বরণ, চাই কি মৃত্যুই, তোমাদের হ'বে একমাত্র পুরস্কার! এক পুরস্কার এই হবে যে, ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনের তোমরা প্রচুর অবসর পাবে। বীরত্ব প্রতিষ্ঠিত ক'রে বীরবাঞ্ছিত গৌরব লাভই যদি তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে তোমরা এসো—আর কিছুই আমি তোমাদের দিতে পারবো না।

উভয় যু। আর কিছুই আমরা চাই না।

অগ্নি। বেশ, তোমরা প্রত্যুম্নের সঙ্গে বনপ্রান্তে আমার প্রতীক্ষা কর গে।

[যুবকদ্বয় বামদিকে প্রস্থান করিল।

অগ্নি। আর এক দিন এ রাজ্যে তোমার অনুসন্ধান করবো—তার পর—এ কি?—

অগ্নি। সখা! তুমি এখানে? }
চারু। সখা, সুদত্তা কোথায়? } (একসঙ্গে বলিল)

অগ্নি। সুদত্তা কোথায় জান না? কাল সন্ধ্যায় সে রথে করে নগর ত্যাগ করে গেছে। আমি বায়ু বেগে ঘোড়া চালিয়েও সারা রাত্রি কোথাও তার সন্ধান পাইনি। কিন্তু তুমি সঙ্গে যাওনি? এ কি রহস্য বন্ধু? কোথা গেছে সে?

চারু। আমিও সারা রাত্রি ধরে তাকে খুঁজে বেড়িয়েছি সখা, সন্ধান পাইনি।

অগ্নি। এ যে একটা অসমাধের প্রহেলিকা! কি হয়েছে? আমাকে বলতে পার কিছু।

চারু। পারি। হয়েছিল আমার মতিভ্রম। তোমার স্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন যে তুমি সুদত্তার জার। তিনি স্বচক্ষে তোমার প্রণয় লীলা দেখেছেন

অগ্নি। আমার স্ত্রী!—চিত্রলেখা!—পাপীয়সী! হুঁ! তা তুমি কি করলে?

চারু। আমি প্রথমে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করলাম। তার পর তিনি বিশেষ জেদ করে বলাতে, আমি সুদত্তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে স্বীকার করলে যে তুমি পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় গিয়েছিলে; কিন্তু কি কথা হয়েছিল তোমার সঙ্গে, সে কথা কিছুতেই বলতে স্বীকার হল না। তার পর সে হঠাৎ কথায় কথায় বলে ফেললে যে, তুমি তার কাছে বাসন্তিকা সম্বন্ধে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। তার সেই কথায় আর তোমার বিষয় সব কথা গোপন করবার চেষ্টায় আমার দারুণ সন্দেহ হল।

অগ্নি। সন্দেহ হল? সুদত্তাকে সন্দেহ হ'ল? মূর্খ! সে কি বলেনি যে সে নির্দ্দোষ?

চারু। ব'লেছিল সে।

অগ্নি। বলেছিল! তবু সন্দেহ? হায় মূঢ়! এ কথা তুমি ভাবলে না যে, সুদত্তা কখনও মিথ্যা কথা বলে না! এ কথা ভাবলে না যে, তা না হলে সে অনায়াসে একটা মিথ্যা উপন্যাস রচনা করে বলে তোমাকে ঠকাতে পারত!

চারু। এ কথা আমার তখন মনে হয় নাই। পরে কাল সারা রাত্রি এই কথা ভেবে, নিজকে তিরস্কার করেছি—হাঁ—তখন আমি বল্লাম, তোমাকে দিব্য দ্বারা শোধন করতে হবে। সে সম্মত হল—দিব্যের আয়োজন হল। সুদত্তা সবার সমক্ষে অগ্নি-পরীক্ষায় নির্দ্দোষ প্রমাণিত হল। কিন্তু আমি যে তাকে একমুহূর্ত্তও সন্দেহ করেছিলাম, সেই অভিমানে সে আমাকে ছেড়ে গেছে।

অগ্নি! মূর্খ! মূর্খ! মূর্খ তুমি! দেবীকে তুমি এমন করে অপমান করেছ! তুমি জান না চারুদত্ত, কত বড় সতী, কত বড় দেবী সে? স্বামীর ঘরে থেকে, স্বামীব্রতা হ'য়ে যে কোনও তুচ্ছ নারী থাকতে পারে। তেমন সতী সুদত্তা নয়। সে সতী, আপন সতীত্বের গৌরবে পাপীকে ধার্ম্মিক করতে পারে, অধমকে মহৎ করতে পারে—সে কথা জানবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার! মূর্খ হতভাগ্য স্বামী, এমন স্ত্রীর মর্য্যাদা বুঝলে না। সেই সাধ্বীকে তুমি অগ্নিপরীক্ষায় আহ্বান করলে কি সাহসে?—কিছুই আমি বুঝ্‌তে পারছি না।

চারু। আমার অপরাধ কি সখা! ধর্ম্মের যা আদেশ, অগ্নিদেব জানেন, তার থেকে আমি এক পদ সরে যাইনি।

অগ্নি। ধর্ম্মের আদেশ! পাপমতি তোমরা! ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি কখনও অন্তরে তোমাদের জেগে ওঠেনি। তাই পরের মুখের ধার-করা বুলি নিয়ে, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের দোহাই দিয়ে ধার্ম্মিক হতে চাও! আর তুমি—! ধর্ম্মের স্পর্দ্ধায় তুমি কর সুদত্তার অপমান! তুমি তো জান, তোমার ললাটে ঐ চোর-দণ্ডের অক্ষয় ছাপ রয়েছে! চন্দন দিয়ে কপাল ঢেকে তুমি ওকে আমার চোখের কাছে লুকোতে পারনি। জানি ও মিথ্যা—সুদত্তা বলেছে তুমি চোর নও। কিন্তু ভণ্ড, মিথ্যাচারী কি নও চারুদত্ত? ওই দণ্ডের কথা গোপন করে, ওর ছাপ ঢাকা দিয়ে তুমি লোকের কাছে সম্মান আদায় করছো—সাহস নেই তোমার সত্যকে আশ্রয় করো, সাহসের সঙ্গে তোমার দণ্ডরেখা লোককে দেখাও—এই ধার্ম্মিক তুমি!

চারু। সখা, ঠিক বলেছ। আমি যে সুদত্তার কাছে অপরাধ করেছি, তা আমি আগেই জানি। কিন্তু আমার দণ্ডের কথা গোপন ক'রে মিথ্যাচারে যে আমি লোকের কাছে সম্মান ঠকিয়ে নিচ্ছি, এ কথা আমার এতদিন মনে হয়নি। ভাল করেছ—তুমি মনে করে দিয়েছ সখা, —তুমি বন্ধুর কাজ করেছো। আর আমি এ অপরাধ গোপন রাখবো না। যাক্, এখন যাই।

অগ্নি। পাগল! এখন তোমার দণ্ডের কথা প্রকাশের অবসর নয়—প্রকাশের প্রয়োজনও নেই। রাগের ঝোঁকে কথাটা বলে ফেলেছি, ক্ষমা কোরো সখা। এখন রাগ করবারও সময় নয়—অভিমানেরও সময়

নয়। চলো, এখন সুদত্তার সন্ধানের উপায় করি। তুমি তার কাছে অপরাধী। আমি তার চেয়ে বেশী অপরাধী। দু'জনের সমবেত চেষ্টায় আমরা সতীকে আবার আপনার গৃহদুর্গে অধিষ্ঠিত করতে পারবো। চল যাই। র'স! সেই পত্নী, সর্ব্বনাশীর ব্যবস্থা করে যাই। চিত্রলেখা!— না থাক্, থাকুক এখনও কিছুক্ষণ! সুদত্তাকে ফিরিয়ে এনে তার পর চিত্রলেখার ব্যবস্থা করা যাবে। চল!

[দক্ষিণদিকে উভয়ের প্রস্থান।

[বামদিক দিয়া চিত্রলেখা, ঋতুপর্ণ ও সত্যসেনের প্রবেশ]

ঋতু। আর কি? আমিও তাই বলি! কপালের উপর এত চন্দনের ঘটা কেন? আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল, বেটার কপালে কোনও গোলযোগ আছে।

সত্য। আমিও তাই ভেবেছিলাম। এইবারে বাছাধনকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি বলি সবার আগে যাওয়া যাক মন্ত্রীর কাছে। সে বুড়ো চারুদত্তকে বড় চারু-চক্ষে দেখে না। তা'ছাড়া এ তো আবার এক ঢিলে দু-পাখী।

চিত্র। আমার যে বড় ভয় হচ্ছে দাদা! আমার কি উপায় হবে?

ঋতু। আরে তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ। ও রাগ কতক্ষণ! তুমি একবার চোখ রাঙালেই ঠাণ্ডা!

চিত্র। না না, কিন্তু এমন ওঁকে কখনও দেখিনি! আমার বড্ড ভয় হচ্ছে।

সত্য। কোন ভয় ক'রোনা তুমি, আজই এর ব্যবস্থা করছি।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ-সভা

[মঞ্চের উপর মধ্যস্থ উচ্চাসনে রাজা, তাঁর দক্ষিণপার্শ্বে পুরোহিত, বামপার্শ্বে অন্য আর একটি আসন। পুরোহিতের দক্ষিণে সম্মুখে প্রাড্‌বিবাক, শূন্য আসনের সম্মুখে কিঞ্চিৎ বামে মন্ত্রী। মঞ্চের নীচে উচ্চাসনে অমাত্য ও সভাসদগণ। দণ্ডায়মান প্রতিহারী ও পৌরজন]

রাজা। মন্ত্রী, অগ্নিবর্ণ রাজ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করছে, এ আপনি প্রমাণ করতে পারেন ?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিশেষ প্রমাণ পেয়েই আমি এ অভিযোগ উপস্থিত করতে সাহস করেছি। আপনার পরম-আত্মীয় অগ্নিবর্ণের নামে মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি কি, তা আমি জানি।

রাজা। কিছুই বুঝতে পারছি না। জানতাম অগ্নিবর্ণ বিলাসী' উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু সে যে ষড়যন্ত্র করে আমাকে রাজ্যচ্যুত করবার কল্পনা করতে পারে, সে ধারণা আমার ছিল না।

মন্ত্রী। প্রথমে আমিও বিশ্বাস করিনি মহারাজ। পরে বিশ্বাসী গুপ্তচরের মুখে শুনেছি, তিনি একদল ক্ষত্রিয় যুবককে বনের মধ্যে সমবেত করে, তাদের সাহায্যে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবার সঙ্কল্প করেছেন।

রাজা। চারুদত্ত তার সহচর ?

মন্ত্রী। পূর্ব্বেই ত বলেছি রাজন্, চারুদত্ত চোর—ললাটের শ্বপদাঙ্ক চিহ্ন ঢেকে রেখে সে নিজেকে সাধু বলে প্রতিপন্ন করেছে। তার অসাধ্য কি ?

রাজা। বেশ, শুনি অভিযুক্তেরা কি বলে !

[চারুদত্তের প্রবেশ]

চারু। মহারাজ কি আমায় স্মরণ করেছেন ?

রাজা। হ্যাঁ, চারুদত্ত, তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে।

চারু। [অমাত্যের আসনে বসিয়া] আমি অপরাধী রাজন্, এ কয়দিন সভায় উপস্থিত হয়ে রাজকার্য্য করতে পারিনি। কোন বিশেষ কারণে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছি।

রাজা। সে কথা নয় চারুদত্ত। অভিযোগ গুরুতর, তুমি রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছ।

চারু। রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ! কিসের চক্রান্ত ? ও বুঝেছি, মহারাজ আবার পরিহাস করছেন। ক্ষমা করবেন রাজন আমি এখন— এখন আমার মাথার ঠিক নেই।

মন্ত্রী। চারুদত্ত, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হ'য়ে গেছে।

চারু। [উঠিয়া একটু অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল] অভিযোগ ? প্রমাণিত হয়ে গেছে ? কিসের অভিযোগ ?

প্রাড্। অভিযোগ এই যে তুমি রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য চক্রান্ত ক'রেছ !

চারু। আমি রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছি—এ কথা কে বল্লে ?

মন্ত্রী। গুপ্তচর মুখে আমরা বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পেয়েছি।

চারু। গুপ্তচর মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে। আমি নির্দ্দোষ ! রাজা স্বয়ং জানেন, আমি অবিশ্বাসের পাত্র নই।

মন্ত্রী। তা প্রমাণ কর। প্রমাণ কর যে তুমি নির্দ্দোষ!

চারু। এ অতি আশ্চর্য্য ব্যবহার! মন্ত্রীবর! ব্যবহার সাধন করবে বাদী। কে এ অভিযোগ ক'রেছে, তাকে উপস্থিত করুন। আমার সাক্ষাতে সে তার অভিযোগ প্রমাণ করুক।

মন্ত্রী। অভিযোগ রাজা শুনেছেন, পূর্ব্বপক্ষের উৎকৃষ্ট প্রমাণ তিনি পেয়েছেন।

চারু। এ অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! আমার অসাক্ষাতে পূর্ব্বপক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করা হয়ে গেছে—সেই প্রমাণ খণ্ডন করতে হবে আমাকে, কিন্তু আমি জানতে পারবো না কে বাদী আর কেবা সাক্ষী আর কিবা তারা ব'লছে। এমন অপূর্ব্ব বিচার ব্যবস্থা কোনও শাস্ত্রে আছে ব'লে আমি অবগত নই মন্ত্রী মহাশয়!

রাজা। কিন্তু গুপ্তচরের পরিচয় তো তোমার কাছে প্রকাশ করা যায় না। সে পরিচয় যদি প্রকাশ হ'য়ে যায়, তবে তারা কাজ ক'রবে কেমন ক'রে?

চারু। কিন্তু রাজন্, এই তো শাস্ত্র-ব্যবস্থা। এই তো সকল শাস্ত্রের সম্মত পদ্ধতি। পূর্ব্বপক্ষ ছাড়া ব্যবহার সাধন হয় না; বিচার হতে পারে না। আর গুপ্তচর বা কোন রাজপুরুষ শাস্ত্রমতে বাদী হ'তে পারে না। আর যেই বাদী বা সাক্ষী হোক্, আমার সম্মুখে ছাড়া তার প্রমাণ বা সাক্ষ্য গ্রাহ্য হ'তে পারে না। ক্ষমা ক'রবেন রাজন্, যে পর্য্যন্ত শাস্ত্রমতে ব্যবহার উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমার পক্ষে কোনও কথা বলা অসম্ভব। আমি এই ধর্ম্মসভার কাছে আবেদন করছি,—তাঁরা বলুন যে এই বিধি শাস্ত্রসঙ্গত কি না।

প্রাড্। রাজন্, চারুদত্তের কথা শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু একটা কথা ব'লতে পার বোধ হয়, চারুদত্ত,—তুমি কোন দেশের লোক, আর কি জন্য দেশ ত্যাগ করে এখানে এসেছ?

চারু। ক্ষমা ক'রবেন—কোনও বিশেষ কারণে আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম।

[দক্ষিণদিক হইতে অগ্নিবর্ণের প্রবেশ]

মন্ত্রী। এই যে অগ্নিবর্ণদেব উপস্থিত হয়েছেন।

অগ্নি। আপনার দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করতে হয়। এতবড় সত্যটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন?

রাজা। অগ্নিবর্ণ বাচালতা পরিত্যাগ করে স্থির ভাবে বিচারের জন্য প্রস্তুত হও।

অগ্নি। বিচার! কিসের বিচার?

মন্ত্রী। আপনার এবং চারুদত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগের।

অগ্নি। সে কথা অবগত আছি মন্ত্রীবর। আমার উপর আপনার প্রীতি সুপ্রসিদ্ধ নয়; চারুদত্তও আপনার অসন্তোষ উৎপাদন করেছেন। তাই আপনি একটা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করেছেন, আপনার উচ্ছৃঙ্খলতার পথ নিরঙ্কুশ ক'রতে। বিচার করুন রাজা, এই কপটচারী বৃদ্ধের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করুন!

প্রাড্। অগ্নিবর্ণদেব, আপনাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা নিরাকৃত না হ'লে আপনার অভিযোগ চলতে পারে না।

অগ্নি। উত্তম। শুনি, আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, অভিযোক্তা কে ?

মন্ত্রী। আমি অভিযোগ করেছি। রাজন্, অগ্নিবর্ণদেব আপনাকে—

চারু। আশ্চর্য্য এ ব্যবহার! রাজা বা রাজপুরুষের অভিযোগে ব্যবহার হয় না, মন্ত্রী মহাশয়ের অভিযোগ অগ্রাহ্য।

প্রাড্। এ কথা রাজদ্রোহ বিষয়ে প্রযুজ্য নয়। মন্ত্রী, আপনি আপনার অভিযোগ বলে যান।

মন্ত্রী। অগ্নিবর্ণদেব কিছুদিন হতে একদল ক্ষত্রিয় যুবককে সম্মিলিত করে' বনে এক সেনা সমাবেশ ক'রেছেন। উদ্দেশ্য—সহসা রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে' সিংহাসন অধিকার। চারুদত্ত এ চক্রান্তে তাঁর প্রধান মন্ত্রদাতা। চারুদত্ত কোশলনিবাসী ব্রাহ্মণ, সেখানে চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হ'য়ে নির্ব্বাসিত হয়েছেন। এ রাজ্যে এসে সে কথা গোপন করে অগ্নিবর্ণের সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে অমাত্য পদ অধিকার ক'রে ক্রমে রাজার উচ্ছেদের চেষ্টা ক'রছেন।

প্রাড্। এ অভিযোগের উত্তরে আপনার কি বলবার আছে অগ্নিবর্ণদেব।

অগ্নি। এ কথার সম্যক উত্তর রাজসভায় দিতে আমি অক্ষম—সে উত্তর অবিলম্বে ওই কপট চক্রীর মস্তক ছেদন।

রাজা। অতি দুর্ব্বিনীত তোমার ব্যবহার অগ্নিবর্ণ! আমার কুটুম্ব ব'লে তোমার স্পর্দ্ধা ক্রমেই সকল সীমা অতিক্রম ক'রে উঠছে।

অগ্নি। না রাজা, যতদিন আমার এই জ্ঞান ছিল যে আপনার কুটুম্ব, এই আমার প্রধান গৌরব, ততদিন এ স্পর্দ্ধা আমার হয় নি। কিন্তু এখন আর আমার সে জ্ঞান নাই। আমি জানি বাহুতে আমার শক্তি আছে,

সত্য আমার আশ্রয়, এবং ধর্ম্মই আমার একমাত্র প্রবৃত্তি, তাই আমি এখন এত নির্ভয়।

প্রাড্। ক্ষান্ত হউন অগ্নিবর্ণ দেব, আপনি অভিযোগের কোন উত্তর না দিলে এইটাই ধরে নিতে হবে যে অভিযোগ—

অগ্নি। তবে আমার উত্তর এই অভিযোগ আদ্যোপান্ত মিথ্যা।

প্রাড্। আপনি সেনা সংগ্রহ করেন নি ?

অগ্নি। করেছি, কিন্তু রাজদ্রোহের জন্য নয়।

রাজা। তবে কি জন্য ?

অগ্নি। সে উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নই।

প্রাড্। চারুদত্তের সঙ্গে চক্রান্ত মিথ্যা ?

অগ্নি। সম্পূর্ণ।

প্রাড। চারুদত্ত, তোমার কি উত্তর।

চারু। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রাড। তুমি কোশলদেশবাসী ?

চারু। না।

রাজা। তবে কোথাকার লোক তুমি ?

চারু। সে কথা প্রকাশ কর্ত্তে আমি অক্ষম।

মন্ত্রী। তুমি চোর দণ্ড প্রাপ্ত হ'য়ে কোশল থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছ।

[চারুদত্ত সন্দিগ্ধ চিত্তে অগ্নিবর্ণের দিকে চাহিল]

মন্ত্রী। নীরব কেন ? রাজন্ এ কথা সহজ প্রমাণসাক্ষেপ। চারুদত্ত, তোমার চন্দনানুলেপন মুছে ফেলে, রাজাকে পরীক্ষা করতে দেও তোমার কপালে কিসের ছাপ আছে।

[চারুদত্ত নির্ব্বাক্ হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল]

মন্ত্রী। রাজন, অনুমতি হয় তো আমি ওই চন্দনানুলেপ মুছে ফেলি।

[রাজা ইঙ্গিত করিলেন, মন্ত্রী চন্দন মুছিয়া ফেলিলেন]

দেখুন সকলে—শ্বপদাঙ্ক !

[সভাসদগণ ও রাজা মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন]

রাজা। বেশ, এখন তোমার আর কিছু বলবার আছে চারুদত্ত !

প্রাড। শোন চারুদত্ত, সত্যসেন তোমার বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিয়াছে যে, তুমি কোশল দেশের দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত চোর। এদেশে এসে মিথ্যাচারের দ্বারা তুমি তোমার প্রকৃত পরিচয় গোপন করে রাজার বিশ্বাস উৎপাদন ক'রেছ, এবং অমাত্য পদ লাভ করে, অগ্নিবর্ণের সঙ্গে চক্রান্ত করেছ। রাজার উচ্ছেদ সাধন ক'ববার জন্য অগ্নিবর্ণদেব তোমার পরামর্শে সৈন্য সংগ্রহ ক'রে রাজধানী আক্রমণ করতে উদ্যত হ'য়েছেন। এ অভিযোগ সম্বন্ধে তোমার উত্তর কি ?

চারু। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) এ অভিযোগ মিথ্যা।

প্রাড্। সম্পূর্ণ মিথ্যা ?

চারু। সম্পূর্ণ।

প্রাড্। চৌরদণ্ড ? (চারুদত্ত নিরুত্তর)

প্রাড্। কি বল ?

চারু। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।

[রাজা প্রভৃতি সকলে আলোচনা করিতে লাগিলেন]

প্রাড্। চারুদত্ত, রাজার সিদ্ধান্ত এই যে, তোমাকেই প্রমাণ করতে হবে যে তুমি নির্দ্দোষ। তোমার নির্দ্দোষিতার কি প্রমাণ আছে? তোমার স্বীকারোক্তি এবং তোমার ললাটের চিহ্নে প্রমাণ হচ্ছে যে, তুমি চৌরদণ্ড প্রাপ্ত হয়েছিলে। এখন এ সত্ত্বেও যে তুমি চোর নও, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ আছে কি?

[দক্ষিণ দিক হইতে আপস্তম্ব ও সুদত্তার প্রবেশ। আপস্তম্ব সকলের পশ্চাতে সভামঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুদত্তা ব্যস্তভাবে লোক ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। আপস্তম্ব ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া নত মস্তকে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।]

সুদত্তা। সে প্রমাণ আমি দেব।

চারু। সুদত্তা!

প্রাড্। দেবী! আপনার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। আপনি নারী এবং অভিযুক্তের পত্নী।

আপ। [হঠাৎ মাথা খাড়া করিয়া সভামঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া] রাজন্, আমি চারুদত্তের নির্দ্দোষিতার সাক্ষী!

চারু। এঁ্যা—গুরুদেব!

আপ। আমি সত্য শপথ করে বলছি, যে চারুদত্ত চৌর্য্যাপরাধে দোষী নয়। আমি ওর নামে মিথ্যা অভিযোগ ক'রেছিলাম। চারুদত্ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়েও কেবল আমার সম্মান রক্ষার জন্য চৌর্য্যাপবাদ স্বীকার করে' নির্ব্বিবাদে তার দণ্ড গ্রহণ করেছিল। রাজন্ আজ

এই ধর্ম্মসভায় আমার সেই পাপাচার স্বীকার করে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছি।

[আপস্তম্ব মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

সকলে। সাধু! সাধু!

রাজা। আর্য্য, আপনার পরিচয় অবগত নই।

আপ। আমি বাৎস্য গোত্রীয় আপস্তম্ব।

[রাজা ও সভাসদগণ চমকিত হইয়া আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। রাজা আপস্তম্বের কাছে নামিয়া আসিলেন]

রাজা। বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি আপস্তম্বদেব, আপনার আগমনে এ রাজ্য ধন্য হয়েছে। (দাসীর প্রতি) ঘোষা, যাও, আর্য্যের জন্য পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে এসো। আর্য্য আসন পরিগ্রহ করুন।

আপ। (স্বগতঃ) বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি আপস্তম্ব! সে ছিল, আজ সে নেই। আর্য্যাবর্ত্তের আকাশে, বাতাসে আজ তার নাম ধিক্কারে ভরে গেছে—মিথ্যাচারী, সন্তানদ্রোহী, পাপিষ্ঠ আপস্তম্ব! হিমালয়-শৃঙ্গের মত তুঙ্গ ছিল আমার যশ—আজ, আজ তা ধূলার সাথে বালুকণা হয়ে মিলিয়ে গেছে। ওঃ তবু—তবু বেঁচে থাকতে হবে!

[স্তব্ধভাবে শূন্য-[illegible]নের দিকে অগ্রসর হইয়া তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

রাজা। (তীব্র দৃষ্টিতে মন্ত্রীকে আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করিলেন। তার পর) চারুদত্ত—তুমি মুক্ত।

[অগ্নিবর্ণের প্রস্থান।

[আপস্তম্ব উৎসুক ভাবে এই আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—এ আদেশ শুনিয়া আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মুখ ফিরাইলেন। তার পর গভীর বিষাদে তাঁর মুখ আচ্ছন্ন হইল। তিনি মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ভুমিলগ্ন-দৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

সুদত্তা। (আনন্দে দুই হাত তুলিয়া) জয় মহারাজের জয়! ন্যায়াধিপতি, সকল দেবতা আপনাকে মঙ্গলে মণ্ডিত করুন।

[তার পর চারুদত্তের দিকে ফিরিয়া তাকে প্রণাম করিয়া পা জড়াইয়া ধরিল]

আর্য্যপুত্র, ক্ষমা কর আমায়!

চারু। [সুদত্তাকে ধরিয়া তুলিল] ক্ষমা! সুদত্তা, তুমি যে আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে ফিরে এসেছ, তাতেই আমি ধন্য হয়েছি।

[তার পর দুইজনে উৎফুল্ল হৃদয়ে আপস্তম্বের দিকে চাহিয়া প্রণাম করিল। আপস্তম্ব শুষ্ক মুখে হাত বাড়াইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা দাঁড়াইয়া আপস্তম্বের দিকে চাহিয়া কি বলিবার উপক্রম করিলেন। অগ্নিবর্ণ ইতিমধ্যে বাহিরে গিয়া দাসী-বেশিনী চিত্রলেখা ও ঋতুপর্ণ এবং সত্যসেনকে লইয়া আসিলেন।]

অগ্নি। রাজা, ধর্ম্মকার্য্য এখনও সম্পন্ন হয়নি, আমার অভিযোগের বিচার চাই।

রাজা। অগ্নিবর্ণ, কি তোমার অভিযোগ, অভিযুক্ত কে?

অগ্নি। আমার অভিযোগ—ওই মন্ত্রী, এই পাপি[illegible] ঋতুপর্ণ ও সত্যসেন, আর এই পাপিষ্ঠা চিত্রলেখার বিরুদ্ধে। এরা দুষ্ট চক্রান্তের দ্বারা আপনার অমাত্য চারুদত্তের প্রাণহানির চেষ্টায় মিথ্যা অভিযোগ করেছিল।

[সকলে চমকিত হইয়া উঠিল। সুদত্তা হঠাৎ চিত্রলেখাকে চিনিয়া স্বামীর পার্শ্ব ছাড়িয়া ছুটিয়া চিত্রলেখার পার্শ্বে গিয়া পরম করুণার সহিত তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।]

[রাজা প্রাড্‌বিবাকের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দাসী পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া আসিল। রাজা অগ্রসর হইয়া আপস্তম্বকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিলেন। আপস্তম্ব অন্যমনা হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন।]

সুদত্তা। সখা, এ কি দুর্দ্দশা করেছ তুমি সখীর ?

অগ্নি। তোমার সখী হবার যোগ্য ও নয় দেবী, ও দাসী।

সুদত্তা। না সখা, ও তোমার সহধর্ম্মিণী, গৃহপত্নী।

অগ্নি। ও পাপিষ্ঠা, গুরুতর অপরাধে অপরাধী ও। ও তোমার হিংসা করেছে—তোমার স্বামীর হিংসা করেছে।

সুদত্তা। এই অপরাধ ? ভেবে দেখেছ সখা, কেন তা করেছে চিত্রলেখা ? সে শুধু তোমায় বড় ভালবাসে বলে, আর তুমি সে ভালবাসার নিষ্ঠুর অপমান করেছ বলে। শক্তিমান স্বামী ! তোমার অধিকারের দর্পে তুমি লাঞ্ছিত প্রেমের এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহের শাস্তি দিতে যাচ্ছ—কিন্তু তোমার অপরাধের শাস্তি কে দেবে অগ্নিবর্ণ ? [অগ্নিবর্ণ নতমস্তকে নীরব রহিল।]

চিত্রলেখা। আমা হতে তোমার এ ঘোর অনিষ্ট হয়েছে। আমি আজীবন [illegible] তার প্রায়শ্চিত্ত করবো। আমি আজ থেকে তোমার দাসীত্ব স্বীকার করছি। আমায় ক্ষমা কর সখি।

[সুদত্তা চিত্রলেখার পায়ে পড়িতে গেল। অগ্নিবর্ণ চমকিত হইয়া দুইপদ অগ্রসর হইয়া গেল। চিত্রলেখা সুদত্তাকে নিবৃত্ত করিয়া তাহার পদতলে পড়িয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিল।]

চিত্র। দেবী—দেবী তুমি! মানবী নও, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর দেবী!

[সুদত্তা তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিল]

অগ্নি। দেবী, এ অপরাধীকেও ক্ষমা ভিক্ষা দাও! চিত্রলেখা, তুমি মুক্ত। দেবীর স্পর্শে তোমার সব অপরাধ ধৌত হয়ে গেছে। যে পুণ্য হৃদয়ে তুমি আজ আশ্রয় পেয়েছ, সে তোমার অশেষ সুকৃতির ফল। ভাগ্যবতী তুমি। তোমাকে এই আশ্রয়ে রেখে আমি আজ নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নিচ্ছি।

সুদত্তা। বিদায়? সে কি সখা?

চারু। কোথায় যাবে তুমি, সখা?

অগ্নি। আমি যাব সুদূর দক্ষিণাপথে, বাহুবল সহায় করে সেখানে রাজ্য অর্জ্জন করবো, আর্য্য অধিকার স্থাপন করবো।

[আপস্তম্ব চমকিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। রাজাও উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

[চারুদত্ত বাধা দিবার জন্য হাত তুলিয়া কিছু বলিতে উদ্যত হইল]

অগ্নি। (চারুদত্তকে নিবৃত্ত করিয়া) নিবৃত্ত হয়ো [illegible] ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রধর্ম্মপালন করতে যাচ্ছি, গৌরবতনি[illegible] [illegible] অনুচর আমার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। চারু[illegible], [illegible]রাই যে আমায় এ পথ দেখিয়েছ। তোমার পত্নীই যে [illegible] অন্তরে এ নূতন আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছে। আজ তোমরা [illegible] নিবৃত্ত করতে তো পারবে না। সখি, স্মিত মুখে বিদায় দাও।

আপ। (স্বগতঃ) সুদূর দক্ষিণাপথ—সেখানে আপস্তম্বের কথা কেউ শোনেনি।

সুদত্তা। যাবে? [কিয়ৎক্ষণ পরে] যাও সখা। জয়যুক্ত হও।

আপ। [অগ্রসর হইয়া অগ্নিবর্ণের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া] সাধু অগ্নিবর্ণ. সাধু। অগ্রসর হও, জয়যুক্ত হও। আমি তোমার সহযাত্রী।

চারু। প্রভু!

আপ। নিবৃত্ত করো না বৎস! আমাকে যেতে হবে। জীবনের এই জীর্ণ সন্ধ্যায় ধূলি-ধূসরিত আমার সম্মানকে পুনর্জীবন দেবার এত বড় সুযোগ আর তো আমি পাব না। আমি যাব। অনার্য্য-ভূমি বৈদিক যজ্ঞের ধূমে সুরভিত করবো আমি। অগ্নিবর্ণ সেখানে আর্য্যকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করবে বীর্য্যে, দেবগণের আশীর্ব্বাদে আমিও আর্য্যকীর্ত্তি স্থাপিত করবো ধর্ম্মে।

চারু। (সুদত্তার কাছে অগ্রসর হইয়া) সুদত্তা, তুমি পিতাকে পায় ধ'রে নিবৃত্ত কর।

সুদত্তা। পিতা···না, বাধা দেব না। আমি নারী, কিন্তু আমি ঋষির মেয়ে।

যবনিকা